আ'মালিয়াতে কাশ্মীরী রহ.

বা

কুরআনী চিকিৎসা

মূল

ইমামুল আছর শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা

আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.

ভাষান্তর

মাওলানা এনামুল হক সন্দ্বীপী

প্রকাশক

নদওয়া প্রকাশনী

শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আ'মালিয়াতে কাশমীরী রহ.

বা

কুরআনী চিকিৎসা

(১)

আ'মালিয়াতে মাদানী রহ.

আ'মালিয়াতে যাকারিয়া রহ.

আ'মালিয়াতে পালনপুরী রহ.

আ'মালিয়াতে ইসমে আযম

মূল

ইমামুল আছর শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা

শাহ আনোয়ার কাশমীরী রহ.

ভাষান্তর

মাওঃ এনামুল হক সন্দ্বীপী

প্রকাশক

মাকতাবাতুন নাদওয়া

শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

আ'মালিয়াতে কাশমীরী রহ.

এসব হলো আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পরীক্ষিত আমলসমূহ। তাঁর এ আমলগুলো সংগ্রহ করেন মাওলানা মুযাফফর কাসেমী সাহেব। হযরত আনোয়ার শাহ কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি দারুল উলূম দেওবন্দের শায়খুল হাদীস ছিলেন। তিনি এতো বড় আলেম ছিলেন যে, তৎকালীন অনেকের ধারণা, এতো বড় আলেম হয়ত কেয়ামত পর্যন্ত আর এ ধরায় আগমন করবেন না। তিনি সদা এশার নামাযের পর বড় বড় কিতাব দেখার জন্য বসতেন। এ অবস্থায় ফজর হয়ে যেতো। তিনি রাতে নিদ্রা যেতেন না বললেই চলে। তিনি একদিন মনে মনে বলতেছিলেন কিতাবে খিযির আলাইহিস সালাম-এর কথা পড়ি পড়াই। কিন্তু তাঁকে কখনো দেখলাম না। সে রাতেই তিনি কিতাব নিয়ে বসার পর রাত গভীর হলে হযরত খিযির আলাইহিস সালাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় তিনি কোন স্তরের বুযুর্গ ছিলেন।

আ'মালিয়াতে মাদানী রহ.

এসব হলো হযরত শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পরীক্ষিত আমল সমূহ। তাঁর এ আমলগুলো তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করেন মাওলানা ইয়াসিন সাহেব। তিনি হযরত কাশমীরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পর দারুল উলূমের শায়খুল হাদীস ছিলেন। তিনি হলেন আওলাদে রাসূল। তিনি দারুল উলূম থেকে পড়ালেখা শেষ করার পর রওযা শরীফের পাশে হাদীস পড়াতেন। চার মাযহাবের ছাত্ররা তাঁর নিকট হাদীস পড়েছে। হাদীসের কোন বিষয়ে সন্দেহ হলে চক্ষু বন্ধ করে রওযা শরীফের দিক লক্ষ্য করে সেখান থেকে সমাধান গ্রহণ করতেন। তিনি এক স্থানে বৃটিশের বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সরাসরি সৈন্যরা তাঁকে গুলি করতে চাইলে সকলের হাত থেকে বন্দুক পড়ে গিয়েছে। এক দেশের নদী ভাঙ্গা বন্ধ হওয়ার দু'আ করার জন্য তাঁকে নেয়া হলে তিনি একটি চিঠি লিখে বলেছেন, এ পত্রটি নিয়ে নদীতে কে ঝাঁপ দিতে পারবে? এক বৃদ্ধ ভেবেছে যদি এ পত্রের উসিলায় নদী ভাঙ্গা বন্ধ হয় আর এতে আমার মৃত্যু হয় তাহলে আমার জীবন সার্থক। তাই তিনি নদীতে ঝাঁপ দিয়েছেন। নদীর স্রোত তাকে নদীর তলদেশে নেয়ার পর তিনি দেখতে পেলেন কিছু লোক মাটি কাটছেন। আর খিযির আলাইহিস সালাম দাঁড়িয়ে আছেন। পত্রটি তাঁকে দেয়ামাত্রই তিনি ঘোষনা দিলেন আজ থেকে এখানে মাটি কাটা বন্ধ। এরপর তাকে একটি স্বর্ণের পেয়ালা দিয়ে সুস্থ অবস্থায় নদীর উপকূলে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। অসংখ্য মানুষ এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় তিনি কোন স্তরের বুযুর্গ ছিলেন

আ'মালিয়াতে যাকারিয়া রহ.

এসব হলো ভারতের সাহারানপুর মোযাহেরুল উলূম মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পরীক্ষিত আমলসমূহ। তাঁর এ আমলগুলো সংগ্রহ করেছেন তাঁর কীর্তি সন্তান হযরত মাওলানা তালহা কান্দলভী দাঃ বাঃ। তিনি বুখারী শরীফের একাধিক ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচনা করেছেন। এভাবে তিনি উর্দূ ও আরবী ভাষায় অনেক বড় বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর ঐসব গ্রন্থ সমূহ থেকে দু'টি গ্রন্থ হলো ফাযায়েলে আমাল ও ফাযায়েলে সাদাকাত। পৃথিবীর একশতের অধিক ভাষায় তাঁর এসব গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে। এর দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায় তাঁদের খেদমত আল্লাহ পাকের নিকট কতইনা কবুল হয়েছে।

আ'মালিয়াতে পালনপুরী রহ.

এসব হলো হযরত ওমর পালনপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর পরীক্ষিত আমলসমূহ। তাঁর এ আমলগুলো সংগ্রহ করেছেন হযরত মাওলানা ইউনুস পালনপুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি দারুল উলূম থেকে পড়ালেখা শেষ করার পর তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনেক বৎসর যাবত তাবলীগের প্রধান ভাষ্যকার ছিলেন। পৃথিবীর বুকে যতস্থানে মানুষ আছে বলতে গেলে তিনি ততস্থানে তাবলীগ নিয়ে পৌছেছিলেন। তাঁর অসংখ্য কারামত রয়েছে। আমার জানা মতে তাঁর জীবনের সর্বশেষ কারামত হলো, তিনি ইন্তেকালের বেশ কয়েক মাস পূর্বে বিশ্ব এজতেমার আলেমগণের বিশেষ বয়ানের পর মুনাজাতের সময় বলেছেন, যা চাওয়ার আছে চেয়ে নাও। হয়ত পরবর্তী এজতেমায় আমাকে আর পাবে না। ঠিক তাই হয়েছে। সে এজতেমার বেশ কয়েক মাস পর শুনতে পেয়েছি তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।) এ সংবাদ অধমের কর্নকুহরে পৌছার পর এজতেমার মুনাজাতে যে কথাটি তাঁর পবিত্র যবান থেকে অধম সরাসরি শুনেছি তা মনে পড়ে গেলো। তখন বুঝতে পেরেছি তিনি যদিও ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করেছেন কিন্তু জীবনে যা কিছু করেছেন এবং বলেছেন অন্তর চক্ষু দ্বারা সরাসরি আরশের দিক তাকিয়ে করেছেন এবং বলেছেন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে এসব বুযুর্গগণের পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন এবং তাঁদের আমালিয়াত দ্বারা আমাদেরকে উভয় জাহানে চির সুখী করুন। সাথে সাথে আমাদেরকে এমন সুস্থতা দান করুন যেন আমাদের জীবনে কোন ডাক্তারের শরনাপন্ন না হতে হয়। আমীন।

সূচি

আ'মালিয়াতে কাশমীরী রহ.

আ'মালিয়াতে মাদানী রহ.

আ'মালিয়াতে যাকারিয়া রহ.

আ'মালিয়াতে পালনপুরী রহ.

আ'মালিয়াতে ইসমে আযম

بسم الله الرحمٰن الرحيم

১. ঈমানের হেফাযত হওয়ার আমলঃ

আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ নেয়ামত হলো ঈমান। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত এটির হেফাযতে যত্নবান হওয়া।

ক. অনেক সুফী সাধকগণের মতে মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকাত সুন্নতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ফালাক পাঠ করলে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা নাস পাঠ করলে তার ঈমান সংরক্ষিত হবে এবং মৃত্যুর সময় কালেমা নসীব হবে, ইনশা আল্লাহ।

খ. ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের দৌলত প্রাপ্ত হওয়ার উপর কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করবে তার ঈমান সুরক্ষিত হবে এবং তার খাতেমা বিল খায়ের হবে। শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ পাকের বিধান হলো বান্দা আল্লাহ প্রদত্ব নেয়ামতের শোকরিয়া আদায় করলে আল্লাহ পাক তার নেয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেন। সে বিধান অনুসারে ঈমানের শোকরিয়া আদায় করলে ঈমান দৃঢ় হবে। ইনশা আল্লাহ।

২. নেক আমলের তাওফীক হওয়ার আমলঃ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের মধ্যাংশে উঠে ওযূ করে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াতটি জাফরান ও গোলাপ জল দ্বারা বর্তনে লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানিতে নিম্নোক্ত আয়াতটি সাতবার পাঠ করে ফুঁক দিবে। তারপর সে পানিগুলো পান করবে আর নেক আমলের তাওফীক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য দু'আ করবে।

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

৩. স্বপ্নে রাসূল স.-এর যেয়ারত হওয়ার আমলঃ

ক. ওযূর সঙ্গে কেবলামুখী হয়ে ডান হাতের উপর মাথা রেখে শয়ন করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি একবার পাঠ করবে। এ দু'আটি একবার পাঠ করার পর ইন্না আত্বইনা কাল কাওছার এক হাজার বার পাঠ করবে। এরপর ঘুমের ঘোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার প্রবল মনোভাব নিয়ে নিদ্রা যাবে। ইনশা আল্লাহ অবশ্যই অবশ্যই স্বপ্নে তাঁর যেয়ারত নসিব হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْئَلُكَ بِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ اَنْ تُرِيَنِيْ وَجْهَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوِاجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِى الدَّرَجَاتِ

الْعُلٰى امين. وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهٗ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

খ. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে এক হাজার বার যেকোন একটি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর সূরা কাওছার একহাজার বার পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ ঘুমের ঘোরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দর্শন লাভ হবে।

৪. ঈমানের উপর মৃত্যু হওয়ার আমলঃ

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করায় অভ্যস্ত হবে, অবশ্যই তার মৃত্যু ঈমানের উপর হবে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ

اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

৫. শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষার আমলঃ

ক. শুক্রবার দিন সূর্য উদিত হওয়ার সময় সাতটি কাগজে নিম্নোক্ত আয়াতটি সাতবার লিখবে। দৈনিক একটি কাগজ তাবিজ বানিয়ে পানি দ্বারা খেয়ে ফেলবে। ইনশা আল্লাহ শয়তানের প্ররোচনা ও তার সৃষ্টকৃত দুঃশ্চিন্তা দূরীভূত হবে।

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝ اِنَّ

الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ۝

খ. যার অন্তরে শয়তানের প্ররোচনা অধিক মাত্রায় জাগরিত হয় সে সদা নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করতে থাকবে। যে ব্যক্তি এ আমল করতে অভ্যস্ত হবে তার অন্তর যাবতীয় পাপরাশি থেকে ফিরে আসবে।

رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُوْنِ

৬. জাহান্নাম থেকে রক্ষার আমলঃ

যে ব্যক্তি সদা নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করবে সে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকবে।

حٰمٓ ۞ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۞ حٰمٓ ۞ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ حٰمٓ ۞ عٓسٓقٓ ۞ حٰمٓ ۞ وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۞ حٰمٓ ۞ اِنَّآ اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۞ حٰمٓ ۞ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

৭. কিয়ামতে সুপারিশ লাভের আমলঃ

যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে, সে কাল-কিয়ামতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য হবে।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۞ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞

৮. কবরের আযাব থেকে রক্ষার আমলঃ

ক. যে ব্যক্তি প্রতিদিন এশার নামাযের পর সূরা মুল্‌ক পাঠ করবে সে কবরের আযাব থেকে বেঁচে থাকবে।

খ. যে ব্যক্তি সদা সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে সেও কবরের আযাব থেকে বেঁচে থাকবে।

৯. ব্যবসার উন্নতির আমলঃ

ক. বৃহস্পতিবার দিন এ আয়াত হরিণের ঝিল্লীর (পাতলা চামড়া) উপর লিখে কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে দোকানের চৌকাঠের নিচে বা বাগানে দাফন করলে কল্পনাতীত বরকত পরিলক্ষিত হয়।

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰى يُحْيِىْ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؐ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝

খ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে ব্যবসার মালের মধ্যে রেখে দিলে বেশ বরকত হয়।

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۝ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

গ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো যায়তুনের চারটি পাতায় চারবার লিখে দোকান বা গৃহের চার কোণে সে চারটি পাতা গেড়ে দিলে কাষ্টমারের ভীড় জমবে।

الٓمّٓرٰ ۝ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِىْ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۝ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ° وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ° اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ °

ঘ. বৃহস্পতিবার দিন ওযূর সঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে দোকানে বা গৃহের দরজায় ঝুলিয়ে রাখলে অনেক বরকত হয়।

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ° يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ° وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ °

ঙ. যে ব্যক্তি জুমার দিন আসরের নামাযের পর আয়াতুল কুরসী তিনশত তেরবার পাঠ করে, সে কল্পনাতীত বরকতের অধিকারী হয়।

চ. জুমার নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে দোকানে বা গৃহে রাখলে রিযিক বৃদ্ধি পায়।

وَلَقَدْ مَكَّنَّا كُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ °

ছ. নিম্নোক্ত আয়াত আপেলের টুকরায় লিখে গুদামে রাখলে বরকত আনয়ন করে।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ° وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ °

১০. রিযিকে সচ্ছলতার আমলঃ

ক. জুমার নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি পঁয়ত্রিশবার লিখে সঙ্গে ধারণ করলে গায়েব থেকে রিযিক প্রাপ্ত হবে এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে, ইনশা আল্লাহ।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَحْمَدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ

খ. প্রত্যেক নামাযের পর يَا لَطِيْفُ একশত বার পাঠ করে নিম্নোক্ত দু'আটি একবার পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ রিযিকের মধ্যে বরকত আনয়ন করবে।

اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِّعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ °

গ. ফজর ও মাগরিবের নামাযের পর يَا لَطِيْفُ একশত বার পাঠ করে নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করলে রিযিকে সচ্ছলতা পরিলক্ষিত হয়।

اَللّٰهُمَّ وَسِّعْ عَلَيَّ رِزْقِيْ اَللّٰهُمَّ عَطِّفْ عَلَيَّ خَلْقَكَ كَمَا صُنْتَ وَجْهِيْ عَنِ السُّجُوْدِ لِغَيْرِكَ فَصُنْهُ عَنْ ذِلِّ السَّوَالِ لِغَيْرِكَ بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

ঘ. যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আটি প্রত্যেক নামাযের পর পড়ায় অভ্যস্ত হবে, সে সর্ব প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সে কল্পনাতীত রিযিকের অধিকারী হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার পাহাড় সমপরিমাণ ঋণ থাকলে তাও পরিশোধিত হবে।

يَا اللّٰهُ يَا اَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا مَوْجُوْدُ يَا جَوَّادُ يَا بَاسِطُ يَا كَرِيْمُ يَا وَهَّابُ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا غَنِيُّ يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ اِنْفِحْنِيْ مِنْكَ بِنَفْحَةِ خَيْرٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَمَّنْ سِوَاكَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ اِكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَاحْفَظْنِيْ بِمَا حَفِظْتَ بِهِ الذِّكْرَ وَانْصُرْنِيْ بِمَا نَصَرْتَ بِهِ الرُّسُلَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

ঙ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

যেকোন মাসের প্রথম শুক্রবার থেকে শুরু করে, চল্লিশ জুমা পর্যন্ত প্রত্যেক শুক্রবার উপরিউক্ত আয়াতটি একটি কাগজে লিখে পানির কূপে

নিক্ষেপ করবে এবং মাগরিবের নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এগার বার পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ ধনাঢ্য হবে।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ م بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

চ. যে ব্যক্তি ফরয নামাযের পর এবং বিভিন্ন নফল নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অধিক পাঠ করবে তার অভাব অনটন মুছে যাবে।

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

ছ. প্রথমে এগার বার যেকোন একটি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর এক হাজার একশত এগার বার يَا مُغْنِ পাঠ করবে। এরপর এগার বার সূরা মুযযাম্মেল পাঠ করবে। এরপর এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর রিযিকের সচ্ছলতার জন্যে দু'আ করবে। ধারাবাহিক চল্লিশ দিন যাবত দৈনিক কোন একটি নির্দিষ্ট সময় এ আমলগুলো চালু রাখলে কল্পনাতীত রিযিক পাওয়া সুনিশ্চিত। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য সহায়তা প্রাপ্ত হবে।

জ. চাঁদির আংটির উপর নিম্নোক্ত আয়াতটি খোদায় করে লিখে সে আংটি পরিধান করলে কল্পনাতীত রিযিক অর্জিত হয়।

ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ۝

ঝ. গৃহে প্রবেশকালে সূরা এখলাস পাঠ করলে রিযিকে বরকত আনয়ন করে।

ঞ. সূরা আলাম নাশরাহ ও সূরা কাফিরুন অধিক বার পাঠ করলে রিযিকে বরকত অর্জিত হয়।

ট. রমযানের চাঁদ দেখার পর তিনবার সূরা ফাতাহ পাঠ করলে পূর্ণ বৎসর সাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়।

ঠ. দৈনিক এক হাজার একশত এগারবার يَا مُغْنِ পাঠ করবে এবং চল্লিশ বার অথবা এগার বার সূরা মুযযাম্মেল পাঠ করবে। এভাবে ধারাবাহিক চল্লিশ দিন আমল করলে অশেষ রিযিক অর্জিত হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

ড. চাশতের নামাযের পর দৈনিক একশত বার يَا بَاسِطُ পাঠ করলে রিযিকে সচ্ছলতা আনয়ন করবে।

ঢ. রিযিকের সচ্ছলতার উদ্দেশ্যে অর্ধ রজনীতে উঠে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস পনের বার পাঠ করবে। নামায শেষে কেবলামুখী হয়ে এক হাজার বার পূর্ণ বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। অতঃপর এক হাজার বার يَا خَفِيَّ الْاَلْطَافِ اَدْرِكْنِيْ بِلُطْفٍ خَفِيٍّ এ দুআ পাঠ করবে। অতঃপর এক হাজার বার يَا بَدُّوْحُ পাঠ করবে। এরপর পুনরায় দু'রাকাত নামায পড়বে। ইনশা আল্লাহ অশেষ রিযিকের অধিকারী হবে।

ণ. দৈনিক এক হাজার বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ পাঠ করলে রিযিকে প্রচুরতা আনয়ন করে।

ত. সোমবার সকালে আংটির মধ্যে নিম্নোক্ত নকশাটি খোদায় করে সে আংটি পরিধান করলে ইনশা আল্লাহ অসাধারণ সম্পদ অর্জিত হবে।

٥٣	٤٦	٥١
٤٨	٥٠	٥٢
٤٩	٥٤	٤٧

থ. পূর্ণ বিসমিল্লাহ সহ আয়াতুল কুরসী, পূর্ণ বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফালাক, বিসমিল্লাহ সহ সূরা নাস ও বিসমিল্লাহ সহ নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করায় অভ্যস্ত হলে অশেষ রিযিক অর্জিত হবে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

দ. দৈনিক ফজরের নামাযের পর চৌদ্দশত বার يَا وَهَّابُ পাঠ করলে এবং শুরু ও শেষে চৌদ্দ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করলে অশেষ রিযিক অর্জিত হয় এবং তার বংশধরও অনেক সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করে।

১১. দু'আ কবুল হওয়ার আমলঃ

ক. হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝ وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

খ. শুক্রবার দিন আসরের নামাযের পর পূর্ণ আয়াতুল কুরসী সত্তর বার পাঠ করে যে দু'আ করা হবে তা ইনশা আল্লাহ কবুল হবে।

গ. সাতশত সত্তর বার يَا كَبِيْرُ مُتَعَالٍ পাঠ করে যে দু'আ করা হয় তা কবুল হয়।

ঘ. নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করবে এবং পাঠকালে আল্লাহ শব্দ দু'টির মাঝে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে।

وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِيَ رُسُلُ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ

ঙ. বৃহস্পতিবার চাশতের নামাযের পর يَا سَمِيْعُ পাঁচশত বার পাঠ করে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে।

চ. হযরত ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, দু'আ করার পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলে দু'আ কবুল হয়।

يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَيَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنَ وَيَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

ছ. দু'আ কবুলের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করা বেশ উপকারী।

يَا سَابِغَ النِّعَمِ وَيَا دَافِعَ النِّقَمِ وَيَا فَارِجَ الْغُمُوْمِ وَيَا كَاشِفَ الظُّلَمِ وَيَآ اَعْدَلَ مَنْ حَكَمَ وَيَا حَسِيْبَ مَنْ ظَلَمَ وَيَا وَلِيَّ مَنْ ظُلِمَ وَيَا اَوَّلُ بِلَا بِدَايَةٍ وَّيَا اٰخِرُ بِلَا نِهَايَةٍ وَّيَا مَنْ لَّهُ اِسْمٌ بِلَا كُنْيَةٍ اِجْعَلْ لِّيْ مِنْ اَمْرِيْ خُرُوْجًا وَّمَخْرَجًا ○

জ. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নিম্নোক্ত দু'আটি তিন বার পাঠ করে দু'আ করলে তা কবুল হয়।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ○

ঝ. নিম্নোক্ত আয়াতটি তিন বার পাঠ করে দু'আ করলে তা কবুল হয়।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ○

ঞ. নিম্নোক্ত পবিত্র নামগুলো বেশ কয়েক বার পাঠ করলে দু'আ কবুল হয়।

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

ট. হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করার পর দু'আ করলে তা কবুল হয়।

اَللّٰهُمَّ [illegible] اَللّٰهُمَّ

إِنَّكَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَّادُ الْكَرِيمُ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَوَفِّقْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَنَجِّنِيْ وَعَافِنِيْ وَاسْتُرْنِيْ وَلَا تُضِلَّنِيْ وَادْخِلْنِيْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

১১. হাজত পূর্ণ হওয়ার আমলঃ

ক. এশার নামাযের পর ষোল হাজার ছয়শত এক চল্লিশ বার يَالَطِيْفُ পাঠ করবে এবং প্রত্যেক একশত উনত্রিশ বার পড়ার পর একবার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। অতঃপর যে উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্যে দু'আ করবে তা কবুল হবে।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝

খ. ইমাম শাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, হযরত খিযির আলাইহিস সালাম জনৈক আবেদকে নিম্নোক্ত নামাযটি শিক্ষা দিয়েছেন।

নামাযের নিয়ম এইঃ দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর সূরা কাফিরুন দশ বার পাঠ করবে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর সূরা এখলাস দশ বার পাঠ করবে। নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আগুলো দশ বার পাঠ করবে। অতঃপর যে দু'আ করবে তা কবুল হবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

ঘ. সূরা আনআম পাঠ করে যে দু'আ করা হবে তা কবুল হবে।

ঙ. বার হাজার বার পূর্ণ বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। প্রত্যেক এক হাজারের পর দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। এভাবে বার হাজার শেষ হলে যে দু'আ করবে তা কবুল হবে।

চ. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ নামাযটি শিক্ষা দিয়েছেন। এ নামায পড়ে যে দু'আ করবে তা কবুল হবে। দু'দু'রাকাত করে সর্বমোট বার রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর এগার বার আয়াতুল কুরসী এবং এগার

বার সূরা এখলাস পাঠ করবে। নামায শেষে সেজদায় গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি একবার পাঠ করবে। অতঃপর স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্যে দু'আ করবে।

سُبْحَانَ الَّذِىْ لَيْسَ الْعِزُّ اِلَّا بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ يَعْطِفُ بِالْمَجْدِ
وَيُكْرَمُ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهٖ سُبْحَانَ الَّذِىْ لَا يَنْبَغِىْ
التَّسْبِيْحُ اِلَّا لَهٗ سُبْحَانَ ذِى الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ الَّذِىْ ذِى الْعِزِّ
وَالْكَرَمِ اَسْاَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ
وَاسْمِكَ الْاَعْظَمِ الْاَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ
اَنْ تُصَلِّىَ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝

ছ. দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা আলিফ লাম তানযীল পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা মুল্ক পাঠ করবে। নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি একবার পাঠ করে স্বীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়ার জন্যে দু'আ করবে।

يَا دَائِمُ يَا حَىُّ يَا فَرْدُ يَا وِتْرُ يَا قَدِيْمُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ صَلِّ عَلٰى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ۝

জ. দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। অতঃপর একবার নিম্নোক্ত দু'আ দু'টি পাঠ করবে। এরপর একবার যেকোন একটি দুরূদ শরীফ পাঠ করে স্বীয় উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্যে দু'আ করবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ
غَيْرُكَ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ۝ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ اَسْاَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْعِصْمَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ
... لَا تَدَعْ لِىْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ

وَلَا حَاجَةً هِىَ لَكَ رِضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

ঝ. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে গোসল করে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফিরুন সাতবার এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস সাতবার পাঠ করবে। প্রত্যেক রুকু সেজদার তাসবীহগুলো সাতবার সাতবার করে পাঠ করবে। নামায শেষে সেজদায় গিয়ে নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করবে। তারপর নিম্নোক্ত দুরূদটি দশবার পাঠ করবে। এরপর দু'আ দু'টি দশ বার দশ বার করে পাঠ করবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ۝

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ
وَسَلِّمْ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا
اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۝

يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِيْنَ اَغِثْنِىْ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

ঞ. নফলের নিয়তে বার রাকাত নামায পড়বে। প্রত্যেক দু'রাকাতের পর আত্তাহিয়্যাতু ও দুরূদ পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। শেষ রাকাতে আত্তাহিয়্যাতুর পর দুরূদের পূর্বে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

অতঃপর দুরূদ পাঠ করে সালাম ফিরাবে। এরপর সেজদায় গিয়ে সাতবার সূরা ফাতেহা, সাতবার আয়াতুল কুরসী, সাতবার সূবা এখলাস পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি দশ বার পাঠ করবে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ ...

عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْاَعْلٰى وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ ○

আল্লামা শাওকারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, এরপর যে দু'আ করবে তা কবুল হবে।

ট. পূর্ণ বিসমিল্লাহ সহ সূরা ইয়াসিন প্রথম থেকে প্রথম মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল বন্ধ করবে। পুনরায় পূর্ণ বিসমিল্লাহ সহ প্রথম থেকে দ্বিতীয় মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে পরবর্তী আঙ্গুলটি বন্ধ করবে। এরপর পুনরায় প্রথম থেকে তৃতীয় মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে মধ্যম আঙ্গুলটি বন্ধ করবে। এরপর পুনরায় প্রথম থেকে চতুর্থ মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে শাহাদাত আঙ্গুল বন্ধ করবে। এরপর পুনরায় প্রথম থেকে পঞ্চম মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে বৃদ্ধাঙ্গুল বন্ধ করবে। এরপর পুনরায় প্রথম থেকে ষষ্ঠ মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল বন্ধ করবে। এরপর পুনরায় প্রথম থেকে সপ্তম মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে তার পরবর্তী আঙ্গুলটি বন্ধ করবে।

সাত মুবীন শেষ হওয়ার পর পুনরায় প্রথম থেকে প্রথম মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলটি খুলবে। এরপর প্রথম থেকে দ্বিতীয় মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলটি খুলবে। এরপর প্রথম থেকে তৃতীয় মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলটি খুলবে। এরপর প্রথম থেকে চতুর্থ মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে শাহাদাত আঙ্গুলটি খুলবে। এরপর প্রথম থেকে পঞ্চম মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে ডান হাতের মধ্যমা আঙ্গুলটি খুলবে। এরপর প্রথম থেকে ষষ্ঠ মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে তার পরবর্তী আঙ্গুলটি খুলবে। এরপর প্রথম থেকে সপ্তম মুবীন পর্যন্ত পাঠ করে ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল খুলবে। এরপর পূর্ণ সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে। প্রত্যেক বার শুরু করার নিয়ম হলো يس صلى الله عليه وسلم والقران الحكيم এরপর স্বীয় হাজত পূর্ণ হওয়ার জন্যে দু'আ করবে। ইনশা আল্লাহ সমস্ত হাজত পূর্ণ হবে।

ঠ. এক বৈঠকে পূর্ণ সূরা ইয়াসিন চল্লিশবার পাঠ করলে তার যাবতীয় হাজত পূর্ণ হবে।

১৩. ঋণ পরিশোধের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। তবে প্রথমে এগার বার এবং শেষে এগার বার দুরুদ শরীফ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ অবশ্যই তার ঋণ পরিশোধ হবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ○

খ. সকাল সন্ধ্যা নিম্নোক্ত আয়াতটি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে ঋণ পরিশোধিত হবে।

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

গ. সূরা তাহরীম পাঠ করলে ঋণ পরিশোধ হয়।

ঘ. দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঁচ বার করে পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ হাজত পূর্ণ হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর একবার করে পাঠ করবে, না হয় প্রতি জুমার নামাযের পর একবার করে পাঠ করার আমল চালু করবে। ঋণ যত বেশি হোক না কেন তা সহজেই পরিশোধিত হবে।

يَا اللهُ يَا اَحَدُ يَا وَاحِدُ يَا مَوْجُوْدُ يَا جَوَّادُ يَا بَاسِطُ يَا كَرِيْمُ يَا
وَهَّابُ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيْ يَا فَتَّاحُ يَا رَزَّاقُ يَا عَلِيْمُ يَا حَكِيْمُ يَا
حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا بَدِيْعَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ اَنْفِحْنِيْ مِنْكَ بِنَفْحَةِ خَيْرٍ تُغْنِيْنِيْ بِهَا عَمَّنْ
سِوَاكَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ○
نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ○

اَللّٰهُمَّ يَا غَنِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ
الْمَجِيْدِ وَفَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ اِكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ
عَمَّنْ سِوَاكَ وَاحْفَظْنِيْ بِمَا حَفِظْتَ بِهٖ وَانْصُرْنِيْ بِمَا نَصَرْتَ بِهِ الرُّسُلَ اِنَّكَ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

১৪. চিন্তা দূরঃ

ক. রমযানের সাতাইশ তারিখে নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখে আংটির পাথরের নিচে রেখে সে আংটি ব্যবহার করলে পূর্ণ বৎসর চিন্তামুক্ত থাকবে।

وَمَا جَعَلَهُ اللهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ
اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

খ. يَا بَاقِ এক হাজার বার পাঠ করলে দুশ্চিন্তা লাঘব হয়।

গ. এ কবিতাগুলো বারংবার পাঠ করার দ্বারা দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়।

وَكَمْ لِلّٰهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِيٍّ + يَدُقُّ خِفَاهُ عَنْ فَهْمِ الذَّكِيِّ
وَكَمْ يُسْرٍ اَتٰى مِنْ بَعْدِ عُسْرٍ + وَفَرَّجَ كُرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِيِّ
وَكَمْ اَمْرٍ تُسَاءُ بِهٖ صَبَاحًا + فَتَاْتِيْكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِيِّ

اِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْاَحْوَالُ يَوْمًا + فَثِقْ بِالْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْعَلِيِّ
تَوَسَّلْ بِالنَّبِيِّ فَكُلُّ عَبْدٍ + يُغَاثُ اِذَا تَوَسَّلَ بِالنَّبِيِّ

ঘ. সূরা নূহ পাঠ করলে দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়।

ঙ. নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করার দ্বারা দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّ اللهَ
يُمْسِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ○

১৫. ফসলের প্রচুরতার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো যায়তুনের চারটি পাতায় বারংবার লিখে বাগানের চার কোণে চারটি পাতা গেড়ে দিলে ফসলে প্রচুরতা পরিলক্ষিত হয়।

الٓمّٓرٰ ○ تِلْكَ اٰيَاتُ الْكِتٰبِ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ○ اَللهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ
مُّسَمًّى ط يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ○ وَهُوَ
الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ط وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ
فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ○ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَّتَفَكَّرُوْنَ ○

খ. কাগজে সূরা ফাতেহা একবার লিখবে। তবে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এ অংশটি সাতবার লিখবে। এ কাগজটি পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানি ক্ষেতে বা ফসলে ছিটিয়ে দিবে, তাহলে ফলন অধিক হবে।

গ. বৃহস্পতিবার দিন রোযা রাখবে। মাগরিবের নামাযের পর কারো সঙ্গে কথা বলা ব্যতীত নিম্নোক্ত আয়াত কাগজে লিখবে। সে কাগজটি তাবিজ বানিয়ে বাগানের মাঝে কোন বৃক্ষে ঝুলিয়ে দিবে বা ক্ষেতের মাঝে গেড়ে দিবে। [illegible] হবে।

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ

ঘ. নিম্নোক্ত আয়াতটি কাগজে লিখে কূপে ফেলে দিবে। আর সে কূপের পানি ক্ষেতে বা বাগানে দিবে। ইনশা আল্লাহ ফলন অনেক ভালো হবে।

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا ۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكُمْ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۚ

ঙ. নিম্নোক্ত আয়াতটি প্লেটে লিখবে। সে লেখাগুলো পানি দ্বারা ধৌত করবে। অতঃপর সে পানিতে বীজ ভিজিয়ে বপন করবে। অথবা সে পানি ক্ষেতে ছিটিয়ে দিবে। ইনশা আল্লাহ ফসল বিনষ্ট হবে না।

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۚ

চ. বুধবার দিন ফসল বপন করবে এবং বপন কালে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ ফসলের ফলন অনেক ভালো হবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْبَاعِثِ الْوَارِثِ

১৬. ফড়িং থেকে ফসল রক্ষার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে বাঁশের ভেতর ঢুকিয়ে কোন ফসলে গেড়ে দিলে তা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে। তাতে কোন প্রকার অনিষ্ট সাধিত হবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اَهْلِكْ صِغَارَهُمْ وَاقْتُلْ

كِبَارَهُمْ وَاَفْسِدْ بَيْضَهُمْ وَخُذْ بِاَفْوَاهِهِمْ عَنْ مَعَايِشِنَا وَاَرْزَاقِنَا اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّسَلِّمْ . وَاسْتَجِبْ مِنَّا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۚ

খ. যদি ফসলে ফড়িং এসে যায় চারটি ফড়িংয়ের গায়ে নিম্নোক্ত চার আয়াত লিখে সেগুলোকে বলবে তোমরা অমুক স্থানে চলে যাও। অতঃপর সেগুলোকে ছেড়ে দিবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল। তবে একেকটির গায়ে একটি করে আয়াত লিখবে।

فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وَحِيْلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُوْنَ

ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ

১৭. কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত সাতটি নাম একটি কাগজে লিখে খাদ্যের মধ্যে রেখে দিলে তা বিনষ্ট হবে না।

عبيد الله ، عروه ، قاسم ، سعيد ، ابو بكر ، سليمان ، خارجه

খ. যদি সূরা وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ পূর্ণ পাঠ করে খাদ্যে ফুঁক দেয়া হয় তা পোকা মাকড় থেকে নিরাপদ থাকে।

গ. পূর্ণ সূরা মুজাদালাহ লিখে খাদ্যে রেখে দেয়া হলে তা কীট পতঙ্গ থেকে নিরাপদ থাকে।

১৮. মশা মাছি থেকে রক্ষার আমলঃ

ক. যদি (১১ -১২ -১৩) এ আরবী সংখ্যাগুলো চারটি কাগজে চারবার লিখে গৃহে বা বাগানে গেড়ে দেয়া হয় তাহলে সেখান থেকে মশা মাছি বিতাড়িত হয়ে যায়।

খ. নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি চকির চতুর্দিক ছিটিয়ে দিলে মশা মাছি অতিষ্ট করবে না।

وَمَا لَنَآ اَنْ لَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ
اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝

পানি ছিটানোর সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে।

اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اَيَّتُهَا الْبَرَاغِيْثُ فَكُفُّوْا عَنَّا
شَرَّكُمْ وَاَذَاكُمْ

গ. ডুমুরের চারটি কাষ্ঠ যবেহ করা বকরীর রক্ত দ্বারা সিক্ত করে কাষ্ঠ গুলোর উপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে ফুঁক দিবে। অতঃপর সে কাষ্ঠগুলো গৃহের চার কোণে গেড়ে দিবে। গৃহের সমস্ত মশা সেখানে গিয়ে একত্রিত হবে। তবে সেগুলোকে মারবে না।

اَيَّتُهَا الْبَرَاغِيْثُ السُّوْدُ اِنَّكُمْ مِّنْ جُمْلَةِ الْجُنُوْدِ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ
بِالْوَاحِدِ الْمَعْبُوْدِ الَّذِىْ اَهْلَكَ عَادًا وَّثَمُوْدًا اَنْ تَجْمَعُوْا عَلٰى هٰذِهِ الْعُوْدِ لَا
يَبْقٰى مِنْكُمْ وَالِدٌ وَّلَا مَوْلُوْدٌ

ঘ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পিতলের প্লেটে চার স্থানের পানি দ্বারা লিখবে। অতঃপর তা ধৌত করে সে পানি পূর্ণ গৃহে ছিটিয়ে দিবে। ইনশা আল্লাহ সমস্ত মশা মাছি চলে যাবে।

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَىْءٍ حَتّٰٓى اِذَا
فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْٓا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ ۝ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৯. পিপিলিকা থেকে রক্ষার আমলঃ

ক. কোন পাত্রের চতুর্দিক হাত ঘুরাবে এবং নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। তাহলে পিপিলিকা চলে যাবে।

[illegible] رَسُوْلِ الْقَاضِىْ اَوْ هٰذَا الْغُلَامِ الْقَاضِىْ

খ. নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে তাবিজ বানিয়ে পিপিলিকার গর্তের মুখে রেখে দিলে সব পিপিলিকা চলে যাবে।

يٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

২০. আত্মরক্ষার আমলঃ

ক. দৈনিক সূর্য উদিত হওয়াকালে নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করলে শত্রু, শয়তান, অত্যাচারী বড় বড় হিংস্র জন্তু ও সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

اَشْرَقَ نُوْرُ اللّٰهِ وَظَهَرَ كَلَامُ اللّٰهِ وَثَبَتَ اَمْرُ اللّٰهِ نَفَذَ حُكْمُ اللّٰهِ
اِسْتَعَنْتُ بِاللّٰهِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ مَا شَآءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ
تَحَصَّنْتُ بِخَفِيِّ لُطْفِ اللّٰهِ وَبِلَطِيْفِ صُنْعِ اللّٰهِ وَبِجَمِيْلِ سِتْرِ اللّٰهِ وَبِعَظِيْمِ
ذِكْرِ اللّٰهِ وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِ اللّٰهِ دَخَلْتُ فِىْ كَنَفِ اللّٰهِ وَاسْتَجَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِىْ وَقُوَّتِىْ وَاسْتَعَنْتُ بِحَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهٖ
اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنِىْ فِىْ نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ وَاَهْلِىْ وَمَالِىْ وَوَلَدِىْ بِسِتْرِكَ الَّذِىْ سَتَرْتَ
بِهٖ ذَاتَكَ فَلَا عَيْنٌ تَرَاكَ وَلَا يَدٌ تَصِلُ اِلَيْكَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ اُحْجُبْنِىْ عَنِ
الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ بِقُدْرَتِكَ يَا قَوِىُّ يَا مَتِيْنُ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰٓى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَآئِمًا
اَبَدًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

খ. নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করলে শত্রু, জিন ও চোর থেকে নিরাপদ থাকবে।

فَاِذَا اسْتَوَيْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ

نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ۝

গ. চন্দ্র মাসের চৌদ্দ তারিখে (ادر دل رولا) এ নকশাটি লিখে যে গৃহে রেখে দিবে তা চোর ও আগুন থেকে নিরাপদ থাকে।

ঘ. জালেমের নিকট গমনকালে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করলে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে। এমনভাবে অস্ত্রে সূরা নাসর খোদায় করে লিখে তা নিয়ে মুকাবিলা করলে বিজয় হয়।

ঙ. কোথাও যাওয়ার সময় পরিবার-পরিজনকে লক্ষ্য করে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে তারা সর্ব প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে।

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا يُضِيْعُ اَمَانَتَهٗ

চ. গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় আয়াতুল কুরসী ও সূরা কুরাইশ পাঠ করলে, গৃহে ফিরে আসা পর্যন্ত তা সর্ব প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে।

ছ. প্রত্যহ সকালে নিম্নোক্ত দু'আটি পঁচিশ বার পাঠ করলে, পূর্ণ দিন সর্ব প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ

জ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে সঙ্গে ধারণ করলে সর্ব প্রকার বিপদাপদ, ভয়-ভীতি ও ব্যথা বেদনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا ... عَظِيْمًا ۝ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ

الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِىْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِىَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِىْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

ঝ. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন, আমি সে দু'আটি পাঠ করলে আমার মধ্যে শয়তানের ভয় থাকে না, কোন বিচারকের ভয় থাকে না এবং কোন হিংস্র জন্তুর ভয়ও থাকে না।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِىْ وَدِيْنِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَهْلِىْ وَمَالِىْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّىْ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِسْمِ اللّٰهِ افْتَتَحْتُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ اللّٰهُ رَبِّىْ لَآ اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا اَسْاَلُكَ اللّٰهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ الَّذِىْ لَا يُعْطِيْهِ اَحَدٌ غَيْرُكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ اِجْعَلْنِىْ فِىْ عِبَادِكَ وَاحْفَظْنِىْ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ خَلَقْتَهٗ وَاَحْتَرِزُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْتَرِسُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ شَرٍّ خَلَقْتَهٗ اَحْتَرِزُ بِكَ مِنْهُمْ وَاُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَىَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ ...

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ وَمِنْ خَلْفِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَعَنْ يَمِيْنِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ

وَعَنْ يَسَارِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ فَوْقِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ وَمِنْ تَحْتِيْ مِثْلَ ذٰلِكَ

ঞ. নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে তাবিজ বানিয়ে কোন বস্তুতে, গৃহে বা দোকানে অথবা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে দিলে তা সর্ব প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَا

تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُوْنَ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوَاتِ

الْعُلٰى اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى لَهٗ مَا فِى السَّمٰوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنٌ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ

بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ اِئْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝

اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ

فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝

ট. নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিন বার পাঠ করলে চুরি, ডাকাতি থেকে আল্লাহ পাকের হেফাযতে থাকবে।

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى

الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا ۝

২১. হারানো প্রাপ্তির আমলঃ

ক. কোন বস্তু হারিয়ে যাওয়ার পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে তা ফিরে পাওয়ার জন্যে দু'আ করলে ফিরে পাবে। দু'আটি পাঠকালে ذٰلِكَ الشَّيْئِ এর স্থলে হারানো বস্তু স্মরণ করবে।

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ اِجْمَعْ

بَيْنِيْ وَبَيْنَ كَذَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذٰلِكَ الشَّيْئِ

খ. সূরা ক্বাসাস লিখে কোন বস্তুর মধ্যে রেখে দিলে তা ধ্বংস থেকে রক্ষিত থাকবে।

গ. কোন বস্তু হারিয়ে গেলে সূরা দ্বোহা পাঠ করে তা ফিরে পাওয়ার জন্যে দু'আ করলে অবশ্যই তা ফিরে পাবে। তবে وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى বাক্যটি তিন বার পাঠ করবে।

ঘ. যে দরজা দিয়ে সম্পদ চুরি হয়েছে সে দরজায় দাঁড়িয়ে সূরা ত্বারেক পাঠ করলে তা ফিরে পাবে।

ঙ. কোন বস্তু হারিয়ে যাওয়ার পর يَا حَفِيْظُ একশত উনিশ বার এবং নিম্নোক্ত দু'আটি একশত উনিশ বার পাঠ করে তা ফিরে পাওয়ার জন্যে দু'আ করলে অবশ্যই তা ফিরে পাবে।

يَا بُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى

السَّمٰوَاتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

চ. কোন বস্তু হারিয়ে যাওয়ার পর নিম্নোক্ত দু'আটি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে তা ফিরে পাবে।

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِجْمَعْ عَلَيَّ ضَآلَّتِيْ

ছ. রুটি বা অন্য কোন খাদ্যে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে সন্দেহ জনক লোকদেরকে খেতে দিলে যে প্রকৃত চোর সে তা খেতে সক্ষম হবে না।

وَاِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادّٰرَءْتُمْ فِيْهَا ط وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ

تَكْتُمُوْنَ ۝ يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَأْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا

هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ

يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۝ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ۝

জ. কোন বস্তু হারিয়ে গেলে মাথার চতুর্দিক শাহাদাত আঙ্গুল ঘুরাবে এবং সাতবার সূরা দ্বোহা পাঠ করবে। এরপর নিম্নোক্ত দু'আটি একবার পাঠ করবে। অতঃপর তিন বার দু'হাতে তালি বাজাবে। এ আমল করার সময় হারানো বস্তুটি কল্পনায় রাখবে। ইনশা আল্লাহ তা শীঘ্রই পেয়ে যাবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

اَصْبَحْتُ فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ وَاَمْسَيْتُ فِيْ جِوَارِ اللّٰهِ اَمْسَيْتُ فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ وَاَصْبَحْتُ فِيْ جِوَارِ اللّٰهِ ۝

২২. পলাতক ফিরে আসার আমলঃ

ক. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে এশার নামাযের পর দু'রাকাত নফল পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ তিন বার পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ তিন বার পাঠ করবে। অতঃপর নামায শেষ করে এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর পূর্ণ বিসমিল্লাহ সহ দু'হাজার বার সূরা وَالضُّحٰى পাঠ করবে। এরপর পুনরায় এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসার জন্যে দু'আ করবে। ইনশা আল্লাহ পলাতক ফিরে আসবে।

খ. চল্লিশ দিন যাবত দৈনিক দু'রাকাত নামায পড়বে। নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি একশত উনিশ বার পাঠ করবে। এরপর পলাতক ব্যক্তির জন্যে দু'আ করবে। অবশ্যই সে ফিরে আসবে।

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَاۤدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ ۝

গ. চল্লিশ দিন যাবত দৈনিক নিম্নোক্ত দু'আটি একবার লিখে তাবিজ বানিয়ে চরকার মধ্যে বেঁধে সে চরকাটি বিপরীত দিক ঘুরাবে। ইনশা আল্লাহ পলাতক ব্যক্তি ফিরে আসবে।

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

ঘ. চল্লিশ দিন যাবত দৈনিক দু'রাকাত নামায পড়বে। নামায শেষে একশত উনিশ বার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। এরপর হারানো ব্যক্তি ফিরে আসার জন্যে দু'আ করবে। ইনশা আল্লাহ সে ফিরে আসবে।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَاۤ اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۝

২৩. স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক

ক. বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্য রজনীতে ওযূর সঙ্গে নিম্নোক্ত দু'আ দু'টি তিন বার পাঠ করবে। দ্বিতীয় দু'আর মধ্যে فلان بن فلان এর স্থলে যাকে উদ্দেশ্য করে এ আমল করছে তার এবং তার মাতার নাম উল্লেখ করবে। উদ্দেশ্য সূচক ব্যক্তিটি পুরুষ হলে قَلْبَهٗ আর মহিলা হলে قَلْبَهَا পড়বে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ حَسْبِيْ من فلان بن فلانة اِعْطِفْ قَلْبَهٗ اِلَيَّ وَذَلِّلْهُ اِلَيَّ

খ. একটি কাগজে اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঁচবার লিখবে এবং بِسْمِ اللّٰهِ দশ বার লিখবে এবং আয়াতুল কুরসী দশ বার লিখবে এবং সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ দশ বার এবং সূরা قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ দশ বার এবং সূরা قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ দশ বার লিখবে এবং নিম্নোক্ত দু'আটি একবার লিখবে। তবে প্রথম فلان بن فلان এর স্থানে যাকে চায় তার ও তার মাতার নাম লিখবে এবং দ্বিতীয় فلان بن فلان এর স্থানে যে চায় তার ও তার মাতার নাম লিখবে। এটিকে তাবিজ আকারে যে চায় তার বাহুতে ধারণ করবে। ইনশা আল্লাহ স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হবে।

গ. মিষ্টি দ্রব্যের উপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে ফুঁক দিয়ে স্বামীকে খেতে দিলে সে স্ত্রীর প্রতি সদয় হবে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ° وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ °

ঘ. সূরা ইউসূফ লিখে স্বামীর সঙ্গে ধারণ করলে স্ত্রী তার জন্যে পাগল পারা হবে।

ঙ. যদি بَدُّوْحٌ শব্দটি মিষ্টি দ্রব্যে লিখে তা কাউকে খেতে দেয় বা এটি কোন ছুরির উপর লিখে সে ছুরি দ্বারা কোন বস্তু কেটে তা কাউকে খেতে দিলে যাকে দেয় সে যে দিয়েছে তাকে অন্তর থেকে ভালোবাসবে।

চ. নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ সঙ্গে ধারণ করলে অপর জন সঙ্গে ধারণকারীর প্রতি ধাবিত হবে। যাদের পরস্পর অমিল তারা এটি ব্যবহার করবে। ইনশা আল্লাহ ফল পাবে।

٢٥٠ ر	٢٥٣ و	٢٥٦ ر	٢٤٣ و
٢٥٥ و	٢٤٤ و	٢٤٩ و	٢٥٤ د
٢٤٥ و	٢٥٨ و	٢٥١ و	٢٤٨ د
٢٥٢ د	٢٤٧ و	٢٤٦ د	٢٥٧ و

২৪. সন্তান লাভের আমলঃ

ক. মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর একটি মোটা তাজা বকরী যবেহ করে তা দ্বারা সুপ রান্না করবে। একদিন সমস্ত সুপ পান করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত বর্তনে লিখে তা ধৌত করে সঙ্গমের পূর্বে পান করবে। ইনশা আল্লাহ গর্ভ ধারণ করবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ° اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ° اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ° اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ° صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ° اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَبْجَدْ . هَوَّزْ . حُطِّيْ . كَلِمَنْ . سَعْفَصْ . قَرَشَتْ . ثَخَذْ . ضَظَغْ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ° قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ° فَحَمَلَتْهُ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَحَمَلَتْهُ بِعَوْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَحَمَلَتْهُ بِلُطْفِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَحَمَلَتْهُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ° فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا ° اِنَّمَآ اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ° فَسُبْحٰنَ الَّذِيْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ° سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ °

খ. হযরত হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যদি কোন পুরুষ সঙ্গমে অক্ষম হয়, সে দু'টি সিদ্ধ ডিম খোসামুক্ত করে একটির উপর প্রথম আয়াতটি লিখে তা স্বামী ভক্ষণ করবে। আর অপরটির উপর দ্বিতীয় আয়াতটি লিখে তা স্ত্রীকে খেতে দিবে। অতঃপর উভয়ে সঙ্গম করবে। এ আমল ধারাবাহিক চল্লিশ দিন করবে।

(১) وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ °

(২) وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ °

গ. মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর اَللّٰهُ الرَّحْمٰنُ এর অক্ষরগুলো পবিত্র প্লেটে ভিন্ন ভিন্ন করে লিখবে। মেশক ও গোলাপ জল দ্বারা ধৌত করে মহিলা পান করবে। এরপর সঙ্গম করলে ইনশা আল্লাহ গর্ভ ধারণ করবে।

ঘ. যে মহিলার সন্তান হয় না সে সদা নিম্নোক্ত দু'আটি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে ইনশা আল্লাহ অবশ্যই উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ °

ঙ. বৃহস্পতিবার দিবাগত অর্ধ রজনীতে নির্জনে বসে মিষ্টি দ্রব্যে নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে ভক্ষণ করবে। এরপর সঙ্গম করবে। এভাবে তিন সাপ্তাহ আমল করলে ইনশা আল্লাহ গর্ভ ধারণ করবে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَّنِسَاءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ○

২৫. বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত হওয়ার আমলঃ

ক. মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে এবং সঙ্গম করবে। ইনশা আল্লাহ গর্ভ ধারণ করবে।

يَا قَادِرُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ وَالْمَلِكُ الْقَدِيْمُ يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ يَآ أَحَدُ يَا صَمَدُ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ أَجْمَعِيْنَ ○

খ. মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে তা কবজে ঢুকিয়ে মোম দ্বারা বন্ধ করবে। অতঃপর সেটি কলসে রেখে দিবে। সে পানি স্বামী স্ত্রী উভয়ে পান করবে। পানি স্বল্প হয়ে গেলে তাতে নতুন পানি মিশ্রিত করবে। এভাবে তিন হায়েয পূর্ণ করবে। এ আমলের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গমও চালু রাখবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ أَجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

গ. চল্লিশটি লবঙ্গের উপর নিম্নোক্ত আয়াতটি সাত বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। মহিলা হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পর দৈনিক একটি করে ভক্ষণ করবে এবং স্বামীর সাথে সঙ্গম করবে। ইনশা আল্লাহ সন্তান লাভে ধন্য হবে।

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ○

২৬. সহজ প্রসবের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে প্রসবের বেদনা শুরু হয়েছে এমন মহিলার বাম রানে বেঁধে দিলে সহজেই প্রসব কর্ম সম্পন্ন হয়। প্রসব কর্ম শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাবিজটি খুলে ফেলবে। না হয় ক্ষতি হবে।

يَا خَالِقَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ خَلِّصْهَا

খ. হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে প্রসবের বেদনা শুরু হওয়া মহিলার রানে বেঁধে দিলে সহজেই প্রসব কর্ম সম্পন্ন হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْآ إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُوْنَ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পেটে বা কোমরে ফুঁক দিবে বা লিখে এসব স্থানে বেঁধে দিলে প্রসব কর্ম সহজ হয়।

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ○

ঘ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পর মহিলার বাম রানে বেঁধে দিলে তৎক্ষণাৎ প্রসব হয়ে যাবে। প্রসব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাবিজটি খুলে ফেলবে। না হয় ক্ষতি হবে।

إِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ○ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ○ وَأَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ○

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে প্রসব বেদনা শুরু হওয়ার পর মহিলার বাম রানে বেঁধে দিবে এবং এটি লিখে ধৌত করে সে পানি তাকে পান করতে দিবে। ইনশা আল্লাহ প্রসব কর্ম সহজ হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ○ اَللّٰهُ الصَّمَدُ

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ

شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ اَللّٰهُمَّ يَا مُخَلِّصَ النَّفْسِ

مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ يَا عَلِيْمُ يَا قَدِيْرُ خَلِّصْ فُلَانَةَ

مِمَّا فِىْ بَطْنِهَا مِنْ وَلَدِهَا خَلَاصًا فِىْ عَافِيَةٍ اِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝

২৭. পুরুষত্ব বৃদ্ধি হওয়ার আমলঃ

ক. যদি যাদুর দরুণ সঙ্গমে অক্ষম হয়, তাহলে একটি তরবারীর উপর নিম্নোক্ত দু'আটি লিখবে। অতঃপর সে তরবারী দ্বারা কালো মুরগীর একটি সিদ্ধ ডিম দু'টুকরা করবে। এক টুকরা স্বামী ভক্ষণ করবে, অপর টুকরা স্ত্রী ভক্ষণ করবে। এতে তার যাদুর ক্রিয়া বিনষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ।

بكصم لا لا دم ما ما لا لا لا ٥٥٥

খ. নিম্নোক্ত প্রথম দু'টি দু'আ লিখে পুরুষের গলায় ধারণ করলে সে সঙ্গমে সক্ষম হবে। তাবিজ তৈরীর পর দ্বিতীয় দু'আটি পাঠ করে তাবিজের উপর ফুঁক দিবে। তবে فلان بن فلان এর স্থলে স্বামী ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে। আর فلانة بنت فلانة এর স্থলে স্ত্রীর ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে।

(১) فَفَتَحْنَآ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى

الْمَآءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا

جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ

(২) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ

الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ

يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ

شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ

النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ

النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا

رَبِّىْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا ۝ اَوَلَمْ

يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا

مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى

صَعِقًا ۝ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝ فَقُلْنَا

اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۝ وَهُوَ

الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ۝

وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى

اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

(৩) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ فلان بن فلانة وَبَيْنَ فلانة بنت فلانة بِحَقِّ هٰذِهِ الْاَسْمَاءِ وَالْاٰيَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○ باهيا شراهيا اصباؤت ال شد اى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ فى فى فى فى تم وكمل ○

গ. প্লেটে لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا পূর্ণ সূরা লিখে তা পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে সঙ্গম শক্তি বৃদ্ধি পাবে। যাদু থাকলে তার ক্রিয়া বিনষ্ট হবে।

২৮. গর্ভ রক্ষা হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে মহিলার গলায় ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ তার গর্ভ বিনষ্ট হবে না।

وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি হরিণের ঝিল্লীর (পাতলা চামড়ার) উপর জাফরান ও গোলাপ জল দ্বারা লিখে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে বেঁধে দিলে তার গর্ভ বিনষ্ট হবে না।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى ○ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ○ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সন্তান গর্ভধারণ করার পর মহিলার সঙ্গে চল্লিশ দিন রাখবে। এরপর খুলে ফেলবে। সন্তান গর্ভধারণ করার আট মাস পর পুনরায় মহিলা এ তাবিজটি সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত সঙ্গে ধারণ করবে। সন্তান প্রসব করার পর তাবিজটি খুলে সন্তানের দেহে বেঁধে দিবে। ইনশা আল্লাহ তার সন্তান নিরাপদ থাকবে।

وَالَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ○ اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ○ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ اِلَيْنَا رَاجِعُوْنَ ○

২৯. ছেলে হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে তা ধৌত করে সে পানি পান করলে ছেলে সন্তান হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لاء لا الاوس وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَاۤئِهِمْ مُّحِيْطٌ ○ حيث يلون بالحق ده فاه ح ص د

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি সত্তরটি কাগজে সত্তর বার লিখে দৈনিক একটি কাগজ মিষ্টি দ্রব্য সহ গিলে খাবে। ইনশা আল্লাহ ছেলে সন্তান হবে।

سُبْحَانَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ ○

গ. গর্ভ ধারণের তিন মাসের মধ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি গোলাপ জল ও জাফরান দ্বারা হরিণের ঝিল্লীর মধ্যে লিখে মহিলার সঙ্গে ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ ছেলে সন্তান হবে।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ○ يَا زَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسٰى اِبْنًا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ

ঘ. যেসব মহিলাদের সর্বদা কন্যা হয়, সেসব মহিলারা পূর্ণ সূরা ইউসূফ লিখে গলায় ধারণ করলে ছেলে সন্তান হবে, ইনশা আল্লাহ।

৩০. সন্তানের হেফাযতের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে শিশুর গলায় ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ নানা প্রকারের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে।

اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّیْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖۤ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ حَفِيْظٌ ۝

খ. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সূরা বালাদ লিখে তার গলায় ধারণ করলে, ইনশা আল্লাহ সে সব ধরনের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে।

গ. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সূরা জাছিয়া লিখে তার গলায় ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ সে জিনের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি মেশক ও জাফরান দ্বারা লিখে শিশুর গলায় বেঁধে দিলে সে কান্না, ভয় ও মন্দ স্বপ্ন থেকে মুক্ত থাকবে।

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰى ۝ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى وَاِنِّیْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّیْۤ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْۢبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۝ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يٰمَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩১. শিশু জীবিত থাকার আমলঃ

ক. মাতার দৈর্ঘ সমান লম্বা এক চল্লিশটি নীল সূতা নিয়ে তাতে এক চল্লিশ বার সূরা মুযযাম্মেল পাঠ করবে। প্রত্যেক বার পূর্ণ সূরা পাঠ শেষে ফুঁক দিয়ে একটি গিরা দিবে। এভাবে একচল্লিশটি গিরা দেয়ার পর তা মাতার কোমরে বেঁধে দিবে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সে সুতাটিকে তাবিজ বানিয়ে তার মুখ বন্ধ করে সেটি শিশুর গলায় বেঁধে দিবে। এভাবে প্রত্যেক বৎসর নতুন সুতা দ্বারা তাবিজ তৈরী করে শিশুর গলায় বেঁধে দিবে। শিশুর বয়স এগার হওয়ার পর তার গলা থেকে এ তাবিজগুলো খুলে একটি পবিত্র স্থানে দাফন করবে। ইনশা আল্লাহ এ আমলের উসিলায় শিশুটি বেঁচে থাকবে।

খ. একটি সাদা মোরগ যবেহ করবে। তার রক্ত দ্বারা নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে তাবিজ বানিয়ে সে তাবিজটি মোরগের ঠোঁটের সঙ্গে বাঁধবে। অতঃপর তাবিজ সহ সে মোরগটি একটি পাতিলে রেখে সে পাতিলটি মহিলার শয়ন স্থলে মাথার নিচে দাফন করবে। এটি কখনো উঠাবে না। সেখানেই শিশু ভূমিষ্ঠ হবে। ইনশা আল্লাহ শিশুটি বেঁচে থাকবে।

٢٤	٢٨	٣١	١٧
٣٠	١٨	٣٢	٢٩
١٩	٣٢	٢٦	٢٢
٢٧	٢١	٢٠	٣٣

গ. তিনশত গ্রাম আজওয়া-ইন তথা উগ্রগন্ধী লতা ও একশত পঞ্চাশ গ্রাম গোল মরিচ একত্রিত করে সোমবার দিন দ্বিপ্রহরে চল্লিশ বার সূরা ওয়াশশামসু পাঠ করে তাতে ফুঁক দিবে। তবে সর্ব প্রথমে এগার বার ও সর্ব শেষে এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এমনভাবে প্রত্যেক বার সূরা পাঠের শুরু ও শেষে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। গর্ভ ধারণের দিন থেকে শুরু করে শিশুটির দুধ পান বন্ধ করা পর্যন্ত প্রত্যহ সকালে মাতা একটি গোল মরিচ ও পাঁচটি আজওয়াইন ভক্ষণ করবে। যদি শিশুকেও খেতে দেয়া যায় সেটিও ভালো। ইনশা আল্লাহ এ আমলের উসিলায় শিশুটি বেঁচে থাকবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

৩২. ভালোবাসার আমলঃ

ক. বৃহস্পতিবার দিবাগত অর্ধ রজনীতে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে প্রিয়জনকে কাছে পাবে। তবে فلان এর স্থলে যাকে কাছে পেতে চায় তার ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে।

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ حَسْبِيْ مِن فلان بن فلانة اَعْطِفْ قَلْبَهٗ اَوْ قَلْبَهَا اِلَيَّ

খ. নিম্নোক্ত নকশাটি ইক্ষুর পাতায় লিখে আগুনে জ্বালাবে। তাহলে যাকে তার প্রতি ধাবিত করতে চায় সে অবশ্যই তার প্রতি ধাবিত হবে। তবে এ নকশার নিচে فلان بن فلانة فلانة بنة فلانة على حب লিখবে। তবে ডান পার্শ্বের فلانة এর স্থলে যাকে পেতে চায় তার ও তার মাতার নাম লিখবে। আর على حب এর স্থলে যে পেতে চাচ্ছে তার ও তার মাতার নাম লিখবে।

ه ٤ ٤٤٤٤ ٦
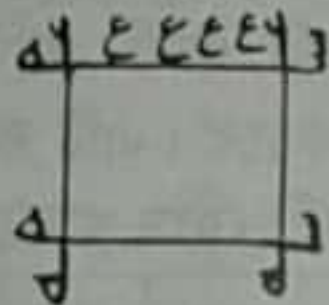
গ. যদি কাউকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে يَا لَطِيْفُ اَنْتَ اللّٰهُ অর্ধ রজনীতে এক বৈঠকে এক হাজার সাতশত বার পাঠ করে, ইনশা আল্লাহ সে স্বীয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হবে। তবে এ আমলটি ধারাবাহিক সাত রজনী করবে।

ঘ. নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে আগুনে পুড়ালে প্রিয়জন তার জন্যে ব্যাকুল হয়ে যাবে। তবে فلان এর স্থলে প্রিয়জনের নাম ও তার মাতার নাম উল্লেখ করবে।

١١١ لا ددد ١ ء ١١ ١ ام ١١١ ١١ ١١ ٥

دع دع دع دع دع دع دع دع

الحب فلان ابن فلان

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে তা কাউকে খেতে দিলে সে তার জন্যে পাগলপারা হয়ে যাবে।

هُوَ الَّذِيْ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝

চ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে তা কাউকে খেতে দিলে সে তার জন্যে পাগলপারা হবে।

يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْۢبِكِ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ ط وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

ছ. নিম্নোক্ত দু'আটি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার উদ্দেশ্যে একশত একবার পাঠ করে সুরমায় ফুঁক দিয়ে সে সুরমা ব্যবহার করলে ব্যবহার কারীকে যে দেখবে সেই তাকে ভালোবাসবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – يَا بَدُوْحُ يَا بَدُوْحُ يَا بَدُوْحُ يَا وَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ يَا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ بِحَقِّ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

জ. চৈত্র মাস, আষাঢ় মাস ও পৌষ মাসে নতুন চাঁদ উঠার পরবর্তী বুধবার দিবাগত রজনীতে এশার নামাযের পর প্রিয়াকে স্মরণ করে তিন হাজার একশত আটাইশ বার নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করবে। তবে শুরু ও শেষে এগার বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে।

لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ط اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ط وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

ঝ. কাগজের মধ্যে নিম্নোক্ত তাবিজটি লিখে মুরগীর ডিমের ভেতর ঢুকিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখবে। যাকে পেতে চায় সে তার ভালোবাসায় ব্যাকুল হবে। তবে প্রথম فلان এর স্থলে যাকে পেতে চায় তার ও তার মাতার

নাম লিখবে এবং علی حب এর পরে যে পেতে চায় তার ও তার মাতার নাম লিখবে।

١١ ط م ١ ١١ ٩ ١١١ ح ط ١١١٨٩٨١

فلان بن فلان على حب فلان بن فلان

ঞ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে তা যাকে খেতে দিবে সে তার জন্যে পাগলপারা হবে ইনশা আল্লাহ।

اِنِّیْٓ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّیْ حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَا عَلَیَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ ○

৩৩. বিচারকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার আমলঃ

ক. বিচারকের নিকট যাওয়ার পূর্বে كهيعص حمعسق পাঠ করবে। এর একটি অক্ষর পাঠ করবে আর একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করবে। তবে আঙ্গুল বন্ধ করা শুরু করবে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে এবং শেষ করবে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে গিয়ে। এরপর সূরা ফীল পাঠ করবে। তবে تَرْمِيْهِمْ শব্দটি দশবার পাঠ করবে। প্রত্যেক বার একটি করে আঙ্গুল খুলবে। যে নিয়মে বন্ধ করেছে সে নিয়মে খুলবে। ইনশা আল্লাহ বিচারকের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

খ. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে এশার নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ডান বাহুতে বেঁধে বিচারকের নিকট গমন করলে তার ক্রোধ থেকে রক্ষা পাবে।

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ فِی السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِیْنَ الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ ○ وَالَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ یَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ یُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَهُمْ یَعْلَمُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ [illegible] خَالِدِیْنَ فِیْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِیْنَ

গ. হাকেমের নিকট উপস্থিত হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করবে। এরপর তিন বার وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓی اَمْرِهٖ পাঠ করে স্বীয় দেহে ফুঁক দিবে। ইনশা আল্লাহ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِكُوْنَ وَرَبُّكَ یَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا یُعْلِنُوْنَ وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْاُوْلٰی وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

ঘ. বিচারকের নিকট যাওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করে স্বীয় দেহে ফুঁক দিবে। ইনশাআল্লাহ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

كَمْ اٰتَیْنَاهُمْ مِّنْ اٰیَةٍ بَیِّنَةٍ ط وَمَنْ یُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ○

ঙ. বিচারকের নিকট গমন করার পূর্বে তিন বার পূর্ণ বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। এরপর كهيعص পড়বে। তবে এর প্রতি অক্ষর পাঠকালে ডান হাতের একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করবে। অতঃপর حمعسق এর প্রতিটি অক্ষর পাঠকালে বাম হাতের একটি করে আঙ্গুল বন্ধ করবে। পুনরায় كهيعص পড়বে এবং ডান হাতের একটি করে আঙ্গুল খুলবে। এরপর حمعسق পড়বে বাম হাতের একটি করে আঙ্গুল খুলবে। আঙ্গুল খোলা ও বন্ধ উভয়টি ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল থেকে শুরু করে বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে। অতঃপর হাকেমের দিক ফুঁক দিবে।

৩৪. জালেমের জুলুম থেকে বেঁচে থাকার আমলঃ

ক. দৈনিক দশবার সূরা ফীল পাঠ করবে। এভাবে দশদিন আমল করলে তার শত্রু ধ্বংস হবে ইনশা আল্লাহ। তবে শেষ দিন কোন প্রবাহমান পানির পার্শ্বে বসে একশত বার এ সূরাটি পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। এটি পাঠকালে فلان এর স্থলে স্বীয় শত্রুকে স্মরণ করবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْحَاضِرُ الْمُحِیْطُ بِمَكْنُوْنَاتِ الضَّمَآئِرِ اَللّٰهُمَّ عَزَّ الظَّالِمُ وَقَلَّ النَّاصِرُ وَاَنْتَ الْمُطَّلِعُ الْعَالِمُ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانًا ظَلَمَنِیْ

وَاذَانِيْ وَلَا يَشْهَدُ بِذٰلِكَ غَيْرُكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ مَالِكُهٗ فَاهْلِكْهُ اَللّٰهُمَّ سَرْبِلْهُ سِرْبَالَ الْهُوْنِ وَقَمِّصْهُ قَمِيْصَةَ الرَّدٰى ۝ اَللّٰهُمَّ اَقْصِفْهُ فَاخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝

খ. ফজরের সুন্নতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা আলাম নাশরাহ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ফীল পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ পূর্ণ দিন জালেমের জুলুম থেকে নিরাপদ থাকবে।

গ. সূর্য উদিত হওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করলে পূর্ণ দিন অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الْخَالِقِ الْاَكْبَرِ حِرْزًا مِّمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ لَا قُدْرَةَ لِلْمَخْلُوْقِ مَعَ الْخَالِقِ كهيعص حمعسق وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَّحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

ঘ. প্রয়োজনে অত্যাচারীর নিকট গমনকালে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করলে তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি অধিক মাত্রায় পাঠ করলে জালেমের জুলুম থেকে নিরাপদ থাকবে, ইনশা আল্লাহ।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّيْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ شَيْئًا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

চ. জালেমের সম্মুখে নিম্নোক্ত দু'আটি মনে মনে পাঠ করলে ইনশা আল্লাহ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ۝

৩৫. অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করার আমলঃ

ক. প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে এবং ذُرِّيَّتِيْ পাঠকালে স্বীয় সন্তানকে স্মরণ করবে। ইনশা আল্লাহ সে পিতার বাধ্য হবে।

খ. اَلشَّهِيْدُ শব্দটি এক হাজার বার পাঠ করে অবাধ্য সন্তানকে ফুঁক দিলে সে বাধ্য ও অনুগত হবে ইনশা আল্লাহ।

৩৬. জনপ্রিয়তা লাভ করার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি আংটিতে খোদায় করে বা তাবিজ বানিয়ে ব্যবহার করলে সে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّزَيَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِيْنَ ۝ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝

খ. সূরা মুহাম্মদ লিখে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে তার ব্যাপক সুনাম ও সম্মান অর্জিত হবে, ইনশা আল্লাহ। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

গ. রমযান মাসের প্রথম জুমার দিন যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নিম্নোক্ত আমলটি লিখে তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে ধারণ করলে সম্মানিত হবে, ইনশা আল্লাহ।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ط لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

ঘ. নিদ্রা যাওয়ার সময় يَا بَارِئُ শব্দটি অধিক মাত্রায় পাঠ করার দ্বারা মানুষের অন্তরে পাঠকের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

ঙ. অনেক অলীগণ লিখেছেন, পূর্ণ বিসমিল্লাহ ছয়শত পঁচিশ বার লিখে সঙ্গে ধারণ করলে তার প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

চ. যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতটি সাত বার পাঠ করে কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে সেখানে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করবে।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ م بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ

الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

৩৭. অবাধ্য অধিনস্তদেরকে অনুগত করার আমলঃ

ক. হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে অবাধ্যদের কাঁধে ফুঁক দিলে এবং এটি তাবিজ আকারে সে অবাধ্য ব্যক্তি ব্যবহার করলে তার মধ্যে আনুগত্যের ভাব সৃষ্টি হবে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

খ. সন্তান দুশ্চরিত্রের হলে নিম্নোক্ত আয়াতটি লিখে তার গলায় বেঁধে দিবে। ইনশা আল্লাহ সে সুচরিত্র হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَلَبِثُوْا فِيْ كَهْفِهِمْ ثَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا ط يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا ۝

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি তিন বার পাঠ করে অবাধ্যের কপালের চুল ধরে তার দেহে ফুঁক দিলে সে বাধ্য হয়ে যাবে।

اِنِّيْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّيْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌۢ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

৩৮. অবাধ্য জন্তু বাধ্য করার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একবার পাঠ করে অবাধ্য জন্তুর কানে ফুঁক দিলে তারা অনুগত হয়ে যাবে।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗۤ اَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۝

৩৯. চতুষ্পদ জন্তুর দোষ নিরাময়ের আমলঃ

ক. চতুষ্পদ জন্তুর চারটি খুড়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি চার বার লিখলে তা সুস্থ হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ فَاَصَابَهَاۤ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ

عجفون عجفون عجفون شياشيك شياشيك شياشيك

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে চতুষ্পদ জন্তুর গলদেশে পরিয়ে দিলে তা দোষমুক্ত হয়ে যায়।

ولا طلهه هو هو هو دهست هر هر هر هر هر هر وهو هو هو هو

هو ههههه امهاهيا لولوس در و بر حفرب ولا حول ولا قوة الا باللّٰه العلى العظيم

৪০. জিন থেকে হেফাযতের আমলঃ

ক. হযরত আবু দাজানা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেছি, হে আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অদ্য রজনীতে আমি যাতাকলের শব্দের ন্যায় এক প্রকার শব্দ শুনতে পেয়েছি। তখন আমি চক্ষু খুলে দেখতে পেলাম, আমার আঙ্গিনায় একটি কালো কুশ্রী ও বিশ্রী কি জানি দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিক দৃষ্টি দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার দিক আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করেছে। আমার এ কথা শ্রবণ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দেশ দিয়েছেন, তুমি দোয়াত কলম নিয়ে এসো।

হযরত আবু দাজানা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সে তাবিজটি নিয়ে নিদ্রা যাওয়ার পর পূর্ণ রাত

জিনের কান্নার আওয়ায শুনতে পেয়েছি। সে বলছে, হে আবু দাজানা! তুমি তোমার এ তাবিজ দ্বারা আমাকে জ্বালিয়ে ফেলছো। তুমি তোমার দেহ থেকে এ তাবিজটি খুলে ফেলো। আমি তোমার সঙ্গে ওয়াদাবদ্ধ হচ্ছি, আমি ভবিষ্যতে আর কখনো তোমার গৃহে আসব না। এমনকি তোমার গৃহের আশপাশ কোথাও আসব না।

সে তাবিজটি হলো নিম্নরূপ। সুতরাং যার নিকট রাতে জিন আসে সে যেন নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করে বা গৃহে ঝুলিয়ে দেয়। ইনশা আল্লাহ তার নিকট আর জিন আসবে না।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اِلٰى مَنْ يَّطْرُقُ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِى الْحَقِّ سَعَةً فَاِنْ كُنْتَ عَاشِقًا مُوْلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُقْتَحِمًا فَهٰذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلُنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِىْ هٰذَا وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ° حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ ° حٰمٓ ° عٓسٓقٓ تَفَرَّقَ اَعْدَاۤءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ° فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ °

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে, সে সর্ব প্রকার বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকবে।

بِسْمِ اللهِ الْخَالِقِ الْاَكْبَرِ حِرْزًا مِّمَّآ اَخَافُ وَاَحْذَرُ لَا قُدْرَةَ لِلْمَخْلُوْقِ مَعَ الْخَالِقِ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَّحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ °

গ. সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী, সূরা জিনের প্রথম পাঁচ আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি জিনে পাওয়া রুগীর চেহারায় ছিটাবে। ইনশা আল্লাহ জিন বিতাড়িত হবে।

ঘ. জিনে পাওয়া মানুষকে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে ঝাড়-ফুঁক করলে রুগী তৎক্ষণাৎ সুস্থ হবে, ইনশা আল্লাহ।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° الٓمّٓ ° الٓمّٓصٓ ° طٰهٰ ° طٰسٓ طٰسٓمّٓ ° كٓهٰيٰعٓصٓ ° يٰسٓ ° وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ° حٰمٓ ° عٓسٓقٓ ° قٓ ° نٓ ° وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ °

ঙ. জিনে পাওয়া রুগীর এবং মৃগী রুগীর ডান কানে ও বাম কানে একামত দিলে তাদের সমস্যা লাঘব হয়।

চ. হযরত শাহ অলিউল্লাহ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নিম্নোক্ত নকশাটি সুতির কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে সরিষার তৈল দ্বারা মেখে, আগুন জ্বালিয়ে জিনে পাওয়া রুগীকে ঘ্রাণ নিতে দিবে, তাহলে জিন চলে যাবে।

اللهم احرق الشياطين

١٣	٣	٢	١
٨	١٠	١١	٥
١٢	٦	٧	٩
١	١٥	١٤	٤

ছ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে জিন বিতাড়িত হয়।

وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ° فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ° وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ° وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ ° وَحِفْظًا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ° اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ° اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ° اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ° وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ ° فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ° هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ° فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ °

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ○ وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ○ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ○ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ○

৪১. ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ হওয়ার আমলঃ

ক. আলেমগণ লিখেন, নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ م بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি অধিক পরিমাণে পাঠ করলে সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ থাকবে।

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَّهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ○

গ. নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে ভীতিগ্রস্তকে ফুঁক দিলে তার ভয়-ভীতি দূরীভূত হবে, ইনশা আল্লাহ।

وَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا ○ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَّفْقَهُوْهُ وَفِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرًا ط وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْاٰنِ وَحْدَهٗ وَلَّوْا عَلٰٓى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ○

৪২. শত্রু থেকে নিরাপদ থাকার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে তা সমস্ত দেহে বুলিয়ে দিলে শত্রু থেকে নিরাপদ থাকবে। শত্রুদলের মধ্য হয়ে অতিক্রম করলেও তারা তাকে দেখতে পাবে না।

لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

খ. ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেন, নিম্নোক্ত আয়াতটি সদা পাঠ করলে শত্রু তাকে কোন প্রকার ক্ষতি করতে সক্ষম হবে না, ইনশা আল্লাহ। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

حٰمٓ عٓسٓقٓ كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

গ. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে নিম্নোক্ত দু'আটি একটি কাগজে লিখে তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে ধারণ করলে শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

ঘ. রমযানের সাতাইশ তারিখে নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে আংটির পাথরের নিচে রেখে ব্যবহার করলে সদা সুখে ও শত্রু থেকে নিরাপদে জীবন-যাপনে [illegible]

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি সদা পাঠ করবে এবং প্রয়োজনে কোন জালেমের নিকট গমন করতে হলে এটি লিখে সঙ্গে ধারণ করবে। ইনশা আল্লাহ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْٓءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا থেকে وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا পর্যন্ত (সূরা নিসা, ১৪৮)

চ. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে এশার নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে শত্রুদের থেকে নিরাপদ থাকবে।

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○ وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ○

ছ. দৈনিক সকালে সূরা ত্বহা পাঠ করলে ইনশা আল্লাহ শত্রুর উপর বিজয় হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

জ. কোন একটি নির্জন স্থানে বসে শত্রুর উপর বিজয় হওয়ার উদ্দেশ্যে সূরা কাওছার তিনশত বার পাঠ করলে, ইনশা আল্লাহ তার পক্ষে আল্লাহ পাকের গায়েবী সাহায্য এসে যাবে।

ঝ. সূরা নাযিয়াত পাঠ করলে শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

ঞ. শনিবার দিন অস্ত্রে নিম্নোক্ত দু'আটি খোদায় করে লিখে সে অস্ত্র নিয়ে রণাঙ্গনে গেলে ইনশা আল্লাহ বিজয় হবে।

لَنْ يَّضُرُّوْكُمْ اِلَّآ اَذًى وَاِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ يُوَلُّوْكُمُ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ○

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ مَا ثُقِفُوْٓا اِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُوْ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○

৪৩. বদ নযর বিনষ্ট হওয়ার আমলঃ

ক. তিন টুকরা হলুদের প্রত্যেক টুকরায় নিম্নোক্ত দু'আটি তিন তিন বার করে পাঠ করে ফুঁক দিবে। অতঃপর সেগুলো আগুনে পুড়ে রুগীকে তার ধুয়ার ঘ্রাণ নিতে বলবে। ইনশা আল্লাহ বদ নযরের বিষাক্ত ক্রিয়া বিনষ্ট হবে।

اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ

খ. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে এশার নামাযের পর নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে সঙ্গে ধারণ করলে বদ নযরের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি জাফরান দ্বারা লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানি দ্বারা গোসল করলে বদ নযরের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

يٰبَنِىْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ○

قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে তা ধৌত করে সে পানি পান করলে এবং তার কিছু অংশ দ্বারা গোসল করলে বদ নযরের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○ وَّمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ○

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে দম করে সে পানি পান করলে এবং এটি লিখে তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে ধারণ করলে বদ নযরের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

اَللّٰهُمَّ ذَا السُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ ذَا الْمَنِّ الرَّحِيْمِ ذَا الْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِىَّ الْكَلِمَاتِ وَالدَّعْوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ عَافِ فُلَانًا مِنْ اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ ○

৪৪. কষ্টদায়ক জন্তু থেকে নিরাপদ থাকার আমলঃ

ক. যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দু'আটি সকাল সন্ধ্যা তিনবার করে পাঠ করবে, সে ব্যক্তি ইনশা আল্লাহ কীট-পতঙ্গের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

وَمَا لَنَا اَنْ لَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ط وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

খ. সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার করে পাঠ করলে ইনশা আল্লাহ ভূপৃষ্ঠের সব কীট-পতঙ্গের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

عَقَدْتُ لِسَانَ الْحَيَّةِ وَزَبَانَ الْعَقْرَبِ وَيَدَ السَّارِقِ بِقَوْلِ ... لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ... اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

গ. কোন জন্তু আক্রমণ করার জন্যে উদ্যত হলে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে তার দিক ফুঁক দিবে। ইনশা আল্লাহ সে থেমে যাবে।

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

ঘ. নিম্নোক্ত নকশাটি চারটি কাগজে চারবার লিখে গৃহের চার কোণে পুঁতে রাখলে, সে গৃহে কোন প্রকার বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু প্রবেশ করবে না। যদি পূর্ব থেকে গৃহে অবস্থান করে থাকে সেগুলোও বের হয়ে যাবে।

॥ ء ॥॥ ١٧٨ رح ٥٥ ॥ ٥ ॥ وو، وداه رو ॥ م ॥ح ॥॥ح ط٥٥ ٨

ঙ. সকাল-সন্ধ্যা নিম্নোক্ত দু'আটি পড়ায় অভ্যস্ত হলে ইনশা আল্লাহ সাপ, বিচ্ছুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ ○ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ○ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ○

চ. নিম্নোক্ত দু'আটি গোলাপ জল ও জাফরান দ্বারা লিখে সঙ্গে ধারণ করলে কষ্টদায়ক জন্তুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ○ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ○ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ○ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

ছ. মহররম মাসের প্রথম তারিখে নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ধৌত করে সে পানি গৃহে ছিটানো হলে তা সাপ ও বিচ্ছু থেকে নিরাপদ থাকবে।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ○ اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ○ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ

اللّٰهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ ۝

ঞ. সূরা ফুরকান তিনবার লিখে তাবিজ বানিয়ে সঙ্গে ধারণ করলে কষ্টদায়ক জন্তুর অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

৪৫. সাপ দংশন করলে তার বিষ বিনষ্ট করার আমলঃ

ক. সাপ বা বিচ্ছু দংশন করার পর যে স্থানে ব্যথা অনুভব হয় সে স্থানে একটি ছুরি রেখে কয়েকবার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। অতঃপর সে ছুরি দেহের উপর থেকে টেনে নিচের দিক নিয়ে আসবে। সে সময়ও দু'আটি বারংবার পাঠ করবে। যেন ব্যথা উপরের দিক থেকে নিচের দিক এসে যায়। যখন ব্যথা সম্পূর্ণরূপে নিচে এসে যাবে তখন মুখে চুষে থুথু ফেলে দিবে। এতে বিষের ক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ وَعَلٰى مُحَمَّدٍ فِى الْمُرْسَلِيْنَ مِنْ حَامِلَاتِ السَّمِّ اَجْمَعِيْنَ كَذٰلِكَ يَجْزِىْ عِبَادَهُ الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٌ نُوْحٌ نُوْحٌ نُوْحٌ قَالَ لَكُمْ نُوْحٌ مَنْ ذَكَرَنِىْ فَلَا تَلْدَغُوْهُ اِنَّ رَبِّىْ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ধৌত করে সর্প দংশিত রুগীকে পান করানো হলে তৎক্ষণাৎ সর্পের বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট হবে, ইনশা আল্লাহ। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

سارا سارا الی سارا مالی یرن یرن الی با مال واصال با طوطو کالعو مارا ساب یا فارس اردد باب ها کان ما ابین لها تارا انار کاس متمرنا کاطن صلو بیرص صاروب اثاوین ودی ۝

গ. সর্প দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে সর্পের বিষ ক্রিয়াশীল হবে না।

نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি এক সাথে সাতবার পাঠ করে সর্পের দংশনের ক্ষত স্থানে ফুঁক দিলে বিষ পানি হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ۝

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে যায়তুন তৈলের সঙ্গে মিশ্রিত করে সাপে কাটা রুগীকে পান করানো হলে সে তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করবে।

اَلْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

চ. যাকে সর্পে দংশন করেছে বা কুকুর কামড় দিয়েছে বা যে বিষ পান করেছে, তাকে দাঁড় করিয়ে তার চতুর্দিক লোহার ছুরি দ্বারা একটি গোল রেখা অংকন করবে। ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল থেকে রেখা করা শুরু করে পুনরায় সেখানে এসে শেষ করবে। অতঃপর উভয় পায়ের মাঝে একটি সোজা রেখা অংকন করবে। এরপর ডান পায়ের তালুর নিচ থেকে এবং বাম পায়ের মুড়ির নিচ থেকে কিছু মাটি নিয়ে একটি পবিত্র বর্তনে রাখবে। এরপর কিছু উপর থেকে সে মাটির মধ্যে পানি ঢালবে। এরপর দ্বিতীয় একটি পাত্রের মাঝে ছুরিটি দাঁড় করাবে। তবে ছুরির ধারালো দিকটি উপরের দিক থাকবে। এরপর মাটি মিশ্রিত পানিগুলো ছুরির উপর ঢেলে দিবে। পানি ঢালার সময় নিম্নোক্ত মন্ত্রটি পাঠ করতে থাকবে। মন্ত্র পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি ঢালা বন্ধ করবে। এরপর ছুরির হাতল উপরের দিক এবং তার ধারালো মাথা নিচের দিক দিয়ে ছুরিটি সে পাত্রে দাঁড় করাবে। অতঃপর অবশিষ্ট পানিগুলো এ অবস্থায় ছুরির উপর ঢেলে দিবে। এমতাবস্থায়ও মন্ত্রটি পাঠ করতে থাকবে। মন্ত্র শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি ঢালাও বন্ধ করে দিবে। প্রথম বারের ন্যায় তৃতীয় বার ছুরির উপর পানিগুলো মন্ত্র পড়া অবস্থায় ঢেলে শেষ করবে। অতঃপর পানিগুলো রুগীকে পান করাবে। ইনশা আল্লাহ তার বিষের ক্রিয়া বিনষ্ট হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল। এ পানি যদি সে ব্যক্তিকে পান করানো হয় যে এ সংবাদ নিয়ে এসেছে তথাপি রুগী সুস্থ হবে ইনশা আল্লাহ। বুঝার জন্যে নিম্নে পায়ের নকশা দেয়া হলো।

سارا سارا فی سارا عاقی نور نور نور انا وارمیا فاه یا طوا کا طوا بر ملس اوزانا اوضا فیما کا ما یوقا بانیا ساتیا کا طوط امساوتا ابر یلس توتی تنا اوس—
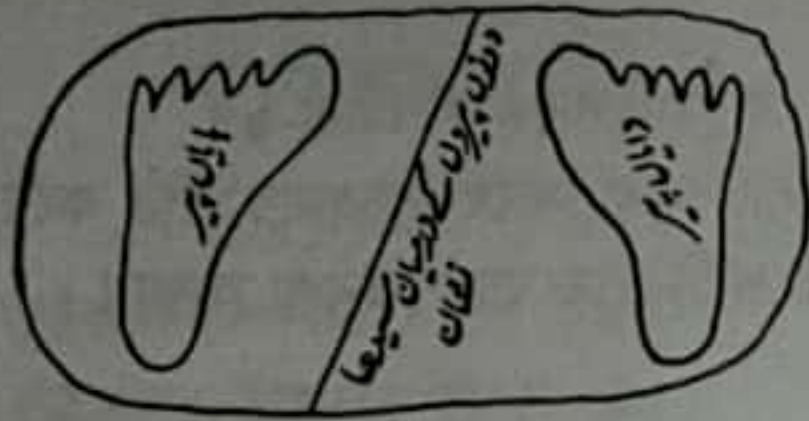
৪৬. বিচ্ছু দংশনে করণীয় আমলঃ

ক. বিচ্ছু দংশন করার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে তার ক্রিয়া দেহে প্রতিফলিত হবে না।

نُوْدِیَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

খ. কাউকে বিচ্ছু দংশন করার পর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে ইনশা আল্লাহ তার ক্রিয়া বিনষ্ট হবে।

شُجَّةٌ قَرِيْنَةٌ مِلْحَةُ بَحْرٍ قَفْطًا

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে বিচ্ছু দংশন করবে না। আর যদিও করে থাকে তাহলে তা ক্রিয়াশীল হবে না।

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وبِسم جبرئيل وميكائيل كازم كازم ريزازم فتيزا

الى مرن الى مرن يشتامرا هوذا هوذا هى لمطا انا الراق والله الشافى

ঘ. বিচ্ছু দংশন করার পর সূরা ইনশিক্বাক পাঠ করলে ইনশা আল্লাহ তার ক্রিয়া বিনষ্ট হবে।

৪৭. কুকুর কামড় দিলে করণীয় আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত শব্দগুলো নতুন প্লেটে লিখে তা যায়তুন তৈল দ্বারা ধৌত করে পান করলে কুকুরের কামড়ের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

اب ج اع ه ه باب الله

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে কুকুরের আক্রমণ থেকে নিরাপদ হবে।

وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ধৌত করে পান করলে কুকুরের কামড়ের ক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

اَلْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

৪৮. মাথা ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে মাথায় ধারণ করলে মাথা ব্যথা উপশম হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ° بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ° بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ° بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا ° بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ °

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে মাথায় ধারণ করলে মাথা ব্যথা উপশম হয়।

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا وَّلَهٗ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ °

গ. নিম্নোক্ত অক্ষরগুলো মাটিতে লিখে পেরেগ দ্বারা প্রথম অক্ষরকে চাপ দিবে। আর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। এতে ব্যথা ভালো না হলে দ্বিতীয় অক্ষরে এমন করবে। এভাবে ব্যথা পরিপূর্ণরূপে দূরীভূত হওয়া না পর্যন্ত যত অক্ষরের প্রয়োজন তত অক্ষরে এ আমল করবে। এ আমল করাকালে যার মাথা ব্যথা সে স্বীয় মাথা ধরে রাখবে।

اح اك ك ح ع ح ا م ح

বিঃ দ্রঃ অর্ধ মাথা ব্যথা হলে নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে তাতে ফুঁক দিলে ইনশা আল্লাহ তা দূরীভূত হবে।

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ

ঘ. আসরের নামাযের পর সূরা اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে মাথা উপশম হয়।

ঙ. সূরা وَالْعَصْرِ তিন বার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে মাথার ব্যথা উপশম হয়।

চ. সূরা إِنَّا أَعْطَيْنَا সাতবার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে ব্যথা উপশম হয়।

ছ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে ব্যথা উপশম হয়।

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ

জ. যার অর্ধ মাথা ব্যথা থাকে তার ব্যবহৃত কাপড়ে নিম্নোক্ত দু'আটি জাফরান দ্বারা লিখে মাথায় ধারণ করলে তার ব্যথা উপশম হয়।

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝

ঝ. নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে ফুঁক দিলে অর্ধ মাথার ব্যথা থাকলে তার উপশম হয়। তবে দু'আটি পাঠ করার পূর্বে ও পরে তিন বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ۝

ঞ. অর্ধ মাথা ব্যথা হলে নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ব্যথার স্থানে ধারণ করলে ব্যথা উপশম হয়।

كهيعص ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۝ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝

ট. অর্ধ মাথায় ব্যথা হলে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে তাতে ফুঁক দিলে ব্যথা উপশম হয়।

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۝

৪৯. চোখের উপর ব্যথা হলে করণীয় আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে ব্যথা উপশম হয়।

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ ط إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করে ফুঁক দিলেও চোখের ব্যথা উপশম হয়।

كهيعص ۝ كفايتنا ۝ حم ۝ عسق ۝ حمايتنا ۝

৫০. মস্তিস্ক দুর্বল হলে করণীয় আমলঃ

ক. প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করলে মস্তিস্কের দুর্বলতা কেটে যাবে ইনশা আল্লাহ।

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝

খ. প্রত্যেক ফরয নামায শেষে আল্লাহ পাকের يَا قَوِيُّ এ পবিত্র নামটি এগার বার পাঠ করলে মস্তিস্কের জন্যে বেশ উপকার হয়।

গ. মস্তিস্কের রুগীকে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো প্লেটে লিখে ধৌত করে পান করাবে।

عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۝ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করে মাথায় ফুঁক দিলে বা এটি লিখে মাথায় ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ সমস্যা দূরীভূত হবে।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ ۝

ঙ. জাফরান দ্বারা নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে মাথায় ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ বেশ উপকার হবে।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

৫১. ভুলে যাওয়া রোগের আমলঃ

ক. প্রত্যেক ফরয নামায শেষে আল্লাহ পাকের اَلرَّحْمٰنُ এ পবিত্র নামটি একশত বার পাঠ করলে এ রোগ নিরাময় হয়।

খ. প্রত্যেক ফরয নামায শেষে رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا তেরবার পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে।

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ ۝

গ. কাঁচের প্লেটে গোলাপ জল ও জাফরান দ্বারা সূরা اَلَمْ نَشْرَحْ লিখে এক চল্লিশ দিন পর্যন্ত পান করলে ভুলে যাওয়া রোগের জন্যে বেশ উপকার হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানিতে লেবু ও চিনি মিশ্রিত করে পান করলে ভুলে যাওয়া রোগ নিরাময় হয়।

اِنَّا نَحْنُ نُحْىِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ فِىْ اِمَامٍ مُّبِيْنٍ ۝

ঙ. রাত্রে নিদ্রাকালে নিম্নোক্ত আয়াতটি এগার বার পাঠ করলে ভুলে যাওয়া রোগের জন্যে বেশ উপকার হয়।

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝

৫২. নিদ্রা আসার আমলঃ

ক. নিদ্রা যাওয়ার সময় হলে নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করবে।

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَّهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝

اَوَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى وَّهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝

খ. يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ অধিক পাঠ করার দ্বারা অনিদ্রার ভাব দূরীভূত হয়।

গ. নিদ্রা যাওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি এগারবার পাঠ করলে বিভোর নিদ্রা হবে।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝

৫৩. অতি নিদ্রা দূরীভূত হওয়ার আমলঃ

ক. নিদ্রা যাওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে অতি নিদ্রা হ্রাস পায়।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۝ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

খ. নিদ্রা যাওয়ার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে অতিরিক্ত নিদ্রা কমে যায়।

اَفَحَسِبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ يَّتَّخِذُوْا عِبَادِىْ

৫৪. মৃগী রোগের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার লিখে মাথায় ধারণ করলে মৃগী রোগ নিরাময় হয়।

اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে মৃগী রুগীর কানে ফুঁক দিলে সে সুস্থতা লাভ করবে ইনশা আল্লাহ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ الٓمٓصٓ ۝ طٰسٓمٓ ۝ كٓهٰيٰعٓصٓ

يٰسٓ ۝ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝ حٰمٓ عٓسٓقٓ ۝ نٓ ۝ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ

গ. মৃগী রুগীর কানে সূরা وَالشَّمْسِ পাঠ করলে সে এ রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবে, ইনশা আল্লাহ।

ঘ. পূর্ণ সূরা তাহরীম পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে মৃগী রুগীকে পান করানো হলে সে সুস্থ হবে, ইনশা আল্লাহ।

ঙ. সূরা সেজদা লিখে সঙ্গে ধারণ করলে মৃগী রোগ উঠবে না।

চ. নিম্নোক্ত দু'আগুলো পাঠ করে মৃগী রুগীকে ফুঁক দিলে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে তার চেহারায় ছিটানো হলে ইনশা আল্লাহ তার এ রোগ নির্মূল হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۔ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا

৫৫. প্রবল জ্বরে অর্থহীন কথা বলাঃ

ক. বৃষ্টির পানিতে নিম্নোক্ত আয়াতটি এগার বার পাঠ করে তাতে ফুঁক দিলে এবং লিখে মাথায় ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ এ রোগ নিরাময় হবে।

قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْٓا اٰلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فٰعِلِيْنَ قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا ۝

খ. সূরা আনকাবূত পাঠ করে মিসরের বলসান নামক তৈলে ফুঁক দিয়ে তা মাথায় মর্দন করলে এ রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়।

গ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا مُقْسِطُ তিনশত তেরবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রুগীকে পান করানো হলে তার জ্ঞান ফিরে আসবে।

৫৬. পাগলের জন্যে আমলঃ

ক. সাতটি কূপের পানি একত্রিত করে তাতে নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সে পানি পাগল রুগীকে পান করানো হলে সে সুস্থ হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

খ. সূরা ফালাক ও সূরা নাস এগার বার পাঠ করে সাত কূপের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করানো হলে পাগল রুগী সুস্থ হয়।

৫৭. অর্ধ পাগলের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে মাথায় ধারণ করলে অর্থহীন কথা বলা বন্ধ হবে ইনশা আল্লাহ।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ

খ. ফজরের নামাযের পর রুগীর মাথায় ডান হাত বুলাবে আর নিম্নোক্ত দু'আটি সাত বার পাঠ করবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ

গ. يَا مُقِيْتُ আল্লাহ পাকের এ পবিত্র নামটি পাঁচশত পাঁচ বার পাঠ করে ফুঁক দিলে এমন রুগী সুস্থ হবে।

৫৮. বিকৃত মস্তিস্কের আমলঃ

ক. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর সূরা ফালাক এগার বার, সূরা নাস এগার বার ও নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে এমন রুগীকে ফুঁক দিলে ইনশা আল্লাহ সে সুস্থ হবে।

مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ০

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি তিনশত তের বার পাঠ করে চেমলী তৈলে ফুঁক দিয়ে মাথায় ব্যবহার করলে মস্তিস্কের যেকোন রোগ নিরাময় হয়।

فَانْظُرْ اِلٰۤى اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ০

গ. সূরা ক্বাফ লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে তা পান করানো হলে এমন রুগীর বেশ উপকার হয়।

৫৯. চক্ষু রোগের আমলঃ

ক. ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝে সূরা মুল্‌ক পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চক্ষু রোগ ভালো হয়।

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি পনের বার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চক্ষু রোগ নিরাময় হয়।

رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ০

গ. প্রত্যহ নিম্নোক্ত দু'আটি তিন বার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চোখের ব্যথা দূরীভূত হয়।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ০ فِيْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ يُسَبِّحُ لَهٗ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ ০ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ০

ঘ. حم سجدة লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানি দ্বারা চক্ষু ধৌত করলে চক্ষু রোগ নিরাময় হয়।

ঙ. এগার বার দুরূদ শরীফ, এগার বার সূরা কাওছার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে চোখের রোগ নিরাময় হয়।

৬০. চোখের সাদা দূর করার আমলঃ

ক. তিনবার সূরা এখলাস পাঠ করে চোখের উপর ফুঁক দিলে ইনশা আল্লাহ চোখের সাদা রোগ দূরীভূত হবে।

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে চোখের সাদা রোগ দূরীভূত হয়।

وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَاۤ اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ০

গ. হা-মীম সেজদা লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানি সুরমার মধ্যে দিয়ে সে সুরমা চোখে ব্যবহার করলে ইনশা আল্লাহ চোখের সাদা রোগ দূরীভূত হবে।

৬১. চোখের ছানী দূর করার আমলঃ

ক. প্রত্যেক ফরয নামায শেষে নিম্নোক্ত আয়াতটি তিন বার পাঠ করে আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখের উপর বুলালে চোখের ছানী কেটে যাবে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

খ. সূরা ইয়াসিন পাঠ করে সুরমায় ফুঁক দিয়ে তা ব্যবহার করলে বেশ উপকার হয়।

৬২. চোখের ক্ষতের আমলঃ

ক. সূরা হুমাযাহ পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে তৎক্ষণাৎ তার ক্ষত ভালো হয়।

খ. চোখে ক্ষত হলে বা আঘাত লাগলে اَلنَّافِعُ الْبَارِئُ এগার বার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে তা সুস্থ হয়।

৬৩. চোখের পানি দূর করার আমলঃ

ক. মাসের প্রথম শুক্রবারে নিম্নোক্ত শব্দগুলো লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে তা পান করবে। ইনশা আল্লাহ উক্ত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

الٓمٓ ، الٓمٓصٓ ، الٓرٰ ، كٓهٰيٰعٓصٓ ، حٰمٓ ، عٓسٓقٓ ، طٰهٰ ، طٰسٓمٓ ، حٰمٓ ،
يٰسٓ ، صٓ ، قٓ ، نٓ

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে ইনশা আল্লাহ উক্ত রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

اَللّٰهُمَّ نَوِّرْ بَصَرِىْ وَاَجْعِلْهُ الْوَارِثَ وَاَرِنِىْ فِى الْعَدُوِّ ثَارِىْ
وَانْصُرْنِىْ عَلٰى مَنْ ظَلَمَنِىْ ○

৬৪. রাতকানা রোগের আমলঃ

ক. সূরা কিয়ামাহ পাঠ করে সুরমায় ফুঁক দিয়ে চোখে ব্যবহার করলে এ রোগ নিরাময় হয়।

খ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا شَكُوْرُ দশ বার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে রাতকানা রোগ নিরাময় হয়।

গ. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا قَوِىُّ একশত বার পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে না দেখা রোগ নিরাময় হয়।

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি সকাল সন্ধ্যা একশত বার পাঠ করলে দিনে না দেখা রোগ নিরাময় হয়।

[illegible] عَلٰى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

৬৫. দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার আমলঃ

ক. প্রত্যেক ফরয নামায শেষে তিন বার দুরূদ শরীফ, এগার বার يَا نُوْرُ পুনরায় তিন বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে চোখের উপর দম করলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

খ. ফজরের নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঁচবার আঙ্গুলের উপর ফুঁক দিয়ে সে আঙ্গুল চোখের উপর বুলিয়ে দিলে দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ
اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىْٓءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ وَيَضْرِبُ
اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে চোখে ফুঁক দিলে দৃষ্টি শক্তি অনেক গুণে বৃদ্ধি পায়।

يَا سَمِيْعُ يَا مُجِيْبُ يَا سَمِيْعَ الدُّعَآءِ يَا لَطِيْفُ لِّمَا يَشَآءُ اِحْفَظْ
عَلَىَّ بَصَرِىْ ○

৬৬. কান ব্যথার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে সরিষার তৈলে ফুঁক দিয়ে কানে ফোঁটা ফোঁটা করে দিলে কানের ব্যথা উপশম হয়।

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ○

খ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا سَمِيْعُ একুশ বার পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে কানের ব্যথা উপশম হয়।

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে কানের ব্যথা উপশম হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا كَاَنَّ فِىْٓ اُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ○

একটি ঘটনাঃ ওমর বিন ছাবেত রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোকের কানে মশা ঢুকে গিয়েছে। তখন সে লোকটি খুব কষ্টের শিকার হয়েছে। তার এ দুরাবস্থা দেখে একজন সাহাবী বলেছেন, নিম্নোক্ত দু'আটি তিন বার পাঠ করে সরিষার তৈলে ফুঁক দিয়ে সে তৈল কানে ঢেলে দিলে এ সমস্যা দূরীভূত হবে, ইনশা আল্লাহ।

يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ اَخْرِجِ الْبَعُوْضَةَ مِنْ اُذُنٍ

ঘ. কানে কোন পোকা প্রবেশ করলে সহ্য হয় এমন গরম পানি কানে ঢেলে দিলে সে পোকা মৃত্যুবরণ করবে। পরে যেকোনভাবে বের করবে। তাহলে সে পোকার উপদ্রবে কষ্ট পেতে হবে না। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

ঙ. কানে কিছু পানি ঢুকে গেলে তখন আরো কিছু পানি কানে ঢেলে দিবে। অতঃপর মাথাকে সে কানের দিক ঝুঁকিয়ে কাত করে জোরে ঝাঁকুনি দিবে। তাহলে এক সঙ্গে সব পানি বের হয়ে আসবে।

৬৭. কান পাকা বন্ধ হওয়ার আমলঃ

ক. সূরা আলা তিন বার পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে কান থেকে পুঁজ বের হওয়া বন্ধ হয়।

খ. কানে হাত রেখে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে, কান পাকা বন্ধ হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৬৮. কানে শুনার আমল ঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে বধিরতা দূরীভূত হয়। অর্থাৎ যে কানে শুনে না তার এ রোগ নিরাময় হয়।

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○

৬৯. কানে শব্দ না হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে কানে ফুঁক দিলে কানে শব্দ করা বন্ধ হয়।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ○

খ. উপরিউক্ত দু'আটি পাঠ করে রাওগুনে গুল নামক তৈলের উপর ফুঁক দিয়ে সে তৈল কানে ব্যবহার করলে কানে শব্দ হওয়ার রোগ নির্মূল হয়।

৭০. নাকের রক্ত বন্ধ হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে গলায় ধারণ করলে এবং তা লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে নাক থেকে রক্ত বের হওয়া এবং মুখ থেকে রক্ত বের হওয়া বন্ধ হয়।

لوطا	لوطا	لوطا
لوطا	لوطا	لوطا
لوطا	لوطا	لوطا

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে ইনশা আল্লাহ নাক বা মুখ থেকে রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হয়।

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে দু'চোখের মাঝে বেঁধে দিলে রক্ত বের হওয়া বন্ধ হয়।

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

ঘ. এগার বার দুরূদ শরীফ, এগার বার সূরা ফাতেহা, এগার বার আয়াতুল কুরসী, এগার বার সূরা কাফিরূন, এগার বার সূরা এখলাস, এগার বার সূরা ফালাক ও সূরা নাস এগার বার পুনরায় সূরা ফাতেহা ও এগার বার পুনরায় দুরূদ শরীফ পাঠ করে রুগীকে ফুঁক দিবে। ইনশা আল্লাহ রোগ মুক্ত হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

ঙ. কাতানের কাপড়ের উপর নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে রুগীর ডান হাতে ধারণ করলে নাক থেকে রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হয়।

وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৭১. সর্দি কাশির আমলঃ

ক. কোন খাবারে নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে রুগীকে খেতে দিলে তার অতিরিক্ত হাঁচি আসা বন্ধ হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا ۝

খ. তিন বার সূরা ফাতেহা পাঠ করে রুগীকে ফুঁক দিলে সর্দি কাশি নিরাময় হয়।

৭২. দাঁত ব্যথার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে যে দাঁতে ব্যথা তার নিচে রেখে দিলে দাঁতের ব্যথা উপশম হয়।

لِكُلِّ نَبَاٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

খ. সাতবার দুরূদ শরীফ, তিনবার নিম্নোক্ত দু'আটি, পুনরায় সাতবার দুরূদ শরীফ পাঠ করে দাঁতে ফুঁক দিলে ব্যথা উপশম হয়।

اَلْقُوْنَ يَلْقُوْنَ تَلْقُوْنَ

গ. নিম্নোক্ত দু'আগুলো লিখে চোয়ালের ভেতর চাপা দিয়ে রাখলে তার ব্যথা উপশম হয়।

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ط وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ۝

৭৩. চোয়ালের ব্যথার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে চোয়ালের ভেতর চাপা দিয়ে রাখলে তার ব্যথা উপশম হয়।

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ ۝ محوصه سمه وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ جهكر طسم طس كسم حم حم حم حم حم حم حم حم اُسْكُنْ اَيُّهَا الْوَجَعُ بِالَّذِيْ سَكَنَ لَهٗ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ اليقس تقس قسا مسقس ان البهر بهر هرا وراب

খ. নিম্নোক্ত অক্ষরগুলো কোন একটি প্রাচীর তথা দেয়ালে লিখবে। অতঃপর এটি লোহার পেরেগ দিয়ে প্রথম অক্ষরকে চাপা দিবে। এরপর রুগীকে প্রশ্ন করবে ব্যথা আছে কি না? যদি না বলে তাহলে পেরেগ সে অক্ষরের উপর গেড়ে দিবে। আর না হয় পরবর্তী অক্ষরের উপর চাপা দিবে এবং পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করবে। এভাবে যে অক্ষরে যাওয়ার পর ব্যথার উপশম হয় সে অক্ষরের উপর পেরেকটি গেড়ে দিবে। এ আমল করার সময় নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে এবং রুগী স্বীয় হাত ব্যথার স্থানে রাখবে।

ح، ب، ر، ص، لا، و، ع، [illegible]

وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি তিন বার পাঠ করে ব্যথার স্থানে ফুঁক দিবে ইনশা আল্লাহ তার ব্যথা উপশম হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

الٓمّٓصٓ . طٰسٓمّٓ . كٓهٰيٰعٓصٓ . حٰمٓ . عٓسٓقٓ . اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ○ اُسْكُنْ بِكٓهٰيٰعٓصٓ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا اُسْكُنْ بِالَّذِيْ اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيَاحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ اُسْكُنْ بِالَّذِيْ سَكَنَ لَهٗ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে শাহাদাত আঙ্গুলে ফুঁক দিয়ে তা দাঁতের উপর বুলিয়ে দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ الٓمّٓصٓ . طٰسٓمّٓ . كٓهٰيٰعٓصٓ . حٰمٓ . عٓسٓقٓ . اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ اُسْكُنْ ○

ঙ. সূরা ফাতেহা সাতবার এবং নিম্নোক্ত সূরাটি সাতবার পাঠ করে চোয়ালের উপর ফুঁক দিলে বেশ ফায়দা হয়।

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

৭৪. দাঁত না নড়ার আমলঃ

ক. বিতিরের নামাযে সূরা ফাতেহার পর প্রথম রাকাতে اذا جاء نصر الله দ্বিতীয় রাকাতে تبت يدا তৃতীয় রাকাতে قل هو الله সদা পাঠ করলে দাঁতের সব সমস্যার সমাধান হয়।

খ. মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। সে নামাযের ছাওয়াব ওয়ায়েছ কারনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর রূহের উপর বখশিয়ে দিবে। তবে এ দু'রাকাত নামাযের উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর قل هو الله সাত বার পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ দাঁত নড়া বন্ধ হবে।

গ. কাগজে لَا يَعْلَمُوْنَ লিখে যে দাঁতটি নড়ে তার নিচে রেখে দিবে এবং এ শব্দটি এগার বার পাঠ করে ফুঁক দিবে। ইন[illegible]

৭৫. ভালোভাবে কথা বলতে পারার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি প্রত্যেক নামাযের পর একুশবার করে পাঠ করলে, মুখের জড়তা দূরীভূত হয়ে সে ভালোভাবে কথা বলতে সক্ষম হবে, ইনশা আল্লাহ।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ○

খ. দৈনিক নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে চিনির উপর ফুঁক দিয়ে সে চিনি চিবিয়ে ভক্ষণ করলে, মুখের জড়তা দূরীভূত হয়। তবে এ আমলটি একচল্লিশ দিন পর্যন্ত চালু রাখতে হবে।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ ○

গ. দৈনিক ফজর ও মাগরিবের পর সূরা ত্বীন একুশ বার পাঠ করলে মুখের জড়তা দূরীভূত হয়।

ঘ. খোসামুক্ত বাদামের উপর নিম্নোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করে তাতে ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে মুখের জড়তা দূরীভূত হয়।

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ○

ঙ. বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে চার রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইয়াসিন, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দুখান, তৃতীয় রাকাতে الم تنزيل চতুর্থ রাকাতে সূরা মুলক পাঠ করবে। নামায শেষে মুখের জড়তা দূরীভূত হওয়ার জন্যে বারংবার আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

৭৬. গাল ফোলা নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে ফুঁক দিলে গাল ফোলা নিরাময় হয়।

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ م بَعْدِهٖ ط

খ. উপরিউক্ত দু'আটি সকাল-বিকাল একুশ বার পাঠ করলে গাল ফোলা [illegible]

গ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا مُؤْمِنُ তিনশত বার পাঠ করে ফুঁক দিলে গাল ফোলা নিরাময় হয়।

৭৭. মুখের অর্ধাঙ্গ নিরাময় হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে মুখের অর্ধাঙ্গ রোগ নিরাময় হয়।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

খ. উপরিউক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে রুগীকে পান করানো হলে তার মুখের অর্ধাঙ্গ রোগ নিরাময় হয়।

৭৮. মুখের ব্রণ ও ফোড়া দূর হওয়ার আমলঃ

ক. সূরা কাউছার পাঠ করে একুশটি বাদামের উপর ফুঁক দিবে। অতঃপর সেগুলো পিষে পাউডার বানিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যবহার করবে। ইনশা আল্লাহ সুস্থ হবে।

খ. সূরা وَالضُّحٰى একচল্লিশ বার পাঠ করে চিনির উপর ফুঁক দিয়ে চিবিয়ে ভক্ষণ করবে। ইনশা আল্লাহ সুস্থ হবে।

গ. সূরা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ একচল্লিশ বার পাঠ করে চিনির উপর ফুঁক দিয়ে তা চিবিয়ে ভক্ষণ করলে, সর্ব প্রকার ফোড়া ভালো হয়।

৭৯. গলদেশের ব্যথা ও ক্ষত সুস্থ হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত এগার বার পাঠ করে গাভীর দুধের মাখনে ফুঁক দিয়ে তা গলদেশের ভেতর লাগাবে। এমনভাবে এ দু'আটি সাতবার পাঠ করে লবণে ফুঁক দিয়ে গলদেশের ভেতর লাগানো হলে এসব রোগ থেকে শেফা অর্জিত হয়। এটি পরীক্ষিত আমল।

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ○

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে ইনশা আল্লাহ গলা ব্যথা উপশম হয়।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ هٰذَا [illegible] رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে গলার সব ধরনের রোগ ভালো হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ يَا مُغِيْثًا بِرَحْمَتِكَ يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ○

৮০. ঘাড়ের ব্যথা নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে ঘাড়ের ব্যথা উপশম হয়।

اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ○

খ. ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে ঘাড়ে ফুঁক দিলে ঘাড়ের ব্যথা উপশম হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ○ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ○

৮১. গলা ব্যথা নিরাময়ের আমলঃ

নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে গলার ব্যথা ভালো হয়।

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ○ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ○ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ○

৮২. অধিক হাঁচি নিরামযের আমলঃ

ক. তিন শ্বাসে কিছু পানি পান করবে। প্রত্যেক শ্বাসে يَا حَفِيْظُ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ অধিক হাঁচির কষ্ট থেকে রক্ষা পাবে।

৮৩. বক্ষ বেদনা নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে বক্ষের উপর ঝুলিয়ে দিলে বক্ষ বেদনা উপশম হয়।

اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِ [illegible]

খ. যমযমের পানিতে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে ফুঁক দিয়ে সে পানি রুগীকে পান করানো হলে, ইনশা আল্লাহ এ রোগ আরোগ্য হবে।

شِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ○

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রুগীকে পান করানো হলে ইনশা আল্লাহ সে সুস্থ হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○

৮৪. কাশি নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে কালো লবণে ফুঁক দিয়ে তা চেটে খেলে কাশি নিরাময় হয়।

وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ○

খ. সূরা এখলাস একচল্লিশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে কাশি নিরাময়ের বেশ উপকার হয়।

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে কাশি কমে যায়।

سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ○

ঘ. সূরা الم نشرح লিখে গলায় ধারণ করলে এবং সাতদিন পর্যন্ত এ সূরা পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে কাশি ভালো হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

ঙ. সূরা গাশিয়া তিন বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে কাশি ভালো হয়।

৮৫. শ্বাসনালী ও ফুসফুস রোগ নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এগার বার পাঠ করবে। তবে প্রথমে ও শেষে তিন বার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এসব পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিবে। এ পানি রুগীকে ধারাবাহিক একচল্লিশ দিন পান করাবে। ইনশা আল্লাহ ফুসফুসের ব্যথা ও পানি জমে গেলে সবই অতি সহজে নির্মূল হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○ وَّالنَّجْمُ

وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ○ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ○ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ○ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ○ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ○ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ○ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ○ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ○ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ○

খ. اَلسَّلَامُ الْمُؤْمِنُ আল্লাহ পাকের এ পবিত্র নাম সদা তিনশত বার পাঠ করে মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে পান করানো হলে শ্বাসনালীর ও ফুসফুসের রোগ নিরাময় হয়।

গ. সূরা ইয়াসিনের প্রথম থেকে প্রথম مبين পর্যন্ত সাতবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা রুগীকে পান করানো হলে এবং তা একবার লিখে গলায় ধারণ করলে এসব রোগ নিরাময় হওয়ার জন্যে বেশ উপকারী।

৮৬. একজিমা ও হাঁপানী রোগ নিরাময় হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে একজিমা ও হাঁপানী রোগ নিরাময় হয়।

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ط وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا

وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে রুগীর গলায় ধারণ করলে এসব রোগ নিরাময় হয়।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ لَاۤ
اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا
اَوْلِيٰٓئُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ
النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

গ. সূরা ফাতেহা জাফরান দ্বারা চিনা বর্তনে লিখে তা ধৌত করে সাতদিন রুগীকে পান করানো হলে একজিমা ও হাপানী রোগ নিরাময় হয়।

৮৭. হৃদ বেদনা উপশমের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় এমনভাবে ধারণ করবে যেন তা বাম স্তনের উপর ঝুলে থাকে।

يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ۝

খ. সূরা ফাতেহা লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে সে পানি পান করলে হৃদ বেদনা উপশম হয়।

৮৮. হৃদ কম্পন নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় এভাবে ধারণ করবে যেন তাবিজটি বাম স্তনের উপর ঝুলে থাকে।

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝

খ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে গলায় ধারণ করলে হৃদ কম্পন নিরাময় হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ
وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا
وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا
وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

গ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে ধৌত করে সে পানি পান করলে হৃদ কম্পন নিরাময় হয়।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝ الَّذِيْۤ اَنْقَضَ
ظَهْرَكَ ۝ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
۝ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

ঘ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো লিখে ধৌত করে সে পানি পান করলে বেশ উপকার হয়।

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ اِلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ
هٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِيْۤ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ

ঙ. ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি একুশবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি একুশ দিন পর্যন্ত পান করবে।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

চ. সূরা ইয়াসিন পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে বেশ উপকার হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

৮৯. হৃদের দুবদুবী নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করবে এবং প্লেটে লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে পান করবে।

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ

اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝

খ. সূরা ফাত্হের ২৭ নম্বর আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি সাতদিন পর্যন্ত পান করলে হৃদের যেকোন রোগের জন্যে বেশ উপকার হয়।

৯০. পাকস্থলির বেদনা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি ফজরের নামাযের পর একুশবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে পাকস্থলির বেদনা উপশম হয়।

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে এবং প্লেটে লিখে ধৌত করে পান করলে পাকস্থলির বেদনা উপশম হয়।

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا

وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۝

গ. সূরা ইয়াসিন পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে তা এগার দিন যাবত পান করলে বেশ উপকার হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে এবং এটি লিখে গলায় ধারণ করলে বেশ উপকার হয়।

قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

ঙ. এগার দিন পর্যন্ত দৈনিক এগার বার করে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে এবং এটি একবার লিখে গলায় ধারণ করলে নাভীর ব্যথা সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হবে ইনশা আল্লাহ।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝

চ. দৈনিক একুশ বার সূরা এখলাস পাঠ করে তিনটি গোল মরিচের উপর ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করবে। ইনশা আল্লাহ নাভীর বেদনা নির্মূল হবে।

৯১. বদ হজমী নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি খানার পর তিনবার পাঠ করবে এবং পেটের উপর থেকে নিচের দিক হাত বুলাতে থাকবে। ইনশা আল্লাহ বদ হজম হবে না। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيدِي يَا كُرَيْشِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ

اللَّهِ الْقُرَشِيِّ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করে লবণের উপর ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে বদ হজম দূর হয়।

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

গ. নিম্নোক্ত সূরাটি এগার বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে তা পান করলে বদ হজম নিরাময় হয়।

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ

الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

৯২. পেটের ব্যথা নিরাময়ের আমলঃ

ক. সাতবার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে লবণে ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে পেটের ব্যথা উপশম হয়।

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۝

খ. এগার বার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে পেটের বেদনার উপশম হয়।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝

গ. সূরা ক্বাসাস ও সূরা লুকমান পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে বেশ উপকার হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

ঘ. সূরা ফাতেহা, সূরা এখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস ও নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে বেশ উপকার হয়।

اَعُوْذُ بِوَجْهِهِ الْعَظِيْمِ وَقُدْرَتِهِ الَّتِيْ لَا تَمْنَعُ مِنْهَا مِنْ شَرِّ مَآ اَجِدُ مِنْهُ

ঙ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নামদ্বয় يَا بَاسِطُ يَا كَرِيْمُ পাঁচশত বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে বেশ উপকার হয়।

৯৩. দাস্ত/ডায়রিয়া ও আমাশা নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি এক হাজার বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে বেশ উপকার হয়।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে তাবিজ বানিয়ে পেটের উপর রাখবে। ইনশা আল্লাহ তার দাস্ত ভালো হয়ে যাবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ الٓمّٓ ۝ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশটি কাগজে লিখে দৈনিক একটি করে ধৌত করে পান করবে এবং একটি লিখে গলায় ধারণ করবে। ইনশা আল্লাহ রক্ত আমাশা বন্ধ হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي

الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ

فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

ঘ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا حَفِيْظُ তিনশত তের বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে রক্ত আমাশা নির্মূল হয়।

৯৪. বমি বন্ধ হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে এবং এটি লিখে গলায় ধারণ করলে বমি বন্ধ হয়।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ

الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝

খ. নিম্নোক্ত আয়াতগুলো এগার বার পাঠ করে লবণে ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে বমি বন্ধ হয়।

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝ اِذَا

رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۝ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۝ وَّكُنْتُمْ

اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ۝ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَآ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ

مَآ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে এবং এটি একবার লিখে গলায় ধারণ করলে বমি বন্ধ হয়।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝

ঘ. নতুন প্লেটে নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গোলাপ জল ও গাওযবান দ্বারা ধৌত করে তা পান করলে বমি বন্ধ হয়।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى

سَلْسَبِيْلًا ۝

ঙ. একুশ দিন যাবত দৈনিক একুশ বার করে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে রক্ত বমি বন্ধ হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ° حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ° فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ ° لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ °

৯৫. অতিমাত্রা পিপাসা নিবারণের আমলঃ

ক. সাতবার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে অতিরিক্ত পিপাসা নিবারণ হয়।

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ ط

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে অতিরিক্ত পিপাসা নিবারণ হয়।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ ط وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُوْرًا °

৯৬. ক্ষুধা লাগার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে খাবারের মধ্যে ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে ক্ষুধার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ °

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে ক্ষুধার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَكِيْمٌ °

গ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا قَوِىُّ তিনশত বার পাঠ করে খানায় ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে ক্ষুধার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে ক্ষুধার চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِىَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ °

৯৭. অতি ক্ষুধা নিবারণের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে অতি ক্ষুধা লাঘব হয়।

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ° يَاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ °

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে অতি ক্ষুধা লাঘব হয়।

وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ °

গ. আল্লাহ পাকের এ পবিত্র নাম يَا صَمَدُ তিনশত তেরবার পাঠ করে খাবারে ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে অতি ক্ষুধার লাঘব হয়।

৯৮. কলিজার বেদনা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ব্যথার উপর বাঁধবে এবং এটি পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে। ইনশা আল্লাহ কলিজার ব্যথা উপশম হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ব্যথার উপর বাঁধলে কলিজার ক্ষত, পাথর ইত্যাদি রোগ নিরাময় হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° يَا قُوَّةُ يَا مَنْ قَوِىُّ يَا مَنْ اَمَرَ بِاِذْنِ اللّٰهِ °

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে তা পান করলে কলিজার যাবতীয় রোগ নিরাময় হয়।

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ °

৯৯. তিল্লীর রোগ নিরাময় হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে পিত্ত রোগ নিরাময় হয়।

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে চিনির উপর ফুঁক দিয়ে তা চেটে খাবে এবং এটি লিখে তিল্লীর উপর ঝুলিয়ে রাখবে। ইনশা আল্লাহ তিল্লীর রোগ নিরাময় হবে।

مَا سَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

গ. সূরা নাস এগার বার পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে পিত্ত রোগ নিরাময় হয়।

ঘ. জুতা পরিধান করার সময় প্রথমে ডান পায়ে পরিধান করবে এবং খোলার সময় প্রথমে বাম পা থেকে খুলবে। এভাবে সদা আমল করলে ইনশা আল্লাহ তিল্লী রোগে আক্রান্ত হবে না।

ঙ. সূরা মুমতাহিনা লিখে ধৌত করে সে পানি পান করলে তিল্লী রোগ নিরাময় হয়।

চ. নিম্নোক্ত নকশাটি পবিত্র চামড়ায় শুক্রবার দিন লিখে এমনভাবে গলায় ধারণ করবে যে তা তিল্লীর উপর পড়বে। এক সাপ্তাহের মধ্যে তার তিল্লীর রোগ নির্মুল হবে ইনশা আল্লাহ। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

١٨٩٧٣	محمد الى راى	اداحح هم ماما ملما

ছ. নিম্নোক্ত নকশাটি শনিবার দিন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে লিখে এমনভাবে গলায় ধারণ করবে যেন তা তিল্লীর উপর গিয়ে পড়ে।

ع صو دد ح ح ٢ ٥ ٩ ٤ ٨ ١٩٢٣

জ. নিম্নোক্ত নকশাটি লিখে বাম বাহুতে ধারণ করবে। ইনশা আল্লাহ তিল্লীর রোগ নিরাময় হবে।

حح ه د م ص ها ص
اح اا ماتت الى الابد

ঝ. নিম্নোক্ত সূরাটি লিখে ব্যথার স্থানে ধারণ করলে যেকোন ব্যথার উপশম হয়।

وَالضُّحٰى ۙ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

১০০. পিপাসা নিরাবণ হওয়ার আমলঃ

ক. তিন বার সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে এ পিপাসা দূরীভূত হয়।

১০১. জন্ডিস নিরাময়ের আমলঃ

ক. সূরা لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ লিখে গলায় ধারণ করলে জন্ডিস নির্মূল হয়। এটি পরীক্ষিত আমল।

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে জন্ডিস নিরাময় হয়।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

গ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلْحَسِيْبُ একশত বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে একুশ দিন পর্যন্ত পান করলে, ইনশা আল্লাহ জন্ডিস নির্মূল হয়।

১০২. বাহু ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. ডান বাহুতে ব্যথা হলে নিম্নোক্ত দু'আটি তিন বার পাঠ করে ব্যথার স্থানে ফুঁক দিবে। ইনশা আল্লাহ ব্যথা দূরীভূত হবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ

খ. বাম বাহুতে ব্যথা হলে নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ব্যথার স্থানে ধারণ করলে ব্যথা দূরীভূত হয়।

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۝ فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۝

গ. সূরা তারেক পাঠ করে তিলের তৈলে ফুঁক দিয়ে তা মর্দন করলে যেকোন ব্যথা উপশম হয়।

ঘ. সূরা হুমাযা পাঠ করে বাবুনা নামক তৈলে ফুঁক দিয়ে তা মর্দন করলে বাহুর যেকোন সমস্যা নির্মূল হয়।

১০৩. গুর্দার ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. সূরা কুরাইশ পাঠ করে খাবারে ফুঁক দিয়ে সে খাবার ভক্ষণ করলে গুর্দার ব্যথা উপশম হয়।

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি মেশক ও জাফরান দ্বারা লিখে গুর্দার উপর বেঁধে দিলে তার ব্যথা উপশম হয়।

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ° وَاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا °

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে বেশ উপকার হয়।

وَهُوَ الَّذِىْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ حَتّٰٓى اِذَآ اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ كَذٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ °

ঘ. সূরা تَبَّتْ يَدَآ ও নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ধৌত করে এগার দিন পর্যন্ত পান করলে বেশ উপকার হয়। যদি এতে পাথর থাকে তাও বিগলিত হয়ে বের হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ° قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ °

ঙ. বৃষ্টির পানিতে নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে গুর্দার পাথর পানি হয়ে বের হয়ে যাবে, ইনশা আল্লাহ।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ °

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ° هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ° هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ° لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ° يُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ °

১০৪. কিডনি ও মূত্রথলের ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে এগার দিন পর্যন্ত সে পানি পান করলে, এসব ব্যথার উপশম হয়।

يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ °

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একচল্লিশ বার পাঠ করে গোলাপ জলে ফুঁক দিয়ে তা পান করতে থাকলে বেশ উপকার হয়।

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ °

১০৫. প্রশ্রাব বন্ধ হলে করণীয় আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একাত্তর বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে এবং একবার লিখে তা গলায় ধারণ করলে, ইনশা আল্লাহ প্রশ্রাব শুরু হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ط فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ° قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ °

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত একবার পাঠ করে গোলাপ জলে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে প্রশ্রাব চালু হয়।

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ধারণ করামাত্রই প্রশ্রাব চালু হয়।

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

ঘ. সূরা قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ এগার বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে, প্রশ্রাব চালু হয়।

১০৬. অতিরিক্ত প্রশ্রাব বন্ধ হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি সাত বার লিখে পানি দ্বারা ধৌত করে তা পান করলে বিছানায় প্রশ্রাব করা বন্ধ হয়।

يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে চিনির উপর ফুঁক দিয়ে তা চেটে ভক্ষণ করলে, বারংবার প্রশ্রাব হওয়া বন্ধ হয়।

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ۝

গ. সূরা ফাতেহা একুশ বার পাঠ করে তিল্লির উপর ফুঁক দিয়ে তা এগার দিন ভক্ষণ করলে অতিরিক্ত প্রশ্রাব বন্ধ হয়।

১০৭. প্রশ্রাবের সঙ্গে পুঁজ বের হলে করণীয় আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গোলাপ জল দ্বারা ধৌত করে পান করলে প্রশ্রাবের সঙ্গে পুঁজ বের হওয়া বন্ধ হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ۝ إِذْ جَاءَتْهُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ ۝

খ. সূরা মুযযাম্মেল লিখে গলায় ধারণ করবে এবং এটি পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে। প্রশ্রাবের সঙ্গে পুঁজ নির্গত হওয়া বন্ধ হবে, ইনশা আল্লাহ, এটি পরীক্ষিত আমল।

গ. প্রত্যেক ফরয নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি সাত বার পাঠ করলে বেশ উপকার হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۝ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ ۝

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে বেশ ফল লাভ হয়।

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝

১০৮. শরীরের জ্বালা পোড়া নিরাময়ের আমলঃ

ক. সূরা তাকবীর পাঠ করে যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে জ্বালা পোড়া নিরাময় হয়।

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত একবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি চল্লিশ দিন পর্যন্ত পান করলে জ্বালা পোড়া নিরাময় হয়।

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝

১০৯. ধাতু বা ক্ষয় রোগ নিরাময় হওয়ার আমলঃ

ক. সূরা হুজরাত তিন বার পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে সে পানি একুশ দিন পর্যন্ত পান করলে এসব রোগ নিরাময় হয়।

খ. মাগরিবের নামাযের পর সূরা ফাতেহা পাঠ করে ইসুবগুলে ফুঁক দিয়ে তা ধারাবাহিক একুশ দিন ভক্ষণ করলে ধাতু রোগ নিরাময় হয়।

গ. আসরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করবে। শুরু ও শেষে সাতবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ ধাতু রোগ নির্মূল হবে।

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

১১০. সহবাসে অক্ষমতা দূর হওয়ার আমলঃ

ক. ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি মুরগীর সিদ্ধ ডিমের উপর ফুঁক দিয়ে ভক্ষণ করবে। এভাবে একচল্লিশ দিন পর্যন্ত আমল করলে বেশ উপকার হবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ○

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করে মুলার বিচির উপর ফুঁক দিয়ে তা একুশ দিন পর্যন্ত গাভীর দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করে ভক্ষণ করলে বেশ উপকার হয়।

اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

গ. সকাল-বিকাল يَا قَوِيُّ يَا مُعِينُ এক হাজার বার পাঠ করবে এবং শুরু ও শেষে তিনবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ বেশ উপকার হয়।

ঘ. দৈনিক ফজরের নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আটি তিনশত বার পাঠ করবে। এভাবে একশত বিশ দিন পাঠ করলে বেশ উপকার হবে।

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

১১১. অধিক স্বপ্ন দোষ বন্ধ হওয়ার আমলঃ

ক. নিদ্রাকালে সূরা নূহ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ স্বপ্নদোষ বন্ধ হবে।

খ. সূরা মাআরিজ লিখে সঙ্গে ধারণ করলে স্বপ্নদোষ দূরীভূত হয়।

গ. নিদ্রাকালে বক্ষের উপর শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা عمر লিখবে। ইনশা আল্লাহ এ সমস্যা দূরীভূত হবে।

ঘ. নিদ্রার পূর্বে সূরা ত্বারেক পাঠ করলে এ রোগ হয় না। আর পূর্ব থেকে হয়ে গেলে এ আমল চালু করার পর দ্রুত বন্ধ হয়। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

১১২. অর্শ রোগ নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে সঙ্গে ধারণ করলে অর্শ রোগ ভালো হয়।

لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا

খ. ফজরের সুন্নতের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা والضحى اَلَمْ تَرَ – اَلَمْ نَشْرَحْ পাঠ করবে এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা كافرون لايلف পাঠ করবে। এটি অর্শ রোগীর জন্যে বেশ উপকারী।

গ. মাগরিবের নামাযের পর দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর اَلَمْ نَشْرَحْ দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর اَلَمْ تَرَ পাঠ করবে এবং নামায শেষে একশত বার أَسْتَغْفِرُ اللهَ পাঠ করবে।

ঘ. দৈনিক আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا مَالِكُ সাতশত বার পাঠ করবে। এভাবে একচল্লিশ দিন এ আমল করবে। এতে বেশ উপকার হবে।

ঙ. নিম্নোক্ত দু'আটি জাফরান ও গোলাপ জল দ্বারা প্লেটে লিখে আঙ্গুরের রস দ্বারা ধৌত করে তাতে কিছু চিনি ও কাফুর মিশ্রিত করে ভক্ষণ করলে বেশ উপকার হয়।

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

১১৩. রানের ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে রানের ব্যথার স্থানে বাঁধবে।

لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে উরুর ব্যথা দূরীভূত হয়।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে উরুর ব্যথার উপশম হয়।

اَللّٰهُ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ
السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ۝

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত একবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে উরুর ব্যথা উপশম হয়।

اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ
صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১১৪. পায়ের নলির ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ব্যথার স্থানে বেঁধে দিবে। ইনশা আল্লাহ ব্যথা ভালো হবে।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে ব্যথার স্থানে বেঁধে রাখবে। বেশ উপকার হবে।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ اَفَلَا
تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

১১৫. পায়ের রোগ সমূহ নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে তৈলে ফুঁক দিয়ে সে তৈল পায়ে মর্দন করলে পায়ের যেকোন রোগ নিরাময় হয়।

اَفَمَنْ يَّمْشِىْ مُكِبًّا عَلٰى وَجْهِهٖٓ اَهْدٰٓى اَمَّنْ يَّمْشِىْ سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
۝ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ
اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি তিনহাজার বার পাঠ করে রসুনের তৈলে ফুঁক দিয়ে সে তৈল পায়ে মর্দন করলে পায়ের কাপুনী দূরীভূত হয়।

اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ
لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১১৬. আঙ্গুলের ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করে পায়ের আঙ্গুলে ফুঁক দিবে এবং তার উপর হাত বুলিয়ে দিবে। এতে বেশ উপকার হয়।

اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত একবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে পায়ের আঙ্গুলের ব্যথার নিরাময় হয়।

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَلَّا تَعْلُوْا
عَلَىَّ وَاْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ ۝

গ. তিনশত বার নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে তিলের তৈলে ফুঁক দিয়ে সে তৈল মর্দন করলে আঙ্গুলের যেকোন ব্যথা ভালো হয়।

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۝

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে গলায় ধারণ করলে পায়ের আঙ্গুলের যেকোন ব্যথা ও ক্ষত ভালো হয়।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

১১৭. কুমারীর স্তন বড় করার আমলঃ

ক. একচল্লিশ দিন নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করবে। এভাবে একচল্লিশ দিন পর্যন্ত আমল করলে কুমারীর স্তন বড় হবে।

اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا
تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে স্তনের উপর ধারণ করলে তরুণীর স্তন বড় হয়, কোন প্রকার ব্যথা থাকলে তা সুস্থ হয়।

وَاِنَّ لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيْكُمْ مِمَّا فِىْ بُطُوْنِهٖ مِنْ بَيْنِ

فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِيْنَ ○

গ. আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا مَاجِدُ এক হাজার বার পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে সে হাত বুকের উপর বুলিয়ে দিবে। তরুণীর স্তন বড় হবে ইনশা আল্লাহ।

১১৮. মহিলার দুধ বৃদ্ধি করার আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি একশত একবার পাঠ করে বৃষ্টির পানির উপর ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে আল্লাহ পাকের হুকুমে স্তনে দুধ সৃষ্টি হবে।

وَهِىَ تَجْرِىْ بِهِمْ فِىْ مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ○ فِيْهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ○

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করবে। এভাবে একুশ দিন আমল করবে। ইনশা আল্লাহ দুধ অনেক গুণে বেড়ে যাবে।

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوْسٰٓى اَنْ اَرْضِعِيْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِى

الْيَمِّ وَلَا تَخَافِىْ وَلَا تَحْزَنِىْ اِنَّا رَآدُّوْهُ اِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ○

গ. রুটির খামির উপর নিম্নোক্ত দু'আটি সাত বার লিখে তা সাতদিন ভক্ষণ করবে। ইনশা আল্লাহ দুধ পূর্বের অপেক্ষা অনেক গুণে বেড়ে যাবে।

فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি তিনশত তেরবার পাঠ করে স্তনে ফুঁক দিলে দুধে আধিক্যতা পরিলক্ষিত হয়।

هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ

১১৯. স্তনের ব্যথা উপশম হওয়ার আমলঃ

ক. সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস দশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করলে, স্তনের ব্যথা উপশম হয়।

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে হাতে ফুঁক দিয়ে স্তনে ফুলা বা ব্যথা থাকলে, সে স্থানে বুলিয়ে দিলে বেশ উপকার হয়।

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ○ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ○

১২০. লিকুরিয়া তথা সাদা স্রাব নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি তিনশত বার পাঠ করে গোলাপ জলে ফুঁক দিয়ে তা একচল্লিশ দিন পর্যন্ত পান করবে। ইনশা আল্লাহ লিকুরিয়া বন্ধ হবে।

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ○ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

১২১. হায়েয কম হওয়াকালে করণীয় আমলঃ

ক. দৈনিক নিম্নোক্ত দু'আটি সাতশত বার পাঠ করে যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে। এভাবে সাতদিন আমল করবে এবং এটি একবার লিখে গলায় ধারণ করবে। ইনশাআল্লাহ হায়েয স্বাভাবিক পর্যায়ে এসে যাবে।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ ○

খ. দৈনিক নিম্নোক্ত দু'আটি তিনশত একচল্লিশ বার পাঠ করে যমযমের পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে। এ নিয়মে এগার দিন পর্যন্ত আমল করলে ইনশা আল্লাহ বেশ উপকার হবে।

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ○

১২২. হায়েয অধিক হওয়াকালে করণীয় আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে পেটের উপর বাঁধবে। ইনশা আল্লাহ হায়েযের আধিক্যতা নিয়ন্ত্রিত হবে।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

খ. সূরা দাহার দৈনিক একবার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করবে। এ নিয়মে সাতদিন আমল করলে, ইনশা আল্লাহ হায়েয স্বাভাবিক পর্যায়ে এসে যাবে।

গ. দৈনিক তিনশত তেরবার إِنَّا أَعْطَيْنَا অর্থাৎ সূরা কাওছার পাঠ করে বৃষ্টির পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে অতিরিক্তি হায়েয দূরীভূত হয়।

১২৩. মাতৃকা রোগ নিরাময়ের আমলঃ

ক. নিম্নোক্ত দু'আটি এক হাজার বার পাঠ করে খাঁটি সরিষার তৈলে ফুঁক দিয়ে তা একচল্লিশ দিন শিশুর দেহে মর্দন করলে বেশ উপকার হয়।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الَّذِي الْمَوْتٰى ط بَلٰى إِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

খ. দৈনিক এগারবার সূরা وَالتِّيْنِ পাঠ করে পানির উপর ফুঁক দিয়ে তা পান করবে। এ নিয়মে এগার দিন পর্যন্ত আমল করলে ইনশা আল্লাহ বেশ উপকার হবে।

গ. দৈনিক ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝে সূরা ফাতেহা একচল্লিশ বার পাঠ করে পানি বা মিষ্টি দ্রব্যে ফুঁক দিয়ে তা ভক্ষণ করলে মাতৃকা রোগ নিরাময় হয়। এ আমলটি একচল্লিশ দিন পর্যন্ত চালু রাখবে। তবে প্রত্যেক বার সূরা ফাতেহার পূর্বে বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। এ ক্ষেত্রে বিসমিল্লার শেষ মীমটির যেরকে আলহামদুর সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করবে। যেমন–

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

১২৪. চুলকানী ও চর্মরোগ নিরাময়ের আমলঃ

ক. হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নির্দেশক্রমে এক ব্যক্তি দু'আটি দৈনিক সকাল-বিকাল একুশ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে পান করেছেন। এ নিয়মে তিনি একচল্লিশ দিন আমল করে এলার্জি রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছেন।

[illegible] ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

খ. ইমাম জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দৈনিক সকাল-বিকাল সাতবার সূরা ক্বদর পাঠ করে, পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে এলার্জি নিরাময় হয়।

১২৫. কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের আমলঃ

ইবনে কুতাইবা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক কুষ্ঠ রোগীর দেহ থেকে গোশত ঝরে যাচ্ছিলো, তখন এক বুযুর্গ নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে তাকে ফুঁক দিয়েছেন। এতে সে সুস্থ হয়ে গিয়েছে।

وَأَيُّوْبَ إِذْ نَادٰى رَبَّهُ أَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝

১২৬. শ্বেত রোগ নিরাময় হওয়ার আমলঃ

ক. চন্দ্র মাসের আইয়্যামে বীযে অর্থাৎ ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রোযা রাখবে। ইফতারের সময় আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম اَلْمَجِيْدُ অধিক বার পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ এ রোগ থেকে সুস্থ হবে।

খ. নিম্নোক্ত দু'আটি এগার বার পাঠ করে তৈলে ফুঁক দিয়ে সে তৈল দেহে মর্দন করলে শ্বেত রোগ নিরাময় হয়।

ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

গ. নিম্নোক্ত দু'আটি তিনবার পাঠ করে শ্বেত রোগে আক্রান্ত রোগীকে ফুঁক দিলে বেশ উপকৃত হয়।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ أَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ أَنِّيْ أَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِيْ بُيُوْتِكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

১২৭. বসন্ত রোগ নিরাময়ের আমলঃ

ক. একটি নীল রংয়ের সুতা নিয়ে সূরা আর রাহমান পাঠ করবে। তবে প্রত্যেক فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এ আয়াতে এলে সুতায় ফুঁক দিয়ে একটি গিরা দিবে। এ সুতা যার গলায় ধারণ করবে সে বসন্ত রোগ থেকে নিরাপদ থাকবে।

১২৮. জ্বর নিরাময়ের আমলঃ

ক. যেকোন প্রকার জ্বর নিরাময়ের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত দু'আটি তিন দিন পর্যন্ত একবার করে লিখে তা ধৌত করে সে পানি সকালে খালি পেটে পান করলে জ্বর নিরাময় হয়।

قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ °

খ. নিম্নোক্ত তিনটি নকশা তিনটি কাগজে ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখবে। অতঃপর তা আগুনে জ্বালিয়ে ধুয়া দিবে।

গ. জ্বর অতিরিক্ত হলে নিম্নোক্ত তিনটি দু'আ তিনটি কাগজে লিখবে। দৈনিক সকালে একটি কাগজ গিলে ফেলবে।

() بِسْمِ اللهِ نَارَتْ وَاسْتَنَارَتْ

() بِسْمِ اللهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ غَارَتْ

() بِسْمِ اللهِ حَوْلَ الْعَرْشِ دَارَتْ

ঘ. নিম্নোক্ত দু'আটি একটি চীনা বর্তনে লিখবে। নিচে রুগীর পিতা-মাতার নাম লিখবে। অতঃপর তা ধৌত করে রুগীকে পান করাবে। এটি অনেক পরীক্ষিত আমল।

سارا سارا الی سارا مالی یرن یرن الی باماں واصال باطو طوکا العو مارا

ساب یا فارس اردد باب ھا کان ما ابین لها تارا انار کاس متمرنا کاطن

[illegible] روب اناوین ودی–

ঙ. নিম্নোক্ত নকশাটি একটি কাপড়ে লিখবে। সে কাপড়টি ডিমের উপর পেঁচিয়ে সিদ্ধ করবে। ডিমটি রুগীকে খাওয়ানোর পর তার খোসাগুলো একটি কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে রুগীর বাহুতে ধারণ করবে। তবে فلان بن فلان এর স্থলে রুগীর ও তার পিতার নাম লিখবে।
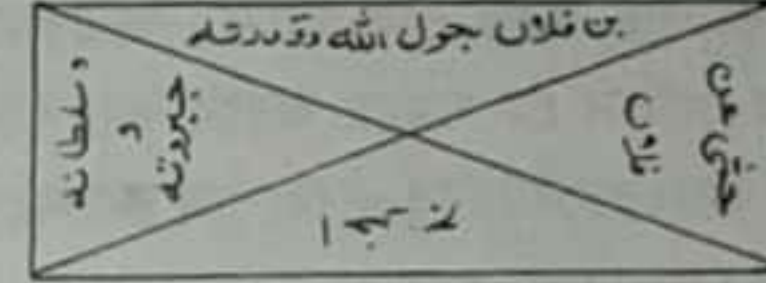
চ. নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করে রুগীকে ফুঁক দিবে এবং তা চীনা বর্তনে লিখে ধৌত করে রুগীকে পান করাবে। এতে গরমের জ্বর সহজে নিরাময় হবে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا

فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ °

ছ. নিম্নোক্ত দু'আটি চীনা বর্তনে লিখে ধৌত করে পান করবে এবং একটি তাবীজ বানিয়ে গলায় ধারণ করবে। এতে যেকোন কঠিন রোগ সহজে নিরাময় হয়।

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ° يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا

شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُه فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ

وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ °

জ. হযরত হাসান বসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিম্নোক্ত দু'আটি লিখে তাবীজ বানিয়ে জ্বরে আক্রান্ত রুগীকে দিতেন। এতে তারা দ্রুত আরোগ্য লাভ করতো।

يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيْفًا اَلْاٰنَ خَفَّفَ

اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضُعْفًا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا

مُؤْمِنُوْنَ ° إِنْ يَّمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ [illegible]

بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

ঝ. সামান্য তুলা নিয়ে এগার বার দুরূদ শরীফ পড়বে। এরপর সাত বার সূরা ফাতেহা পড়বে। এরপর তুলায় ফুঁক দিয়ে তুলাগুলো রুগীর ডান কানে দিবে। এরপর আরো কিছু তুলা নিয়ে তাতে পাঁচবার সূরা ফাতেহা ও এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে ফুঁক দিবে। অতঃপর সে তুলাগুলো বাম কানে দিবে। এ আমল যেদিন যে সময়ে করবে তারপর দিন ঠিক সে সময়ে ডান কানের তুলা এনে বাম কানে দিবে এবং বাম কানের তুলা এনে ডান কানে দিবে। ইনশা আল্লাহ জ্বর আরোগ্য হবে।

ঞ. জ্বরে আক্রান্ত রুগীর পৃষ্ঠে আযান ও একামতের শব্দগুলো আঙ্গুলের ইশারায় লিখবে। ইনশা আল্লাহ রুগী দ্রুত সুস্থ হবে।

১২৯. বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন না হওয়ার আমলঃ

ক. নিদ্রাকালে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করলে বা তা তাবীজ বানিয়ে গলায় ধারণ করলে যেকোন ভয়ংকর স্বপ্ন থেকে নিরাপদ থাকবে।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

খ. নিদ্রাকালে সূরা মাআরেজ পাঠ করলে বিভ্রান্তিকর স্বপ্ন থেকে নিরাপদ থাকবে ইনশা আল্লাহ।

১৩০. শিশুর মুখ ফোটার আমলঃ

ক. সূরা বনী ইসরাঈল জাফরান দ্বারা লিখে তা ধৌত করে শিশুকে পান করাবে। ইনশা আল্লাহ অচিরেই তার মুখে কথা ফুটবে।

১৩১. এস্তেখারার আমলঃ

ক. এশার নামাযের পর দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। নামায শেষে নিম্নোক্ত দু'আটি পাঠ করবে। দু'আ পাঠকালে আল্লাহ পাকের দিক মনকে খুবই ধাবিত করবে। সাথে সাথে যথাসাধ্য তাঁর দরবারে বিনয় প্রকাশ করবে। দু'আ পাঠ শেষ স্বীয় হাজতের নাম উল্লেখ করে প্রার্থনা করবে। এরপর يَا خَبِيْرُ اَخْبِرْنِىْ يَا عَلِيْمُ عَلِّمْنِىْ এ দু'আটি অধিক বার পাঠ করবে। এ দু'আ পাঠ করতে করতে নিদ্রা যাবে। ঘুমের ঘোরে কিছু জানতে পারবে।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاقْدِرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ

যখন هٰذَا الْاَمْرَ পর্যন্ত পৌছবে তখন যে কাজের জন্যে এস্তেখারা করা হচ্ছে তা খুব মনোযোগের সাথে স্মরণ করবে।

খ. এশার নামাযের পর দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। উভয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর একবার সূরা ইয়াসিন পাঠ করবে। নামায শেষে আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম يَا خَبِيْرُ দু'শত বার পাঠ করবে। এরপর ডান হাতের তালুর মধ্যে يَا حَكِيْمُ يَا مَجِيْدُ লিখে নিদ্রা যাবে। ইনশা আল্লাহ ঘুমের ঘোরে স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি সঠিক দিক নির্দেশনা পাবে।

গ. এস্তেখারার উদ্দেশ্যে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। নামায শেষে তিনশত তেইশ বার বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। অতঃপর তিনশত তেইশ বার حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ ঘুমের ঘোরে উদ্দেশ্য সংক্রান্ত অনেক কিছু জানতে পাবে।

১৩২. ফাযায়েলে কসিদা বুরদাঃ

১. এক হাজার বার পাঠ করলে হায়াতে বরকত হয়।

২. তিনশত বার পাঠ করে দু'আ করলে প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

৩. সাতশত বার পাঠ করলে সম্পদে প্রাচুর্য অর্জিত হয়।

৪. একশত ষোল বার পাঠ করলে সন্তান হয়।

৫. কোন পুরাতন কবরস্তানে দৈনিক একচল্লিশ বার করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত পাঠ করলে শত্রু ধ্বংস হয়।

৬. তিনটি রোযা রাখবে। এর মধ্যে দৈনিক একুশবার এটি পাঠ করবে। ইনশা-আল্লাহ যেকোন দুঃখ দূরীভূত হবে।

৭. সাতদিন পর্যন্ত দৈনিক একবার এটি পাঠ করে গোলাপ জলে ফুঁক দিয়ে তা পান করলে মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৮. সফরে থাকাকালে দৈনিক একবার পাঠ করলে সফরের কষ্ট লাঘব পাবে।

৯. এক হাজার বার পাঠ করে দু'আ করলে ঋণ পরিশোধ হয়।

১০. সফরে যাওয়ার পূর্বে এক হাজার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে এটি তিন বার পাঠ করে নিদ্রা গেলে সফরে লাভবান হবে কি হবে না তার এস্তেখারা হবে।

১১. চল্লিশ দিন পর্যন্ত দৈনিক একবার করে পাঠ করলে জিন থেকে নিরাপদ থাকবে।

১২. নয়বার পাঠ করে নদীর পানিতে ফুঁক দিয়ে নব জাতককে পান করানো হলে সে সর্ব প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে।

১৩. তিনবার পাঠ করে গোলপ জলে ফুঁক দিয়ে তার কিছু অংশ পানির সঙ্গে মিশ্রিত করে পান করবে। আর কিছু অংশ কোমরে মর্দন করবে ইনশা আল্লাহ সহজেই প্রসব হবে।

১৪. বন্দি ব্যক্তি দৈনিক তিনবার করে পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ সহজেই মুক্তি প্রাপ্ত হবে।

১৫. একবার পাঠ করে বীজে ফুঁক দিয়ে তা বপন করলে বেশ ফলন হবে, ইনশা আল্লাহ।

১৬. সাতবার পাঠ করে মাটিতে ফুঁক দিয়ে সে মাটি যমিনে ছিটিয়ে দিলে যমিন থেকে সব পোকা-মাকড় চলে যাবে। ইনশা আল্লাহ।

আ'মালিয়াতে মাদানী

১. ক. কঠোর জ্বর হলে ওযূ অবস্থায় তাজা পানিতে একশত একবার সূরা ফাতেহা পাঠ করে ফুঁক দিবে। প্রতিবার বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। তবে বিসমিল্লাহর শেষ মীমকে আলহামদু এর লামের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করবে। (তখন মিলহামদু হবে) এরপর সূরা ফালাক ও সূরা নাস এগার বার করে পাঠ করে দম করবে। এরপর قُلْنَا يَانَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ এগার বার পাঠ করবে। সকালে খালি পেটে যতটুকু সম্ভব রুগীকে পান করতে দেবে। এরপর অর্ধ ঘণ্টা রুগীকে কিছুই খেতে দেবে না। এরপর যা ইচ্ছা খেতে দেবে। আর এ পানিগুলো তার পরের দিন পর্যন্ত পান করতে থাকবে। সকালে অবশিষ্ট পানি পবিত্রস্থানে ফেলে দিবে। এরপর পূর্বের ন্যায় নতুন পানি তৈরী করবে। এ নিয়মে চল্লিশ দিন যাবত এক পাত্রে এ আমল করতে থাকবে।

খ. আসরের নামাযের পর সূরা মুজাদালাহ তিনবার পাঠ করে প্রতিবার রুগীকে দম করবে। অবশ্যই রুগী সুস্থ হবে। মাদানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এটি আমার অনেকবারের পরীক্ষিত আমল।

২. ঋণ পরিশোধ ঃ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ এ দু'আটি দৈনিক একশত বার পাঠ করবে।

৩. ব্যক্তিত্ব শিক্ষাঃ

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ ° يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ °

মঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে এ দু'আগুলো পাঠ করে বক্ষে একটি ফুঁক দিবে। এরপর আলোচনা শুরু করবে।

৪. কুমন্ত্রণাঃ মনে যাবতীয় কুপ্রভৃত্তি দূর করণে দৈনিক সূরা নাস [illegible] বার পাঠ করবে।

৫. চক্ষু বেদনাঃ চোখে কোনরূপ সমস্যা হলে নিম্নের দু'আটি দৈনিক সাতবার পাঠ করে চোখে দম করবে।

كَمْ اَبْرَاتْ وَصِيْبًا بِاللَّمْسِ رَاحَتُهُ اَوِاطْلَقَتْ اَرْبًا مِنْ رِبْقَةِ اللَّمَمِ

৬. জিন ও যাদুঃ একটি সাদা মোরগ অযূর সাথে যবেহ করে তার তাজা রক্ত দ্বারা কাগজে جادو برسر جادوگر দু'আটি লিখে রুগীর ছাদে ঝুলিয়ে দেবে যেন সে কাগজটি রুগীর বক্ষ বরাবর হয়।

৭. মুশকিল আসানঃ দৈনিক حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ এ দু'আটি পাঁচশতবার পাঠ করবে।

৮. স্বপ্নে রাসূল সা.-এর যেয়ারতঃ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করবে। সুগন্ধি ব্যবহার করবে। দু'রাকাত নফল নামায আদায় করবে। প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর পঁচিশ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে। নামায শেষে একহাজার বার এ দুরূদটি পাঠ করবে صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ অতঃপর নামাযের স্থানে কেবলামুখী হয়ে শয়ন করবে। এ নিয়মে এক সাপ্তাহ আমল করলে আবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পাবে।

৯. শুভ পরিণাম ঃ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً

اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

যে ব্যক্তি এ দু'আটি প্রতি নামাযের পর পড়বে, অবশ্যই তার খাতেমা ঈমানের উপর হবে।

১০. দুশ্চিন্তা দূর করণে ঃ প্রতি নামাযের পর সাতবার সূরা আলাম নাশরাহ পাঠ করবে। নিদ্রাকালে সত্তরবার পাঠ করবে। শুরু ও শেষে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এরপর বক্ষে ফুঁক দিবে।

১১. সচ্ছলতাঃ অর্থে সচ্ছলতা আনয়ন করনে প্রতিদিন ইশার নামাযের পর চৌদ্দশত চৌদ্দবার يَا وَهَّابُ পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি একশত বার পাঠ করবে। শুরু ও শেষে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।

[illegible] الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

খ. ফজরের নামাযের পর সূরা নাসর একুশবার এবং যোহরের নামাযের পর বাইশবার এবং আসরের নামাযের পর তেইশবার এবং মাগরিবের নামাযের পর চব্বিশবার এবং এশার নামাযের পর পঁচিশবার পাঠ করবে। এ নিয়মে কিছু দিন আমল করলে সুফল অর্জিত হবে।

১২. শিশুর দাঁতঃ নবজাতকের দাঁতের মাড়ির মধ্যে দৈনিক কিছু মধু মালিশ করে দিবে। ইনশা আল্লাহ শীঘ্রই দাঁত উঠবে।

১৩. বসন্তঃ নীল রঙ্গের সুতা নিয়ে সূরা রাহমান পাঠ করবে এবং প্রত্যেক فَبِاَيِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ এ একটি ফুঁক দিয়ে একটি করে গিরা দেবে। অতঃপর সুতাটি রুগীর গলায় বেঁধে দিবে। আর সূরা রাহমান পড়ে পড়ে দেহে দম করবে।

১৪. যাদু দূরীভূত করণঃ ক. নিম্নোক্ত নকশাটি ওযূর সহিত লিখবে। তবে লিখার সময় সর্বপ্রথম উপরের সংখ্যাটি লিখবে। অতঃপর ভিতরের ছোট সংখ্যা সর্বপ্রথমে লিখবে। এ নিয়মে সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি সর্বশেষে লিখবে। একটি নকশা রুগীর গলায় ঝুলিয়ে দিবে। বাকি নকশাগুলো দৈনিক সকালে একটি করে পানিতে ভিজিয়ে খালি পেটে পান করবে।

٧٨٦

٢١٠٦٧	٢١٠٦٢	٢١٠٦٩
٢١٠٦٨	٢١٠٦٦	٢١٠٦٤
٢١٠٦٣	٢١٥٧٠	٢١٠٦٥

খ. নদীর পানি বা ঝর্ণার অথবা সাত কূপের পানি নিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত এগার বার এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস এগার বার পড়ে ফুঁক দিবে। চল্লিশ দিন এ পানি পান করবে। আমলটি রবিবার থেকে শুরু করবে।

فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ

عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ

وَانْقَلَبُوْا صَاغِرِيْنَ وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيْنَ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ

رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى

১৫. প্রতি নামাযের পর নিম্নোক্ত দু'আ তিনবার পাঠ করে চোখে ফুঁক [illegible] শক্তি অক্ষুণ্ন থাকবে।

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَائَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ

১৬. অভাব মোচনঃ অভাব মোচনে প্রতিদিন মাগরিবের নামাযের পর সূরা মুযযাম্মিল এগারবার পাঠ করবে। পাঠ কালে فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً এখানে আসার পর পঁচিশবার حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ পাঠ করবে। শুরু ও শেষে এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে।

১৭. কবর যেয়ারতের সময়ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ اِنَّا اِنْشَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَجْمَعِيْنَ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

এ দু'আটি পাঠ করবে। সাথে কতিপয় সূরা ও দুরূদ পড়বে।

১৮. দুধের স্বল্পতাঃ লবণ পিষে তাতে وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ এ দু'আটি ওযূর সঙ্গে এগারবার পাঠ করে দম করবে। সে লবণ দ্বারা ডাল রান্না করে মাতাকে ভক্ষণ করাবে।

১৯. মৃগী রোগঃ রবিবার দিন সূর্য উদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নের দু'আটি তামার পাতে চতুর্দিক একবার একবার লিখে রুগীর গলায় ধারণ করবে।

يَا قَهَّارُ اَنْتَ الَّذِىْ لَا يُطَاقُ اِنْتِقَامُهُ يَا قَهَّارُ

يَا مُذِلُّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ بِقَهْرِ عَزِيْزٍ سُلْطَانُهُ يَا مُذِلُّ

২০. শিশুঃ শিশু অতি শুকনা হলে বা তার প্রশ্রাব অতিরিক্ত হলে তিলের তৈলে সূরা ফাতেহা বিসমিল্লাহসহ তিনবার, আয়াতুল কুরসী তিনবার, সূরা সাফ্ফাত لَازِبٍ পর্যন্ত তিনবার, সূরা জিন প্রথম থেকে شَطَطًا পর্যন্ত তিনবার, চারকুল তিনবার পড়ে ফুঁক দিবে। এ তৈল তার পূর্ণ দেহে চল্লিশ দিন যাবত মর্দন করবে। তৈল ব্যবহার করার পর তার শরীরে রাখতে পারবে অথবা গোসলও করাতে পারবে।

২১. অবৈধ সম্পর্ক নষ্ট করণেঃ এক সাপ্তাহ ফজরের সুন্নত ও ফরযের মাঝে সূরা ফাতেহা পাঠ করবে। প্রত্যেকবার বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। তবে বিসমিল্লাহ এর শেষ মীমকে আল্হামদুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়বে। শুরু ও শেষে সাতবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। এ আমল রবিবার থেকে শুরু করবে। রবিবার দিন ৭০ বার। সোমবার দিন ৬০ বার। মঙ্গলবার দিন ৫০ বার। বুধবার দিন ৪০ বার। বৃহস্পতিবার দিন ৩০ বার। শুক্রবার দিন ২০ বার। শনিবার দিন ১০ বার।

২২. হারানো প্রাপ্তিঃ ক. একশত উনিশবার يَا حَفِيْظُ পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত একশত উনিশবার পাঠ করবে।

يٰبُنَيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ اِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

খ. সূরা দুহা সাতবার পড়বে। অতঃপর নিজের দেহের উপর শাহাদাত আঙ্গুল ফিরাবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দু'আটি সাতবার পাঠ করবে।

اَمْسَيْتُ فِىْ اَمَانِ اللهِ وَاَصْبَحْتُ فِىْ جَوَارِ اللهِ

২৩. মুশকিল আসানঃ দৈনিক বার হাজার বার يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَيْرِ দু'আটি পাঠ করবে। শুরু ও শেষে এগার বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। রুগীর জন্যে হলে بِالْخَيْرِ এর স্থলে بِالشِّفَاءِ পড়বে। আর দুশমনের জন্যে হলে بِالْخَيْرِ এর স্থলে بِالْقَهْرِ পড়বে।

২৪. শিশুর স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করণেঃ বৃহস্পতিবার দিবাগত রজনীতে একটি রুটির উপর সাতস্থানে নিম্নোক্ত দু'আটি লিখবে। এক টুকরা করে সাতদিন সকালে খালি পেটে খেতে দিবে। এ নিয়মে সাতটি রুটি খাবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

২৫. সুখের জীবন লাভঃ তাহাজ্জুদের সময় বা অন্য কোন সময় দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর পঁচিশবার সূরা কুরাইশ পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে পঁচিশবার সূরা নসর পড়বে। নামায শেষে একশতবার দুরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর يَا وَهَّابُ চৌদ্দশতবার পড়বে।

২৬. শ্বাস কষ্টেঃ দৈনিক এক হাজার বার يَا حَمِيْدُ পড়বে। আমল শুরু [illegible] এক পাত্রে সূরা নাস লিখবে। তাতে পানি

নিয়ে কিছু পানি পান করবে আর বাকি পানিগুলো দ্বারা ওযূ করবে।

২৭. জল বসন্ত ও ব্যথা বেদনার দু'আঃ

এক ব্যক্তি জল বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এরই মধ্যে তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছেন। তখন তিনি তাঁকে বলেছেন, হে আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি খুবই অসুস্থ। এ সময় আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন, তুমি কিছু আঙ্গুরের সিরকা, কিছু খাঁটি মধু, কিছু যায়তুনের তৈল, সবগুলোকে একত্রিত করে স্বীয় দেহে মর্দন করো। এ নির্দেশ পালন করার পর তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। যায়তুন তৈলে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করে দম করা হয়েছিলো।

১. সূরা তাওবার শেষ আয়াত–

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ থেকে শেষ পর্যন্ত।

২. সূরা হাশরের শেষ আয়াত

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ থেকে শেষ পর্যন্ত।

৩. সূরা এখলাস قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ শেষ পর্যন্ত।

৪. সূরা ফালাক শেষ পর্যন্ত।

৫. সূরা নাস শেষ পর্যন্ত।

জ্ঞাতব্যঃ কারো শরীরে কঠিন বেদনা হলে বেদনার স্থানে সেক দিবে। অতঃপর উপরিউক্ত নিয়মে তৈল ব্যবহার করবে। তৎক্ষণাৎ ফল লাভ করবে।

২৮. মহামারীর দু'আ

মাওলানা শামসুদ্দীন কাইসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির যুগে ব্যাপকভাবে মহামারী দেখা দিয়েছিলো। তখন তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখতে পেয়েছেন। এ সময় তিনি তাঁকে বলেছেন, হে আল্লাহ পাকের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনি আমাকে এমন একটি দু'আ শিক্ষা দান করুন, যার বরকতে আমি মহামারী থেকে নিরাপদ থাকবো। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি নিম্নোক্ত দুরূদটি প্রেরণ করবে, সে সবধরনের মহামারী থেকে নিরাপদ থাকবে। সে দুরূদটি হচ্ছে এই–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَآءٍ وَّدَوَاءٍ

আ'মালিয়াতে যাকারিয়া রহ.-

মঞ্জিল

ফাযায়েলে আমলের গ্রন্থকার শায়খুল হাদীস মাওঃ যাকারিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহির পরিবারের ছোট বড় সকলেই দৈনিক মঞ্জিল একবার পাঠ করতেন। তাঁরা এর উসিলায় জিন জাতি ও মানুষ জাতির যাবতীয় অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে। এটি তাদের পরীক্ষিত আমল। এ আমলগুলো ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হাকেম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ الٓمّٓ ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَؤُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ لَآ اِكْرَاهَ فِي
الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝
اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ اُولٰٓئِكَ
اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَنْ
يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ
بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ
وَرُسُلِهٖ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۝ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلٰنَا
فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ
وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ
مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ
تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ
وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ
الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ . يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ
يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً
اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا
وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًا اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ
اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ
بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ
تَكْبِيْرًا ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۝ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝ وَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۝ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۝ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۝ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۝ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ نِ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ۝ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۝ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۝ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۝ يَّهْدِيْٓ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ. وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ۝ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۝ وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ اَلَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

৩৩ আয়াতঃ জনৈক বুযুর্গ কোন এক রাত্রে কোন একস্থানে ৩৩ আয়াত পড়ে শয়ন করেছিলেন। সকালে যাওয়ার পথে ঘোড়ায় আরোহণকারী এক বৃদ্ধা সে বুযুর্গকে জিজ্ঞেস করলো তুমি কি মানুষ না জিন? আমি গত রাত্রে তোমাকে আক্রমণ করার জন্যে সত্তরবার অগ্রসর হলাম। প্রত্যেক বার আমার সম্মুখে লোহার প্রাচীর বাধা হয়। উত্তরে সে বুযুর্গ বললেন, আমি আদম সন্তান। আমি হযরত ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে শুনেছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা ৩৩ আয়াত পাঠ করবে সকাল পর্যন্ত তাকে কোন জীব-জন্তু ক্ষতিগ্রস্থ করণে সক্ষম হবে না। এমনভাবে সকালে পাঠ করলে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কোনরূপ ক্ষয়-ক্ষতি হবে না। সে বৃদ্ধা বললো আমি আজ থেকে ডাকাতি করা পরিত্যাগ করলাম। এ ৩৩ আয়াত মঞ্জিলের মধ্যে এসেছে। তবে একটি আয়াত আসেনি যা ৩৩ আয়াতের সর্বশেষ আয়াত। সে আয়াতটি নিম্নে প্রদত্ত হলো। যেন মঞ্জিল পাঠ শেষে সেটী পাঠ করা যায়। আয়াতটি নিম্নরূপঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ۝ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَوْلَهٗ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِىْ ظُلُمٰتٍ لَّا يُبْصِرُوْنَ ۝ صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمٰتٌ وَّرَعْدٌ وَّبَرْقٌ يَجْعَلُوْنَ اَصَابِعَهُمْ فِىْٓ اٰذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُحِيْطٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ۝

আ'মালিয়াতে পালনপুরী

১৯৬০ থেকে ১৯৯২ সালের বিশ্ব ইজতেমার প্রধান ভাষ্যকর হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ.-এর ৬০টি রূহানী আমল

১. দেহের দাগ মুছে যাওয়ার আমলঃ

যদি কারো দেহে বিশেষ কোন দাগ পড়ে যায় তবে সে দাগ দূর করার জন্যে ৪১ বার مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا এ আয়াত পাঠ করে দাগ হওয়া স্থানে ফুঁক দিবে। ইনশা আল্লাহ দাগ দূর হয়ে যাবে।

২. পিত্তের পাথর দূর করার আমলঃ

যদি কারো পিত্তে পাথর হয় এবং এ কারণে সে কষ্ট পেতে থাকে তাহলে কুরআনের এ আয়াত ৪১ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করতে থাকবে। যতদিন নিরাময় না হবে ততদিন এ আমল অব্যাহত রাখবে। ইনশা আল্লাহ সফলকাম হবে। কুরআনের আয়াতটি নিম্নরূপঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ ۝ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ ۝ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۝ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ تَعْمَلُوْنَ ۝ (سورة بقرة : ٧٤)

৩. বিষাক্ত জীব-জন্তু অথবা শত্রুর হামলা থেকে আত্মরক্ষার আমলঃ

যদি চলার পথে কোন শত্রুর ভয় থাকে অথবা বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণের ভয় থাকে তবে ৭ বার এ আয়াত পাঠ করে ফুঁক দিবে।

صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ۝ (بقرة : ١٨)

৪. অলসতা দূর করার আমলঃ

যদি কেউ দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়ে থাকে অথবা মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে সৎ পথে আনার জন্যে কুরআনের এ আয়াত ১০১ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ৪১ দিন পর্যন্ত পান করবে।

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

৫. সকল প্রকার ব্যাথা থেকে নিরাময় লাভের আমলঃ

সকল প্রকার ব্যাথা বেদনা থেকে নিরাময় লাভের জন্যে ৭ বার অথবা ১১ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে ব্যথার স্থানে ফুঁক দিবে। ইনশা আল্লাহ ব্যথা নিরাময় হবে।

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ۝ وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير ۝ (سورة انعام : ١٧)

৬. দুঃখ ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পাওয়ার আমলঃ

কারো যদি জীবিকার কষ্ট থাকে অথবা পানাহারের কষ্ট থাকে তবে কুরআনের এ আয়াত ৭ বার পাঠ করে আসমানের দিকে ফুঁক দিবে।

ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا واية منك ۝ وارزقنا وانت خير الرازقين ۝ (سورة مائدة : ١١٤)

৭. সন্তানের বিবাহের প্রস্তাব পাওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

যদি কারো সন্তান বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পরও বিয়ের প্রস্তাব না আসে তবে কুরআনের এ আয়াত উঠতে বসতে সব সময় পাঠ করবে।

امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ۝ (نمل : ٦٢)

৮. মামলায় জয়ী হওয়ার জন্যে বিশেষ আমলঃ

মামলায় বিজয় অর্জনের জন্যে প্রতিদিন যে কোন নামাযের পর ১৩৩ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবে। যদি মামলায় জড়ানো ব্যক্তি সত্যের উপর থাকে তবে এ আমল করবে। মিথ্যার উপর থাকা অবস্থায় এ আমল করলে উল্টো বিপদের সম্মুখীন হবে।

وقل جاء الحق وزهق الباطل . ان الباطل كان زهوقا ۝ (بنی اسرائیل : ٨١)

৯. ক্রোধ দূর করার বিশেষ আমলঃ

যদি আপনি বদরাগী হন এবং কিছুতেই রাগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম না হন তবে ২১ দিন পর্যন্ত ১০১ বার নিম্নোক্ত আয়াত চিনি বা মিঠাইয়ের উপর পাঠ করে চা বা পানিতে মিশিয়ে খাবেন।

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ۝ (ال عمران : ١٣٤)

১০. মনের ভয় বা অসুস্থতা থেকে নিরাময়ের আমলঃ

মনের ভয় বা অসুস্থতা দূর করার জন্যে নিম্নোক্ত আয়াত ৪১ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবে।

الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . الا بذكر الله تطمئن القلوب ۝ (رعد : ٢٨)

১১. কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পাওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

যদি আপনার বিয়ের উপযুক্ত মেয়ের প্রস্তাব না আসে অথবা প্রস্তাব এলেও পছন্দ না হয় তাহলে নিম্নোক্ত দু'আ ১১২ বার পাঠ করবেন এবং তিনবার সূরা দোহা পাঠ করবেন। প্রতি মাসে ১১ দিন করে তিন মাস এ আমল করতে থাকবেন।

رب اني لما انزلت الي من خير فقير ۝ (قصص : ٢٤)

১২. অস্থিরতা দূর করার পরীক্ষিত আমলঃ

যদি আপনার নিকট বসবাসের জন্যে ঘর না থাকে অথবা জীবিকা নির্বাহের মত ব্যবস্থা না থাকে অথবা মুসাফির অবস্থায় পাথেয় না থাকে, তবে প্রতিদিন নিম্নোক্ত আয়াত ১৫১ বার পাঠ করতে থাকবেন। ইনশা আল্লাহ সফলকাম হবে।

ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش ۝ قليلا ما تشكرون ۝ (اعراف : ١٠)

১৩. সম্মান লাভ করার আমল ঃ

যদি মানুষের দৃষ্টিতে আপনার কোন মর্যাদা না থাকে অথচ সম্মান ও মর্যাদা পেতে চান তবে নিম্নোক্ত আয়াত ১১ বার পাঠ করে নিজের দেহে ফুঁ দিবেন। ইনশা আল্লাহ সফলতা পাবেন।

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ۝ (يس)

১৪. পুত্র সন্তান লাভ করার এবং জীবিকার কষ্ট দূর হওয়ার আমলঃ

যদি আপনার ঘরে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ না করে, তবে সন্তান গর্ভে আসার পর থেকে নয় মাস পর্যন্ত প্রতিদিন ১১ বার এ আয়াত পাঠ করবেন এবং রিযিকের [illegible] এ আয়াত প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করবেন।

وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

১৫. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টির আমলঃ

যদি আপনার সাথে আপনার স্ত্রীর মনোমালিন্য হয় নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা না থাকে, তাহলে এ আয়াত কোন মিষ্টি দ্রব্যের উপর ৯৯ বার পাঠ করে ফুঁক দিবেন এবং তা উভয়ে খাবেন। এ আমল তিনদিন করতে হবে।

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (روم : ٢١)

১৬. যাদু দূর করার আমলঃ

যদি আপনার উপর কারো যাদু করার সন্দেহ হয় তবে যাদূর প্রভাব দূর করার জন্যে ১১ দিন পর্যন্ত ১০০ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবেন। তারপর নিজের দেহে ফুঁক দিবেন। অথবা অন্য কারো উপর যাদু করা হয়েছে সন্দেহ হয় তবে তার দেহে ফুঁক দিবেন।

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۝ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۝ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ۝ (طه : ٦٨-٦٩)

১৭. স্বামীকে সৎপথে আনার আমলঃ

যদি কারো স্বামী অন্য নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে অথবা হারাম উপার্জনের টাকা বা কোন বস্তু ঘরে আনে, তবে নিম্নোক্ত আয়াত ১১ দিন পর্যন্ত ১৪১ বার পাঠ করে কোন খাদ্যদ্রব্যের উপর ফুঁক দিয়ে তা স্বামীকে খাওয়াবে। ইনশা আল্লাহ সুফল পাওয়া যাবে।

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (مائدة : ١٠٠)

১৮. যে কোন বৈধ উদ্দেশ্য সফল করার পরীক্ষিত আমলঃ

সকল কাজে মহান আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা মুসলমানদের কর্তব্য। অন্য কারো উপর ভরসা করা যাবে না। সকল প্রকার সাহায্য এবং সফলতা মহান আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে। তিনি সকলের স্রষ্টা ও

পালনকর্তা। যেকোন বৈধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ১৪ বার নিম্নোক্ত আয়াত ১১ দিন পর্যন্ত পাঠ করবে।

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ (انفال : ٩)

১৯. সম্মান ও ভালো স্বাস্থ্যের জন্যে পরীক্ষিত আমলঃ

কেউ যদি মান-সম্মান পেতে চায় অথবা জ্বর নিরাময় করতে চায় অথবা কোন জখম ভালো করতে চায় অথবা সুনাম অর্জন করতে চায়, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করলে সুফল প্রাপ্ত হবে।

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (جاثية ٣٦ - ٣٧)

২০. কম স্মরণ শক্তির অধিকারী সন্তানের স্মরণশক্তি বৃদ্ধির আমলঃ

যদি কোন সন্তান বা কোন ছাত্র দুর্বল স্মরণ শক্তির অধিকারী হয়, তবে প্রতিদিন ১২১ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি পান করবে। ইনশা আল্লাহ স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (نساء : ١١٣)

২১. সকল প্রকার দুশ্চিন্তা দূর করার পরীক্ষিত আমলঃ

এশার নামাযের পর ১০১ বার নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করা হলে দুঃখ কষ্ট ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং গায়েব থেকে সাহায্য প্রাপ্ত হবে।

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ (مومن : ٤٤)

২২. পরীক্ষায় সফলতা পাওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ৭ বার এ আয়াত পাঠ করলে সুফল প্রাপ্ত হবে।

فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۝ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ (انفال ٦٢)

২৩. সন্তানকে সংশোধনের পরীক্ষিত আমলঃ

যদি কারো সন্তানকে অনুগত রাখতে চায় এবং নেক আমল করাতে চায় তবে প্রতিদিন ৩ বার করে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করাবে।

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (احقاف : ١٥)

২৪. অন্তর ও চেহারা নূরানী করার পরীক্ষিত আমলঃ

যদি কেউ অন্তর ও চেহারা নুরান্বিত করতে চায়, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রতিদিন একবার পাঠ করে নিজের দেহে ফুঁক দিবে।

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ۚ اَلْمِصْبَاحُ فِيْ زُجَاجَةٍ ۝ اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۝ نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۝ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۝ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ (نور: ٣٥)

২৫. পথভ্রষ্টকে সঠিক পথে আনার আমলঃ

যদি আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে থাকেন এবং কিছুতেই সঠিক পথের অনুসারী হতে না পারেন তবে নিম্নোক্ত আয়াত ৩১৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করবেন। যতদিন অবস্থার পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত এ আমল করতে থাকবেন।

وَهَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝

২৬. মাজুর ব্যক্তির জন্যে উৎকৃষ্ট আমলঃ

কেউ যদি হাত, পা, চোখ ও কানের ক্ষেত্রে বিকলাঙ্গ থাকে বা অসুস্থ থাকে তবে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে বিকলাঙ্গ বা অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করাবে।

اَلَهُمْ اَرْجُلٌ يَّمْشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَّبْطِشُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ

اَعْيُنٌ يُّبْصِرُوْنَ بِهَآ اَمْ لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا لَهُمْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا (اعراف : ١٩٥)

২৭. জন্ডিস রোগ নিরাময়ের আমলঃ

যদি কারো জন্ডিস রোগ হয় তবে প্রথমে সূরা ফাতেহা একবার তারপর সূরা হাশর ৭বার, সূরা কোরায়েশ ১ বার পাঠ করবে। তারপর পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করাবে। রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত এ আমল করতে থাকবে। ইনশা আল্লাহ নিরাময় হবে।

২৮. দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ হওয়ার এবং জালিমের জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার আমলঃ

কারো দুরারোগ্য রোগ হলে এবং কিছুতেই সুস্থ না হলে অথবা জালিমের জুলুম সীমা অতিক্রম করলে নিম্নোক্ত আয়াত ৩১৩ বার পাঠ করে আসমানের দিকে মুখ করে ফুঁক দিবে এবং পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি রোগীকে পান করাবে। ২১ দিন পর্যন্ত এ আমল করতে হবে।

فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝ (قمر : ١٠)

২৯. রিযিকে রবকত এবং কাজ সহজ হওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

রিযিকের কোন ব্যবস্থা দেখা না গেলে সূরা মুয্যাম্মিল এক বৈঠকে ৪১ বার পাঠ করবে। ৩দিন পর্যন্ত এ আমল করবে। ইনশা আল্লাহ সুফল পাওয়া যাবে। তবে এ আমল অন্য কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্য যেন না হয়।

৩০. হজ্ব পালনের যোগ্যতা অর্জনের পরীক্ষিত আমলঃ

কারো যদি হজ্ব পালনের ইচ্ছা থাকে কিন্তু কোন উপায় না থাকে বা সামর্থ না থাকে, তবে নিম্নোক্ত আয়াত নিয়মিত পাঠ করতে থাকবে। হজ্ব পালনের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এ আমল অব্যাহত রাখতে হবে।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۝ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۝ لَا تَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝ (فتح : ٢٧)

৩১. ভালোবাসা সৃষ্টির পরীক্ষিত আমলঃ

যদি কারো মনে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে কেউ আগ্রহী হয় অথবা পারিবারিক সম্প্রীতি স্থাপন করতে চায়, তাহলে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন ১১ বার পাঠ করবে।

وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ° لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ° وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ° (انفال : ٦٣)

৩২. জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

শত্রুর শত্রুতা বিনষ্ট করার জন্যে এ আয়াত ৩দিন পর্যন্ত ২১ বার করে পাঠ করলে সুফল পাওয়া যাবে। এ আয়াত খুবই জালালী আয়াত। অবৈধ উদ্দেশ্যে বা অন্যায় সুবিধা পাওয়ার জন্যে এ আয়াত পাঠ করা হলেনিজেরই ক্ষতি হবে। শত্রুর শত্রুতা সীমা অতিক্রম করলে এ আয়াত পাঠ করে শত্রুর শত্রুতা প্রতিরোধ করা যাবে।

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ° انعام : ٤٥

৩৩. নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান পাওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় নিম্নোক্ত আয়াত ৪১ দিন পর্যন্ত ৩০০ বার পাঠ করে কোন মিষ্টি জিনিসের উপর ফুঁক দিয়ে স্বামী অর্ধেক এবং স্ত্রী অর্ধেক খাবে।

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ° يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ. وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ° (المائدة : ١٧)

৩৪. জীবিকার প্রশস্ততা ও ব্যবসায় উন্নতির পরীক্ষিত আমলঃ

জীবিকার প্রশস্ততা পাওয়ার জন্যে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির জন্যে অথবা ব্যবসা শুরু করার পূর্বে প্রতিদিন ১৪১ বার এ আয়াত পাঠ করতে থাকবে।

لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ° اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ° (لقمان : ٢٦)

৩৫. শত্রুর শত্রুতা থেকে মুক্তি পাওয়ার উৎকৃষ্ট আমলঃ

যদি কোন শত্রু কারো ক্ষতির কারণ হওয়া দেখা দেয় অথবা শত্রুর কারণে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয় তবে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন ৭ বার পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ সুফল প্রাপ্ত হবে।

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ °

৩৬. রাসূল স.-এর যেয়ারত নসীব হওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেখা পেতে চায় এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চায় তাহলে রাতে নিদ্রা যাওয়ার সময় বেশ কয়েকবার কুরআনের এ আয়াত পাঠ করবে।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰۤئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ° يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ° (احزاب : ٥٦)

৩৭. অকালে সন্তানের মৃত্যুরোধ করার আমলঃ

যদি কারো সন্তান অকালে মারা যেতে থাকে অথবা কারো সন্তান যদি বিশেষ কোন বিপদের সম্মুখীন হয় তবে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ১১ বার পাঠ করবে।

وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ° (صافات : ٨٧)

৩৮. জান্নাতুল ফেরদাউসের মালিকানা পাওয়ার আমলঃ

রাতে শয়নের পূর্বে নিম্নোক্ত আয়াত অবশ্যই পাঠ করবে। এসব আয়াত ইজ্জতের হেফাযত এবং বেনামাযীকে নামাযের প্রতি আগ্রহী করে অনর্থক ও মন্দ কথা থেকে বিরত রাখে। জান্নাতুল ফেরদাউসের অধিকারী করে দেয়।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ° الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ° وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ° وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ ° وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ° اِلَّا عَلٰۤى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ○ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ○ أُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ ○ الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ○ (مؤمنون : ١١-١)

৩৯. নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান পাওয়ার আমলঃ

কোন দম্পতির ঘরে যদি সন্তান জন্ম না নেয় তাহলে নিম্নোক্ত আয়াত ফজরের নামাযের পর ১৩৩ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে সে পানি স্বামী-স্ত্রী পান করবে।

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ الذُّكُوْرَ ○ (شورى : ٤٩)

৪০. অসুস্থতা ও দুর্বলতা দূর করার আমলঃ

কোন শিশু বা কোন ব্যক্তি অসুস্থ হলে বা দুর্বল হয়ে গেলে বা শুকিয়ে গেলে এবং কোন রোগ নির্ণয় করা সম্ভব না হলে শুরুতে ও শেষে ৩ বার দুরূদ শরীফসহ নিম্নোক্ত আয়াত ৪১ বার ২১ দিন পর্যন্ত পাঠ করে রোগীর দেহে ফুঁক দিবে।

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ ○ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ○ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَآءُ وَلَا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○ (يوسف : ٥٦)

৪১. নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের আরেকটি আমলঃ

নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের জন্যে প্রতিদিন বিসমিল্লাহ সহকারে ১০১ বার সূরা কাওছার পাঠ করা হলে ইনশা আল্লাহ উদ্দেশ্য পূরণ হবে।

৪২. জীবিকার ব্যবস্থা হওয়ার কার্যকর আমলঃ

জীবিকার প্রশস্ততার জন্যে প্রতিদিন ফজরের পর নিম্নোক্ত আয়াত ১১ বার পাঠ করবে।

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○ (عنكبوت ٦٢)

৪৩. মানসিক ভারসাম্য হারানো ব্যক্তি অথবা যাদু করা হয়েছে এমন ব্যক্তির রোগ নিরাময়ের আমলঃ

যদি করো মানসিক ভারসাম্য হারানোর সন্দেহ হয় অথবা কারো উপরে যাদু করা হয়েছে এমন সন্দেহ হয়, তবে নিম্নোক্ত আয়াত ৪১ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তা পান করাবে।

ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ○ مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ ○ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ○ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ ○ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ○ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ○ فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ○ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ ○ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ أَنْ يَّسْتَقِيْمَ ○ وَمَا تَشَآءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ ○ (تكوير : ٢٩-٢)

৪৪. জ্বরের প্রকোপ কমানোর এবং ক্রোধ কমানোর পরীক্ষিত আমলঃ

জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্যে নিম্নোক্ত দু'আ বারবার পাঠ করে রুগীর দেহে ফুঁক দিবে। ক্রোধ কমানোর জন্যে এ দু'আর ব্যবহার করা খুবই সুফলদায়ক।

يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ ○ (انبياء : ٦٩)

৪৫. মিথ্যা মামলা, অপবাদ ও অসম্মান থেকে মুক্তি পাওয়ার আমলঃ

কেউ যদি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে যায় অথবা কারো নামে যদি মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয় অথবা কারো সম্মান যদি নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয় তবে নিম্নোক্ত আয়াত উঠতে বসতে সব সময় পাঠ করবে।

وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ○ (يونس : ٨٢)

৪৬. মহান আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার পরীক্ষিত আমলঃ

যদি আপনি মহান আল্লাহর সকল নেয়ামত পেতে চান তবে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ৭ বার করে পাঠ করবেন এবং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করবেন।

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (ال عمران : ٨٣- ٨٤)

৪৭. অবাধ্য সন্তানকে বাধ্য করার পরীক্ষিত আমলঃ

যদি কারো সন্তান অবাধ্য হয়, তবে তার কপালের দিকের চুল ধরে নিম্নোক্ত আয়াত ১১ বার পাঠ করে তার দেহে ফুঁক দিবে।

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ۗ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ ۢ بِنَاصِيَتِهَا ۗ

اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ (هود -٥٦)

৪৮. মৃত্যুকাল পর্যন্ত সহীসালামতে থাকার আমলঃ

মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুস্থ থাকার জন্যে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন ৩ বার করে পাঠ করবে এবং নিজের দেহে ফুঁক দিবে।

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۗ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا

تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

(روم : ٣٠)

৪৯. নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের আমলঃ

নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান লাভের আশায় নিম্নোক্ত আয়াত বেশি বেশি পাঠ করবে এবং মহান আল্লহ পাকের উপর ভরসা রাখবে।

اَلَّذِىْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ۚ ثُمَّ جَعَلَ

نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۚ ثُمَّ سَوّٰىهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَجَعَلَ

لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ (سجدة : ٨-٩)

৫০. অনির্নিত রোগের সুস্থতার জন্যে আমলঃ

যদি কারো এমন রোগ হয় যে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না, তাহলে রোগী বেশি বেশি করে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করবে।

اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (انبياء : ٨٣)

৫১. ছেলে বা মেয়ের বিয়ের জন্যে পরীক্ষিত আমলঃ

যদি কারো পুত্র বা কন্যার বিয়ের প্রস্তাব না আসে তবে নিম্নোক্ত আয়াত ২১ দিন পর্যন্ত ৩১৩ বার প্রতিদিন পাঠ করতে হবে।

وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ

قَدِيْرًا (فرقان : ٥٤)

৫২. সকল মুশকিল আসানের জন্যে পরীক্ষিত আমলঃ

যেকোন প্রকার জায়েয উদ্দেশ্য এবং প্রত্যেক মুশকিল আসানের জন্যে নিম্নোক্ত আয়াত ১১৩ বার পাঠ করবে।

يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ بِنَصْرِ اللّٰهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

الرَّحِيْمُ (روم : ٤-٥)

৫৩. এস্তেখারায় সঠিক কর্মপন্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার আমলঃ এশার নামাযের পর দু'রাকাত নামায এস্তেখারার নিয়তে পড়বে। তারপর নিম্নোক্ত আয়াত ১০১ বার পাঠ করে কারো সঙ্গে কথা না বলে ঘুমিয়ে পড়বে। ইনশা আল্লাহ স্বপ্নের মধ্যে সঠিক কর্মপন্থা সম্পর্কে জানতে পাবে।

وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۗ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ ۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۚ اَلَا يَعْلَمُ

مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ (ملك : ١٣ — ١٤)

৫৪. শত্রুর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকার আমলঃ

যদি কারো মনে সব সময় শত্রুর শত্রুতার ভয় থাকে তবে শত্রুর শত্রুতা থেকে নিরাপদ থাকার জন্যে নিম্নোক্ত আয়াত ১১ বার পাঠ করবে।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ (حج : ٣٧)

৫৫. ফোঁড়া প্লেগ বা অন্যান্য রোগ থেকে মুক্তির আমলঃ

সকাল সন্ধ্যায় ১১ বার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করলে উল্লেখিত রোগ থেকে মুক্তি পাবে।

يَا مَالِكُ يَا قُدُّوْسُ يَا سَلَامُ

৫৬. পাপে আকৃষ্ট ও অভ্যস্ত ব্যক্তিকে সঠিক পথে নিয়ে আসার আমলঃ

কেউ যদি সৎপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহর ইবাদাত থেকে দূরে সরে যায়। তবে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন ১০১ বার পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে তাকে পান করাবে।

وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۝ (نازعات : ١٩)

৫৭. বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আমলঃ যদি কেউ বিপদের সম্মুখীন হয় অথবা কারো দ্বারা কষ্ট পায় তবে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে। ইনশা আল্লাহ তার জন্যে দুনিয়া বিজয়ের দ্বার খুলে যাবে।

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ (رعد : ٢٤)

৫৮. দুর্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার উৎকৃষ্ট আমলঃ

যদি কেউ আপনার দুর্নাম রটাতে থাকে এবং এর ফলে আপনার সম্মান নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে সকাল সন্ধ্যায় ৪১ বার নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করে নিজের দেহে ফুঁক দিবেন।

وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۝ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ (يونس : ٦٥)

৫৯. দুঃখ কষ্ট দূর করার এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা পাওয়ার আমলঃ

যদি কেউ দুঃখে কষ্টে পতিত হয় এবং তার আর্থিক অস্বচ্ছলতা দেখা দেয়, তাহলে সকাল-বিকাল এবং অন্য সময়ে নিম্নোক্ত দু'আ বেশি বেশি পাঠ করবে।

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۝ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا ۝ (بنی اسرائیل : ٨٧)

৬০. দুনিয়া ও আখেরাতের নেয়ামত পাওয়ার আমলঃ

যদি কেউ দুনিয়া ও আখেরাতে মহান আল্লাহ পাকের কোন নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে না চায়, তবে নিম্নোক্ত আয়াত প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় যেন ৩ বার করে পাঠ করে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۝ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۝ (محمد : ١٥)

আল-কুরআনে ইসমে আযম

শুরাই নামক এক বুযুর্গ বলেন, আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি আমাকে বলেন, তুমি অমুকের নিকট ইসমে আযম শিক্ষা করো। সকালে তাঁর নিকট গেলাম, তিনি আমাকে দেখা মাত্রই বলে উঠলেন তুমি কি শুরাই? আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেলাম তোমাকে আমি ইসমে আযম শিখাচ্ছি। শুনে রেখো ইসমে আযম হলো কুরআনের ঐ সকল আয়াত যেগুলোর মধ্যে لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ রয়েছে তা নিম্নরূপ। কোন জটিলতা দেখা দিলে প্রতি নামাযের পর এটি কয়েক বার পাঠ করে দু'আ করবে।

১- وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ - ١٦٣سورة البقرة

২- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ . لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ۝ ٢٥٥ سورة البقرة

৩ - اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ ٢ سورة ال عمران

৪- شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ١٨ سورة ال عمران

৫- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ٦٢ سورة ال عمران

৬- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ۝ ٨٧ – نساء

৭- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ۝ ١٠٣ - سورة الانعام

৮- لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ١٠٧ - سورة الانعام

৯- لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ ٣١- سورة توبة

১০- لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ١٢٩ سورة توبه

১১- فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ ١٤ - سورة هود

১২- يُنَزِّلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ اَنْ اَنْذِرُوْٓا اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاتَّقُوْنِ ۝ ٢ سورة - نخل

১৩- اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝ ٨ - سورة ط

১৪- اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝ ١٤- سورة طه

১৫- اِنَّمَآ اِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝ ٩٨- سورة طه

১৬- لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ ٢٢- سورة انبياء

১৭- وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ۝ ٢٥ - سورة انبياء

১৮- لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ٨٧- سورة انبياء

১৯- لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۝ ١١٦ - سورة المؤمنون

২০- وَهُوَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ٧٠ - قصص

২১- وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ ٨٨ - سورة قصص

২২ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ ٦٥ - سورة ص

২৩- لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝ ٦ - سورة زمر

২৪- غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ ٣ - سورة مؤمن

২৫- ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝ ٦٢ - سورة مؤمن

২৬- هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ ٦٥- سورة مؤمن

২৭- فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۝ ١٩ - سورة محمد

২৮- رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝ ٩ سورة مزمل

بسم الله الرحمٰن الرحيم
এর ফযীলত

১. রুগ্নঃ পূর্ণ بِسْمِ اللهِ পড়ে সাত দিন যাবৎ রুগীর শরীরে ফুঁক দিলে সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করবে।

২. প্রয়োজনঃ পূর্ণ بِسْمِ اللهِ ৭৮৬ বার পড়ার দ্বারা প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

৩. বিপদঃ পূর্ণ بِسْمِ اللهِ কঠিন বিপদের সময় দৈনিক ১০০০ বার পড়ার দ্বারা বিপদ থেকে মুক্তি পায়।

৪. মেধাঃ পূর্ণ بِسْمِ اللهِ বর্তনে লিখে মেধাহীনকে পান করানোর দ্বারা মেধা সম্পন্ন হয়।

৫. ফলঃ পূর্ণ بِسْمِ اللهِ পানিতে লিখে তা বাগানে দিলে ফল অধিক হয়। ১৩ বার পূর্ণ بِسْمِ اللهِ লিখে বৃক্ষে ঝুলানোর দ্বারা ফল আসে।

৬. কাশফঃ পূর্ণ بِسْمِ اللهِ ৪০ দিন ফজরের নামাযের পর ১০০০০ বার করে পড়লে, কাশফ অর্জিত হয়।

৮. গর্ভঃ ৩১৩ বার পূর্ণ بِسْمِ اللهِ লিখে গর্ভহীন মহিলার সাথে রাখলে গর্ভধারণ করে।

৯. জাহান্নামঃ যার আমলনামায় ৮০০ বার بِسْمِ اللهِ লিখা থাকবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে না।

১০. ঋণঃ নিয়মিত পূর্ণ بِسْمِ اللهِ এর আমলকারীর ঋণ পাহাড় সমতুল্য হলেও তা পরিশোধ হবে।

জ্ঞাতব্যঃ বিসমিল্লাহ পাঠ করার দ্বারা এ কথাটিই প্রকাশ পেয়ে থাকে যে, পাঠক তার দৈনন্দিন কাজ কর্ম যা কিছু নিয়েই ব্যস্ত থাকুক না কেন, সব সময়ই সে আল্লাহকে স্মরণ করছে। আল্লাহ তার হৃদয়ের মধ্যে প্রতি মুহূর্তে বিরাজমান, তজ্জন্যই সদা সর্বদা তার মুখ হতেও আল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। এর সহজ ব্যবস্থা হলো প্রতিটি কর্ম মাসনুন দু'য়ার সহিত করা। যে কর্মের দু'আ জানা থাকবে না সে কর্মের শুরুতে بِسْمِ اللهِ শেষে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়বে। আর কাজের মাঝে মাঝে উভয়টি পড়বে।

একটি ঘটনা

বিশিষ্ট ফেকা বিশারদ মুহাম্মদ মযনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর অন্যতম উস্তাদ বিশিষ্ট ফেকা বিশারদ আমর বিন সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে দেখার জন্যে এসেছেন। তিনি তাঁকে দেখে একটি তাবিজ দিয়েছেন এবং সাথে এ কথাও তাঁকে বলে দিয়েছেন, তাবিজটি খুলে দেখবে না। তিনি চলে যাওয়ার পর রুগী তাবিজটি ব্যবহার করেছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর কঠিন জ্বর ভালো হয়ে যায়। এরপর তিনি তাবিজটি খুলে দেখেছেন। দেখতে পেলেন শুধুমাত্র বিসমিল্লাহ লিখা। এ সামান্য লেখা দেখার পর তাবিজের প্রতি তার মনে কিছুটা গুরুত্ব চলে গিয়েছে। তৎক্ষণাৎ তার জ্বর ফিরে এসেছে। তিনি তাওবা করে স্বীয় উস্তাদের নিকট গিয়েছেন। উস্তাদ তাকে পুনরায় একটি তাবিজ দিয়েছেন। তিনি সে তাবিজটি ব্যবহার করে তৎক্ষণাৎ ফল লাভ করেছেন। এক বৎসর পর তিনি সে তাবিজটি খুলে দেখেছেন। সেখানেও শুধু বিসমিল্লাহ লিখা ছিলো। তখন তাবিজের প্রতি তার অন্তরে গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে।

আল্লাহ পাকের ৯৯ নাম

আল্লাহ পাকের নামগুলো পাঠ করে যে কোন দু'আ করলে তা কবুল হয়।

অপদস্তকারী	اَلْمُذِلُّ	আল্লাহ	اَللهُ
সর্বশ্রোতা	اَلسَّمِيْعُ	কৃপাময়	اَلرَّحْمٰنُ
সর্বদর্শী	اَلْبَصِيْرُ	করুণাময়	اَلرَّحِيْمُ
বিজ্ঞানী	اَلْحَكَمُ	বাদশাহ	اَلْمَلِكُ
ন্যায়বিচারক	اَلْعَدْلُ	পবিত্র	اَلْقُدُّوْسُ
সর্বজ্ঞানময়	اَلْخَبِيْرُ	শান্তি দানকারী	اَلسَّلَامُ
সুক্ষ্মদর্শক	اَللَّطِيْفُ	নিরাপত্তা প্রদানকারী	اَلْمُؤْمِنُ
ধৈর্যশীল	اَلْحَلِيْمُ	সত্যসাক্ষী	اَلْمُهَيْمِنُ
মহান	اَلْعَظِيْمُ	প্রভাবশালী	اَلْعَزِيْزُ
ক্ষমাশীল	اَلْغَفُوْرُ	পরাক্রমশালী	اَلْجَبَّارُ
পছন্দকারী	اَلشَّكُوْرُ	গৌরবান্বিত	اَلْمُتَكَبِّرُ
মর্যাদাবান	اَلْعَلِيُّ	মহানস্রষ্টা	اَلْخَالِقُ
মহান	اَلْكَبِيْرُ	সৃষ্টিকর্তা	اَلْبَارِئُ

রক্ষাকারী	اَلْحَفِيْظُ	আকৃতি প্রদানকারী	اَلْمُصَوِّرُ
অনুগ্রহকারী	اَلْكَرِيْمُ	শ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল	اَلْغَفَّارُ
শক্তিদাতা	اَلْمُقِيْتُ	মহাশাস্তি দানকারী	اَلْقَهَّارُ
হিসাব গ্রহণকারী	اَلْحَسِيْبُ	মহান দানশীল	اَلْوَهَّابُ
বিক্রমশালী	اَلْجَلِيْلُ	একমাত্র অন্নদাতা	اَلرَّزَّاقُ
রক্ষণাবেক্ষণকারী	اَلرَّقِيْبُ	সম্প্রসারণকারী	اَلْفَتَّاحُ
প্রার্থনা মঞ্জুরকারী	اَلْمُجِيْبُ	মহাজ্ঞানী	اَلْعَلِيْمُ
প্রশস্তকারী	اَلْوَاسِعُ	আয়ত্বকারী	اَلْقَابِضُ
মহাবিজ্ঞানী	اَلْحَكِيْمُ	প্রসারকারী	اَلْبَاسِطُ
শ্রেষ্ঠবন্ধু	اَلْوَدُوْدُ	অবনতকারী	اَلْخَافِظُ
মহামান্বিত	اَلْمَجِيْدُ	উন্নতি দানকারী	اَلرَّافِعُ
পুনরুত্থানকারী	اَلْبَاعِثُ	সম্মানদাতা	اَلْمُعِزُّ
প্রকাশ্য	اَلظَّاهِرُ	সর্বদ্রষ্টা	اَلشَّهِيْدُ
অন্তরাল	اَلْبَاطِنُ	সত্যসাক্ষী	اَلْحَقُّ
অধিপতি	اَلْوَالِىْ	কার্যকারক	اَلْوَكِيْلُ
সর্বোচ্চ মহান	اَلْمُتَعَالِىْ	মহাশক্তিমান	اَلْقَوِىُّ
শান্তি ও মঙ্গলদাতা	اَلْبَارُّ	বর্ণনাকারী	اَلْمُبِيْنُ
তাওবা কবুলকারী	اَلتَّوَّابُ	মহাবন্ধু	اَلْوَلِىُّ

প্রতিশোধ গ্রহণকারী	اَلْمُنْتَقِمُ	প্রশংসিত	اَلْحَمِيْدُ
নেয়ামত দাতা	اَلْمُنْعِمُ	বেষ্টনকারী	اَلْمُحْصِىْ
অভাব মোচনকারী	اَلْمُغْنِىْ	নবসৃজক	اَلْمُبْدِئُ
কৃপাশীল	اَلرَّؤُوْفُ	পুনরুত্থানকারী	اَلْمُعِيْدُ
ন্যায় বিচারক	اَلْمُقْسِطُ	জীবন সঞ্চারকারী	اَلْمُحْيِىْ
একত্রিতকারী	اَلْجَامِعُ	মৃত্যুদানকারী	اَلْمُمِيْتُ
পরোয়াহীন	اَلْغَنِىُّ	চিরঞ্জীব	اَلْحَىُّ
বাধা প্রদানকারী	اَلْمَانِعُ	চিরস্থায়ী	اَلْقَيُّوْمُ
অনিষ্ট প্রদানকারী	اَلضَّارُّ	বস্তু সমূহের মালিক	اَلْوَاجِدُ
উপকারীদাতা	اَلنَّافِعُ	গৌরবময়	اَلْمَاجِدُ
মহা আলোকচ্ছটা	اَلنُّوْرُ	অদ্বিতীয়	اَلْوَاحِدُ
পথপ্রদর্শনকারী	اَلْهَادِىْ	একক প্রভু	اَلْاَحَدُ
মহান সৃষ্টিকারী	اَلْبَدِيْعُ	অভাবহীন	اَلصَّمَدُ
স্থিতিশীল	اَلْبَاقِىْ	সর্বশক্তিমান	اَلْقَادِرُ
উত্তরাধিকারী	اَلْوَارِثُ	মহা ক্ষমতাশালী	اَلْمُقْتَدِرُ
পথপ্রদর্শনকারী	اَلرَّشِيْدُ	অগ্রসরকারী	اَلْمُقَدِّمُ
ধৈর্যশীল	اَلصَّبُوْرُ	পশ্চাদ্বর্তীকারী	اَلْمُؤَخِّرُ
বিশ্ব জাহানের অধিপতি	مٰلِكُ اَلْمُلْكِ	অনাদি অনন্ত	اَلْاَوَّلُ اَلْاٰخِرُ

দু'আয়ে গঞ্জে আরশের ফযীলত

যারা এ দু'আ সর্বদা পাঠ করবে দুনিয়া ও আখেরাতে তারা সুখে সাচ্ছন্দে জীবন যাপন করবে, ঈমান আমল সহি সালামতে থাকবে, ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে, রুজী রোজগার বৃদ্ধি পাবে, মামলায় জয় লাভ করবে। এ দু'আটি দ্বারা কেউ তাবিজ লিখে সঙ্গে ধারণ করলে যুদ্ধে জয় লাভ করবে, যাদু করলে তার আছর হবে না। কারো যদি কঠিন কোন রোগ হয় তাহলে এ দু'আ পড়া পানি তাকে পান করতে দিবে সে আরোগ্য লাভ করবে। নিঃসন্তান মহিলারা এ দু'আর পড়া পানি পান করবে এবং এ দু'আটি একশত দিন পাঠ করবে, অবশ্যই সে সন্তান লাভ করবে। প্রসব বেদনাকালে এ দু'আ পড়া পানি পান করতে দিলে সুষ্ঠভাবে প্রসূতি সন্তান প্রসব করবে। এ দু'আ সর্বদা পাঠকারীর মুখ হাশরের ময়দানে চাঁদের তুল্য উজ্জল হবে।

দু'আয়ে গঞ্জে আরশ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْجَبَّارِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الرَّءُوْفِ الرَّحِيْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْغَفُوْرِ الرَّحِيْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْكَرِيْمِ الْحَكِيْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْوَافِيْ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْمَعْبُوْدِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْغَفُوْرِ الْوَدُوْدِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْوَكِيْلِ الْكَفِيْلِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الرَّقِيْبِ الْحَفِيْظِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمُحْيِ الْمُمِيْتِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْبَارِئِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْوَاحِدِ الْاَحَدِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمُؤْمِنِ الْمُهَيْمِنِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْحَسِيْبِ الشَّهِيْدِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْاَوَّلِ الْقَدِيْمِ °

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعُيُوْبِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْمُعْجِزِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْفَاضِلِ الشَّكُوْرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْقَدِيْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ ذِى الْجَلَالِ الْمُبِيْنِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْخَالِصِ الْمُخْلِصِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الصَّادِقِ الْوَعْدِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْحَقِّ الْمُبِيْنِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ ذِى الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَلَامِ الْغُيُوْبِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعُيُوْبِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِىْ لَا يَمُوْتُ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الرَّحِيْمِ الْغَفَّارِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْقَادِرِ الْمُقْتَدِرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْغُفْرَانِ الْمُسْتَعَانِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ ذِى الْغُفْرَانِ الْحَلِيْمِ ° لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ السَّتَّارِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْاَوَّلِ الْاٰخِرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الظَّاهِرِ الْبَاطِنِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَلِيْمِ الْحَكِيْمِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْغَفُوْرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلا اللهُ سُبْحَانَ الرَّحْمٰنِ الدَّيَّانِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَلِيْمِ الْعَلَّامِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الشَّافِيِ الْكَافِيْ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَظِيْمِ الْبَاقِيْ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْاَحَدِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمَالِكِ الْمُلْكِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْمُتَكَبِّرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوْسِ السُّبُّوْحِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ

الْخَالِقِ النُّوْرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ خَالِقِ الْمَخْلُوْقَاتِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ ذِى الْاٰلَاءِ وَالنَّعْمَاءِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمَقْصُوْدِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ ادَمُ صَفِيُّ اللهِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ سُبْحَانَ نُوْحُ نَبِيُّ اللهِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اِسْمَعِيْلُ ذَبِيْحُ اللهِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُوْسٰى كَلِيْمُ اللهِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ دَاوُدُ خَلِيْفَةُ اللهِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ عِيْسٰى رُوْحُ اللهِ ° لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ اَفْضَلُ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ حَبِيْبُنَا وَسَيِّدُنَا وَشَفِيْعُنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٌ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ° بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ °

আল্লাহ পাকের ৯৯ নামের ফযীলত

নিষ্ঠুরকে আনুগত্য করণেঃ مَلِكٌ (মালিকুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির করার দ্বারা নিষ্ঠুর আনুগত্য হয়। এমনিভাবে رَحِيْمٌ (রাহীমুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পাষাণ হৃদয়ের লোক আনুগত্য স্বীকার করে।

নিরাপত্তা লাভঃ سَلَامٌ (সালামুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সর্ব প্রকার বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। এ শব্দের যিকির দ্বারা হাল সৃষ্টি হওয়ার পর হতে সাপ, বিচ্ছু ধারণ করলে দংশন করবে না।

সকলের উপর বিজিতঃ عَزِيْزٌ (আযীযুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকলের উপর বিজয় অর্জিত হয়।

বিচারক হওয়ার জন্যেঃ مُتَكَبِّرٌ (মুতাকাব্বিরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রে বড়ই সহায়ক হয়।

গর্ভধারণঃ خَالِقٌ (খালিকুন) শব্দটি চাঁদির আংটিতে নকশা করবে। সে আংটি পরিধান করে স্ত্রী সহবাস করলে সন্তান গর্ভধারণ করবে।

সুক্ষ্ম জ্ঞানঃ بَارِئٌ (বারিউন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা জ্ঞানের সুক্ষ্মতা অর্জিত হবে। গুপ্ত বিষয়ে অবহিত হবে।

যৌন শক্তি নিয়ন্ত্রণেঃ قَهَّارٌ (কাহহারুন) শব্দটি অধিক পাঠ করার দ্বারা যৌন শক্তি সর্বাধিক পর্যায়ে থাকে। তবে যৌন শক্তির উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে থাকে।

যা চাবে তা পাবেঃ وَهَّابٌ (ওয়াহহাবুন) শব্দটি সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা বান্দার মধ্যে এমন এক যোগ্যতা সৃষ্টি করে, যে যোগ্যতার ফলে সে আল্লাহ পাকের নিকট যা চাবে তা পাবে।

ক্ষমা প্রাপ্তঃ غَفَّارٌ (গাফফারুন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা যাবতীয় গুনাহ মার্জনা হয়ে যায়।

সহজ রিযিকঃ فَتَّاحٌ (ফাততাহুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা রিযিকের দরজা খুলে যায়।

সহজ মঙ্গলঃ قَابِضٌ (কাবিযুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সর্বপ্রকারের ষড়যন্ত্র নিপাত যায়।

অন্তর প্রশস্ত ঃ بَاسِطٌ (বাসিতুন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা অন্তরে প্রশস্ততা ও উদারতা অর্জিত হয়।

শত্রু ধ্বংসঃ حَافِظٌ (হাফিযুন) শব্দটির অধিক যিকির করে শত্রুর জন্যে অভিশাপ দেয়া হলে অচিরেই শত্রু ধ্বংস হবে।

সম্মান বৃদ্ধিঃ مُعِزٌّ (মুঈযযুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পদ মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি পায়।

ব্যক্তিত্বঃ رَافِعٌ (রাফিউন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পথভ্রষ্ট ব্যক্তি পথের সন্ধান পাবে।

শত্রুর লাঞ্ছনাঃ مُذِلٌّ (মুযিললুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা শত্রু লাঞ্ছিত ও পরাজিত হয়।

কোন দু'আ বিফল হয় নাঃ سَمِيْعٌ (সামীউন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল দু'আ কবুল হয়, কোন দু'আ বৃথা যায় না।

মেধা বৃদ্ধিঃ بَصِيْرٌ (বাসীরুন) শব্দটি লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে পান করলে মেধা শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সাহস বৃদ্ধিঃ بَصِيْرٌ (বাসীরুন) শব্দটি লিখে বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে পান করার দ্বারা সাহস বৃদ্ধি পায়।

পরিচালক বৃন্দঃ حَكَمٌ (হাকামুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পরিচালনায় পরিপূর্ণতা আনয়ন করে।

বিচারক বৃন্দঃ عَدْلٌ (আদলুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা বিচারে ইনসাফ করার সুক্ষ্মতা আনয়ন করে।

রোগ নিরাময়ঃ لَطِيْفٌ (লাতীফুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সর্বপ্রকারের রোগ নিরাময় হয়।

পিপাসা নিবারণঃ خَبِيْرٌ (খাবীরুন) শব্দটি শুক্রবার সকালে আংটির পাথরের উপর লিখবে। সে আংটি মুখে ধারণ করলে পিপাসা নিবারণ হবে। পানিতে রেখে সে পানি পান করলে আর কখনো পিপাসার কষ্ট পাবে না।

অস্থিরতা দূরঃ حَلِيْمٌ (হালীমুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা অস্থিরতা দুরীভূত করে।

নিরাপদঃ عَظِيْمٌ (আযীমুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল প্রকারের ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ হবে।

নিয়ামত বৃদ্ধিঃ شَكُوْرٌ (শাকূরুন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত্ব নিয়ামত পেতে থাকে।

অনিষ্ট থেকে রক্ষাঃ عَلِيٌّ (আলীয়্যুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকলের অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে।

প্রভাবশালীঃ كَبِيْرٌ (কাবীরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকলের উপর তার প্রভাব বিস্তার করবে।

ক্ষুধা নিবারণঃ مُقِيْتٌ (মুকীতুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হয়।

প্রয়োজন পূর্ণঃ مُجِيْبٌ (মুজীবুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল প্রকারের প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

উচ্চ পদঃ جَلِيْلٌ (জালীলুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা উচ্চ পদ ও সম্মান অর্জিত হয়।

কর্মের সংরক্ষণঃ كَرِيْمٌ (কারীমুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কর্মে আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষণ ব্যবস্থা হয়।

কর্মের সুফলঃ رَقِيْبٌ (রাক্বীবুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কর্মে সুফল পরিলক্ষিত হয়।

কল্যাণকর বাণীঃ وَاسِعٌ (ওয়াসিউন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা অন্তর থেকে কল্যাণকর কথা বের হয়।

সকলের আন্তরিকতাঃ وَدُوْدٌ (ওয়াদূদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পাঠকের প্রতি সকলের আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

শাষনে উন্নতিঃ مَجِيْدٌ (মাজীদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা শাষনে সুখ্যাতি পরিলক্ষিত হয়।

অধিক কল্যাণঃ بَاعِثٌ (বা'ঈছুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সর্ব প্রকারের কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়।

মুরাকাবাঃ شَهِيْدٌ (শাহীদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা মুরাকাবায় মুশাহাদা অর্জিত হয়। অর্থাৎ চোখ বন্ধ করলে অদৃশ্যকে স্বদৃশ্যে দেখতে পারে অথবা দূর-দূরান্তের অবস্থা সমূহ দেখতে পাবে।

দৃঢ় ঈমানঃ حَقٌّ (হাক্কুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা ঈমানে দৃঢ়তা আনয়ন করে।

কর্মের নিরাপত্তাঃ وَكِيْلٌ (ওয়াকীলুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কর্মের নিরাপত্তা অর্জিত হয়।

শক্তি বৃদ্ধিঃ قَوِيٌّ (কাভীয়্যুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সর্ব প্রকারের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দূর্বলতা দূরঃ مَتِيْنٌ (মাতীনুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সবধরণের দূর্বলতা কেটে যায়।

আল্লাহ পাকের বন্ধুঃ وَلِيٌّ (ওয়ালীয়্যুন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা আল্লাহ পাকের বন্ধুত্ব হাসিল হয়।

জটিল রোগ নিরাময়ঃ حَمِيْدٌ (হামীদুন) শব্দটি বাষট্টিবার পড়বে। অতঃপর একটি আংটির মধ্যে حَمِيْدٌ শব্দটি লিখবে। সে আংটি ধৌত করে রোগীকে সেবন করালে জটিল রোগ নিরাময় হবে।

কর্মের বিশুদ্ধতাঃ مُحْصِىْ (মুহসিন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কর্মে বিশুদ্ধতা আনয়ন করে।

অনুপস্থিতিকে উপস্থিত করণঃ مُعِيْدٌ (মুঈদুন) শব্দটি লিখে বাতাসে ঝুলিয়ে রাখবে এবং উদ্দেশ্য সূচক ব্যক্তিকে স্মরণ করে সারাক্ষণ এ নামটি পড়লে অবিলম্বে সে উপস্থিত হবে।

জীবিত হৃদয়ঃ مُحْيِىْ (মুহয়ীন) শব্দটি সার্বক্ষণিক যিকির করলে, মারেফতের নূর দ্বারা অন্তর জীবিত থাকে।

কুস্বভাব দূরঃ مُمِيْتٌ (মুমীতুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা মন্দ স্বভাব দূরীভূত হয়।

গৃহবন্ধঃ يَاحَيُّ (ইয়া হাইয়্যু) শব্দটি একশত বিশবার লিখে গৃহের দরজায় পুঁতে রাখলে সকলেই নিরাপদ থাকবে।

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানঃ قَيُّوْمٌ (কাইয়্যুমুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা অন্তরে আল্লাহ প্রদত্ব জ্ঞান অর্জিত হয়।

তাকওয়া ও পরহেযগারীঃ وَاجِدٌ (ওয়াজিদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা তাকওয়া ও পরহেযগারী হাছেল হয়।

সম্মান বৃদ্ধিঃ مَاجِدٌ (মাজিদুন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা মান সম্মান বৃদ্ধি পায়।

একাগ্রতাঃ وَاحِدٌ (ওয়াহিদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

নির্ভয়ঃ أَحَدٌ (আহাদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা নির্ভয় হবে।

আধ্যাত্মিক শক্তিঃ صَمَدٌ (সামাদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণঃ مُقْتَدِرٌ (মুক্বতাদিরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকলের দৃষ্টি পাঠকের প্রতি ফিরে যায়।

উন্নতিঃ مُقَدِّمٌ (মুক্বাদ্দিমুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা বস্তু জগতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিবন্ধকতা দূর করণেঃ مُؤَخِّرٌ (মুয়াখখিরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সব ধরনের বাধা কেটে যায়।

পুণ্যের অগ্রেঃ أَوَّلٌ (আওয়্যালুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পুণ্যবান কর্মের অগ্রভাগে থাকার সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

কল্যাণকরঃ اٰخِرٌ (আখিরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কর্মে কল্যাণকর হবে।

গুপ্ত বিষয়ে অবহিতঃ ظَاهِرٌ (যাহিরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা গুপ্ত বিষয়গুলো ভাসমান হয়ে উঠবে।

যা চায়ঃ بَاطِنٌ (বাতিনুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা যা চাবে পাবে।

প্রভাবঃ وَالٍ (ওয়ালিন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা প্রভাব শালী হওয়া সহজ সাধ্য হয়।

আধ্যাত্মিক শক্তিঃ مُتَعَالٍ (মুতাআলীন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ পাকের করুণাঃ بَرٌّ (বাররুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা আল্লাহ পাকের করুণা পাওয়া যায়।

মদপানঃ تَوَّابٌ (তাওয়্যাবুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা শরাব পানের নেশা চলে যায় تَوَّابٌ শব্দটি লিখে পান করার দ্বারা শরাব পানের নেশা চলে যায়।

পাপের স্বভাবঃ تَوَّابٌ (তাওয়্যাবুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পাপ কর্মের নেশা লোপ পেতে থাকে।

শত্রু থেকে প্রতিশোধঃ مُنْتَقِمٌ (মুনতাক্বিমুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ পাক শত্রু থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

ভয় দূরঃ عَفُوٌّ (আফুববুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল প্রকারের ভয় দূরীভূত হয়।

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহঃ رَؤُوْفٌ (রাউফুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পাওয়া যায়।

ইনসাফপূর্ণ ব্যক্তিঃ مُقْسِطٌ (মুক্বসিতুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কর্মে ইনসাফ করার যোগ্য হয়।

হারানো প্রাপ্তিঃ جَامِعٌ (জামিউন) শব্দটির অধিক যিকির দ্বারা যে বস্তু হারিয়ে যাবে তা পেয়ে যাবে।

রিযিক বৃদ্ধিঃ غَنِيٌّ (গানিয়্যুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা রিযিক অধিক হয়।

সৎ সাহসঃ مُغْنِيٌّ (মুগনিয়্যুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সৎসাহস বৃদ্ধি পায়।

অনিষ্ট দূরঃ مَانِعٌ (মানি'য়ুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

শত্রু দমনঃ ضَارٌّ (দ্বাররুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা শত্রু বিপদগামী হয়।

শেষ চিকিৎসাঃ نَافِعٌ (নাফিউন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা পুরাতন রোগ নিরাময় হয়।

ঈমানী নূরঃ نُوْرٌ (নূরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা অন্তরে ঈমানী নূর সৃষ্টি হয়।

হেদায়েত প্রাপ্তিঃ هَادٍ (হাদিন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা হেদায়েত ও মারেফত অর্জিত হয়।

অসাধ্য কর্মঃ দু'রাকাত নামায পড়বে। প্রথম রাকাতে আয়াতুল কুরসী, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করবে। নামায শেষে هَادٍ শব্দটি অসংখ্য বার পড়বে। অসাধ্য কর্ম সাধ্যে এসে যাবে।

আল্লাহ প্রদত্ত সুক্ষতাঃ بَدِيْعٌ (বাদীয়ুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা আল্লাহ প্রদত্ত সুক্ষতা অর্জনে সাফল্য মন্ডিত হবে।

অসীম বরকতঃ بَاقٍ (বাকিন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কাজে অশেষ বরকত পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিনিধিঃ وَارِثٌ (ওয়ারিছুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা যার প্রতিনিধি/উত্তরাধিকারী হতে ইচ্ছুক, তার প্রতিনিধি/উত্তারাধিকারী হতে সক্ষম হবে।

শুভ পরিনামঃ رَشِيْدٌ (রাশীদুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা সকল কর্মে শুভ পরিণাম হয়।

কর্মের দৃঢ়তাঃ صَبُوْرٌ (সাবুরুন) শব্দটির সার্বক্ষণিক যিকির দ্বারা কর্মে দৃঢ়তা আনয়ন করে।

আ'মালিয়াতে কাশমীরী-১৬০

ভাষান্তরের গ্রন্থাবলী

ছীয়াগুল কুরআন (রচনা)
দরসুল কুরআন ১-৪ (রচনা)
লুগাতুল কুরআন ১-৩ (রচনা)
তরজুমাতুল কুরআন (রচনা)
বিশ্ব নবীর শ্রেষ্ঠ বাণী (সংকলন)
হাদীস সমগ্র (সংকলন)
কালাবায়ুন্নাস (সংকলন)
দরসুত তাহাবী ১-৪ (সংকলন)
ইনআমুল বারী আলা আবওয়াবিল বুখারী ১-৩ (সংকলন)

মুনাজাতে আম্বিয়া (সংকলন)
প্রিয় নবীকে স্বপ্নে দেখলাম (সংকলন)
মুনাজাতের শরয়ী বিধান (অনুবাদ)
শয়তানের ওয়াসওয়াসা (অনুবাদ)
ইমাম গাযালী রহ.-এর অমর কাহিনী
ফরিদুদ্দীন আত্তার রহ.-এর অমর কাহিনী
ছোটদের নবীগণ (অনুবাদ)
ছোটদের প্রিয় নবী (সংকলন)
ছোটদের পুরুষ সাহাবী (সংকলন)
ছোটদের মহিলা সাহাবী (সংকলন)
শেখ সাদী রহ.-এর হৃদয় ছোঁয়া কাহিনী
শেখ সাদী রহ.-এর উপদেশ সম্ভার
তাবলীগের পরশ মণি (রচনা)
গুলশানে ইসলাম (৯৯ নামের ক্যালেণ্ডার)
ছড়া ছন্দে আল্লাহ পাকের ৯৯ নাম (রচনা)
আল্লাহ পাকের ৯৯ নামের কারিশমা (সংকলন)
আল্লাহ পাকের ৯৯ নামের অযিফা (অনুবাদ)
৯৯ নামে স্রষ্টার পরিচয় (রচনা)
এখন আমি জান্নাতে (সংকলন)
জাহান্নামের গ্যারান্টি প্রাপ্ত (অনুবাদ)
১০০০ স্বপ্ন কাহিনী (সংকলন)
স্মরণীয় যাঁরা আলোকিত তাঁরা (অনুবাদ)
কিশোর কিশোরীর উপহার (সংকলন)
তরুণ তরুণীর উপহার (সংকলন)
যে আমলে জান্নাত পেলাম (সংকলন)

পাঞ্জে সূরা ও ৫০০ দু'আ দুরুদ (সংকলন)
আ'মালে কুরআনী (অনুবাদ)
কুরআনী চিকিৎসা ১-৩ (অনুবাদ)
ছাত্র শিক্ষকের পাথেয় (অনুবাদ)
শরীয়তের দৃষ্টিতে দাড়ির গুরুত্ব (রচনা)
বিশ্ব সাধক মণ্ডলীগণ (অনুবাদ)
জান্নাতী রমণী (অনুবাদ)
পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা (সংকলন)
বার চাঁদের ফযীলত (অনুবাদ)
সাপ্তাহের সাতদিন (অনুবাদ)

উর্দূ কায়দা ১-৩ (রচনা)
ফার্সী-বাংলা বোসতাঁ (অনুবাদ)
নূরানী আরবী শিশু ১-৪ (রচনা)
নূরানী আরবী কিশোর
প্রশ্নোত্তরে নাহবেমীর (অনুবাদ)
বদরে মুনীর শরহে নাহবেমীর (ব্যাখ্যা)
প্রশ্নোত্তরে হেদায়েতুন্নাহু (অনুবাদ)
মাআরেফুন্নাহু শরহে হেদায়াতুন্নাহু (ব্যাখ্যা)
মায়ারেবুত্তালাবা (অনুবাদ)
আরবী তালীমুল ইসলাম (আরবী অনুবাদ)
আল-কেরাতুল আরাবিয়্যা (রচনা)
আরবী নাহবেমীর (আরবী অনুবাদ)
সাফওয়াতুল মাসাদির (অনুবাদ)
নূরানী মুয়াল্লেমুচ্ছরফ (রচনা)
নূরানী মুয়াল্লেমুন্নাহু (রচনা)
নূরানী তামরীনুচ্ছরফ (রচনা)
নূরানী তামরীনুন্নাহু (রচনা)
শরহে মিয়াতে আমেল (ব্যাখ্যা)
আধুনিক মিযান মুনশাইব (অনুবাদ)
প্রশ্নোত্তরে ইলমুছ ছরফ (অনুবাদ)
প্রশ্নোত্তরে পাঞ্জেগাঞ্জ (অনুবাদ)
প্রশ্নোত্তরে ইলমুছ ছীগাহ (ব্যাখ্যা)
প্রশ্নোত্তরে কাফিয়া (ব্যাখ্যা)

পরিবেশক

কোরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।